



Age of dark fitnah

এজ অফ ডার্ক ফিতনা
অন্ধকার ফিতনার যুগ

৪র্থ খণ্ড

রুহ মাহমুদ

লেখকের কথা:

আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতই এটাও আমার ফেসবুক পোস্টের ভল্ট। আমার আইডি প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। তাই পোস্ট গুলো এভাবে বই আকারে সংগ্রহ করে রাখি। আজকের এই বইতে (পোস্ট ভল্ট) ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ এর অক্টোবর'৮ তারিখ পর্যন্ত, প্রায় ২ বছরের পোস্ট গুলোকে একত্রিত করেছি। এটা হতে চলেছে এজ অফ ডার্ক ফিতনার চতুর্থ খন্ড। এর আগের পোস্টগুলো দিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খন্ড তৈরি করেছি আলহামদুলিল্লাহ। এগুলো ছাড়াও আমার আরো অনেকগুলি বই আছে। আর্মি অফ দাজ্জাল, সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী, গগ ম্যাগগ, তুর পাহাড়ের যাত্রী, শেষ যুগের দম্পতি। সেগুলোও পড়ার আহ্বান রইল। তাহলে আরো অনেক কিছু জানা যাবে ইনশাআল্লাহ। আর হা, এখানে কোন ধারাবাহিকতা পাবেন না। এক টপিকস থেকে ছুট করেই অন্য টপিকসে চলে যাবে। শর্ট আর্টিকেল হিসেবে পড়বেন ইনশাআল্লাহ। এবং ভুল ত্রুটি গুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। জাজাকুমুল্লাহু খায়ের।

আল্লাহর বান্দা রুহ মাহমুদ।

(24-10-24)

সূচীপত্র

অধ্যায়-১ (মিব্রাড আর্টিকেল)

10-104

প্রত্যেক মুমিনের ধর্মান্ব হওয়া চাই:	10
দাড্জালের আলোচনা চলবেই:	11
আধুনিক(?) ইসলামিস্ট:	12
প্রত্যেক স্টারই (সেলিব্রেটি) স্যাটানিস্ট:	12
প্রবলেম, রিএকশন, সলিউশন:	13
মেসির কপালের কাফ, ফা, র:	14
দাড্জালের পাপেট স্কলার:	15
দাড্জালকে সিডদা, আধুনিক ট্রেন্ড:	16
এখন থেকে ইনকাম সোর্স খোঁজা উচিত:	16
সেলিব্রেটি বা ভাইরাল হওয়ার মানসিক রোগ:	17
পুরুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে:	18
ছুট করে জীবনের ট্র্যাক চেঞ্জ করবেন না:	18
রাতের ঘুম, এক বিশাল নেয়ামত:	19
কুরআনকে বিজ্ঞানময় বলা কতটা যৌক্তিক:	20
মিডিয়ার দ্বারা জিন শয়তানকে প্রমোট:	21
উম্মতের ঐক্য কখন হবে?	21
আসুন আত্মসমালোচনায় মগ্ন হই:	22
অভিজ্ঞতা অর্জন করবে কখন?	23
শয়তানকে ধোঁকা দিয়েছিল কে?	24

মাদ্রাসার ওস্তাদের বেতন কেমন হওয়া উচিত?	25
নিজের ঈমানকে মজবুত রাখতে হবে:	25
বানরগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে:	27
দাজ্জাল কার সন্তান:	28
অবাধ্য জ্বীনদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা:	28
এডভান্স এ আই লিলিথ:	29
লিলিথের কন্যা:	29
বুদ্ধিজীবী নাকি বুদ্ধি ব্যবসায়ী:	30
ক্যানিবিয়ালিজমকে প্রমোট করা হচ্ছে:	30
Rand / পেইড স্কলার:	32
বাংলাদেশে রিজিকের অভাব নেই:	32
বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার যোগ্যতা রাখে:	33
আরবিতে কথা বলাটাই স্মার্টনেস:	34
অপবিজ্ঞান প্রেমী ট্যাকবীর হুজুর:	34
কারা বেশি উন্নত এবং আধুনিক ছিলেন?	35
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, নাকি জিন?	36
জিনদের দখলে পৃথিবী:	36
দাজ্জালের তিনটি প্রশ্ন:	37
ফুড সাপ্লিমেন্ট (খাবারের বিকল্প) ক্যাপসুল:	38
দ্বাসত্বের বেড়াজালে মানব সভ্যতা:	39
স্ল্যাপ (থাপ্পর) গেমের ফেত্বা:	39
সমকামীদেরকে সঠিক পথে আনার উপায়:	40
ভাইরাল ভাইরাস:	41
ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ফর্মুলা জিনদের কাছে আছে:	41

আপনার মনোযোগ কোন দিকে:	42
স্প্রিচুয়াল সুসাইড:	42
প্রকল্প ভালো, উদ্দেশ্য কালো:	44
ব্রেনলেস বিবেকহীন ক্রিয়েচার:	46
পাখির রিজিক:	46
কুৎসিত প্রচারণা:	47
প্রকৃতির প্রতিশোধ:	47
সৌন্দর্যতাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা:	48
ভোগের বস্তু হতে চান?	49
নিজের ছবি আপলোড দেয়ার প্রাপ্তি:	49
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংসার:	50
ইরতিদাদের ফেতনা:	51
বিপরীত লিঙ্গের প্রশংসা করে ভিডিও:	51
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আজ সবচেয়ে শত্রুতা পূর্ণ:	52
জীবন শয়তানের চোখ ধাঁধানো প্রযুক্তি:	53
ইনকামের দিকে মনোযোগী হন:	54
কৃতিম খাবার, আভিজাত্যের প্রতীক:	54
ছাত্র এবং স্বপ্ন আয়ের চাকুরীজীবীদের জন্য একটা বিজনেস আইডিয়া:	55
ছোট্ট একটি বিজনেস আইডিয়া: (ফ্রাইড রাইস)	56
ওষুধের সাইড ইফেক্ট:	57
বোরকার নিচে কি ধরনের কাপড় পরা উচিত?	57
সন্তানের যৌক্তিক উত্তরগুলো তর্ক নয়:	59

শয়তান, স্বপ্ন এবং প্রযুক্তি:	60
মুসলিম সমাজে হারাম ঢুকানোর কৌশল:	61
আলেমরা কি রাজনীতি বোঝেনা?	62
পর্দাশীল মেয়েদের জন্য একটি নসিহা:	62
শরই পর্দা এবং দুটি ফেতনা:	63
দ্বীনদার মেয়েরা, ঘরে বেপর্দা থাকার পরিণতি:	63
উপমহাদেশে দাড্জালি নজরদারি:	64
দাড্জাল, ধর্মহীন সেকুলার পৃথিবী চায়:	65
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর দুই রূপ:	66
হিরো বনাম ভিলেন (১৯৭১-২০৩৫):	67
মানুষ মারার কারিগর আলফ্রেড নোবেল:	68
এ আই, দাড্জালের একটি মারাত্মক অস্ত্র:	69
শেষ জামানায় মুমিনদের জন্য তিনটি স্থান:	70
দরবেশ বাবার সকল সম্পত্তির মালিক জনগণ:	71
সম্পদে ভরপুর আমাদের এই বাংলা:	71
বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিতে শিখুন:	72
গজ-ওয়াতুল হিন্দ এর জন্য মেয়েদের প্রস্তুতি:	74
বন্যার সময় কন্সার্ট?	75
র‍্যাপ্টাইলিয়ান্স হাসু আপা:	75
আনসারদের আন্দোলন এবং সচিবালয় ঘেরাও নিয়ে	
বাংলার নমরুদের বক্তব্য:	76
বাংলার শিশুদেরকে সমকামিতার শিক্ষা:	78
মিথ্যা প্রচার করে, মিথ্যা ক্ষমা চাওয়ার কৌশল:	79
(গণতন্ত্র বনাম শরিয়া) ২০২৪ এ কি করা উচিত:	80

ডায়মন্ড একটি ধোকা:	81
নারী ছাড়া পুরুষ অতৃপ্ত:	81
পায়ে দল জামাত, তুর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে:	82
সারিয়া এবং গজওয়ার মধ্যে পার্থক্য:	82
কার্স অফ এইটথ ডিকেড (curse of eighth decade)	83
কাবা কম্পাস এবং বায়তুল মামুর (দুনিয়া এবং আসমানের এনার্জেটিক কানেকশন):	84
সাহাবীদের ভুল ত্রুটি ঢেকে রাখুন:	86
সময়ের ধোঁকা (টাইম ডিসেপশন):	86
শয়তানের চলাচল (মানব শরীর বনাম ইন্টারনেট ক্যাবল):	87
সিস্টেমকে পরিবর্তনের জন্য সিস্টেমে প্রবেশ (আনসিস্টেমেটিক সিস্টেম):	94
সমকামিতার ফিতনা থেকে মুক্তির সহজ উপায়:	96
ইয়াজুজ মাজুজের দেয়ালে ফুটা / ইবনে সাবা:	97
ঈসার (আ:) ৪০ বছর এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ফেত্বা:	97
আদম যুগ বলে কটাক্ষ করছেন?	103
দ্বিতীয় বিয়ে মেনে না নেয়ার পরিণতি:	104

অধ্যায়-২ (সৃষ্টি তত্ত্ব)

105-119

সূর্য পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়র দলিল দেন:	105
হাশরের ময়দান বনাম সমতলে বিছানো দুনিয়া:	105
অপবিজ্ঞান প্রেমীরা জলাতঙ্ক রোগীর মত:	106
অতীতের মানুষ বনাম বর্তমানের মানুষ:	107
বলাকার পৃথিবীর প্রমাণ পেয়ে গেছি:	108
প্যারাডক্সিক্যাল অপবিজ্ঞানপ্রেমি:	110
বলাকার পানি:	110
ডি-পপুলেশন এজেন্ডা বনাম বলাকার পৃথিবী:	111
কাফেরদের গবেষণায় কোন প্রশ্ন করেনা:	112
বলাকার পৃথিবীতে জাহান্নাম কোথায়?	112
সমতল দুনিয়ার কথা কেউ বলে না কেন?	113
জায়গা স্বল্পতার ভয় দেখায়:	113
অপবৈজ্ঞানিক মানসিক রোগী:	114
ভোগাস বিগব্যাং বনাম সূরা কাহাফ এর ৫১ নং	
আয়াত:	115
মডারেট মুসলিমরা নাসার অন্ধ ভক্ত:	118
আসমানি ছাদ বনাম রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি:	119

অধ্যায়-৩ (ছোট ছোট পোস্ট)

120-145

এই অধ্যায়ে ছোট ছোট ৭৩ টি পোস্ট আছে। ছোট হলেও ডিপ মেসেজ আছে।

অধ্যায়-১ (মিব্রাড আর্টিকেল)

প্রত্যেক মুমিনের ধর্মান্ব হওয়া চাই:

নিজের ধর্ম ইসলামের প্রত্যেকটা হুকুম আহকামকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করা চাই।

বুঝি আর না বুঝি প্রত্যেকটা হুকুমের প্রতি অন্ধবিশ্বাস (ভালোবাসা) থাকা চাই।

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ) যেহেতু বলেছেন সুতরাং এই কথায় কোন ভুল নেই, এমন কঠিন ও অন্ধ মানসিকতা রাখা চাই।

কোরআন ও হাদিসের যা আছে, তা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ হোক বা না হোক ইহাই সত্য, এমন বিশ্বাস রাখা চাই।

সুতরাং একজন মুমিনকে অবশ্যই ধর্মান্ব হতে হবে। অর্থাৎ ইসলামের প্রতি অন্ধভক্তি থাকতে হবে।

সাহাবিরাও (রাঃ) নিজ ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের প্রতি অন্ধ ভক্তি রাখতেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) যা বলতেন, তাই বিনা বাক্যে মেনে নিতেন।

তবে হ্যাঁ, যেহেতু আমরা ফিত্নার জমানায় আছি সেহেতু পড়াশুনা করে ইল্ম অর্জনের মাধ্যমে সঠিক ইসলাম

সম্পর্কে জানতে হবে এবং বিদআত ও গোমরাহীকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, হক ইসলামের উপর অন্ধ ভক্তি রাখতে হবে।

দাজ্জালের আলোচনা চলবেই:

আমরা যারা দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করি আমাদের উপর অনেক সময় অনেকেই বিরক্ত হয়। আমরা নাকি সারাদিন দাজ্জাল নিয়েই পড়ে থাকি। অথচ দেখুন, এখন সাধারণ মুসলমান তো বটেই, বড় বড় স্কলাররাও দাজ্জালি ফেতনায় ভেসে যাচ্ছে।

আমাদের লাগাতার আলোচনার কারণে আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই এখন দাজ্জালের সূক্ষ্ম ফেতনা গুলো ধরতে পারছে। অনেক যুবক-যুবতী বিশ্বকাপসহ বিভিন্ন ইভেন্টের গভীর এবং ভয়ংকর ফেতনা গুলো বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

বেশিরভাগ মানুষ দাজ্জালকে দানব টাইপের কিছু ভেবে চুপ হয়ে বসে আছে। ভাবতেছে দাজ্জাল আসলে তো চিনতেই পারবো। তারা চুপ থাকলেও, দাজ্জাল নিয়ে আমাদের আলোচনা চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, তারা ঠিকই সব বুঝতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ।

আধুনিক ইসলামিস্ট:

বর্তমানে বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলো সেকুলারদেরকে খুশি করার জন্য বিভিন্ন রকম অপসংস্কৃতি পালন করে।

এই কথিত দ্বীনদারদের মেসেজ হচ্ছে, আমরা প্রগতিশীল। ব্যাকডেটেড বা ধর্মান্ধ নই। আমরাও তোমাদের মত আধুনিক।

এরা নিজেদেরকে আধুনিক ইসলামিস্ট হিসেবে পরিচয় দিতে গিয়ে দাজ্জালী সংস্কৃতি গুলো পালন করছে।

আল্লাহ না করুন, এরা আবার না দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পর দাজ্জালকেও খুশি করার জন্য কত কিছু করে বসে। আর যেহেতু এদের নামের আগে বড় বড় ইসলামী টাইটেল আছে সুতরাং এরা মাসালা দিয়ে অনেক কিছুকে জায়েজ বানিয়ে নেবে। তখন দাজ্জাল বিরোধীরা কিছু বলতেও পারবেনা।

প্রত্যেক স্টারই (সেলিব্রেটি) স্যাটানিস্ট:

আমরা বর্তমানে বিভিন্ন স্টার বা সেলিব্রেটিকে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হিসেবে দেখতে পাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সেসব ধর্মের অনুসারী নয়। সব স্টাররা মূলত একটি ধর্মের অনুসারী। আর সেটি হচ্ছে স্যাটানিক ধর্ম। অর্থাৎ প্রত্যেক স্টারই স্যাটানিস্ট।

তারা বিভিন্ন রকম রিচুয়াল এর মাধ্যমে শয়তানকে খুশি করে। কখনো কখনো শয়তানের কাছে নিজের আত্মা বিক্রি করে দেয়। ফলে শয়তান তাদেরকে যশ, খ্যাতি ও অর্থের ব্যবস্থা করে দেয়।

কিছু সময়ের জন্য শয়তান এইসব তারকাদের দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। পরবর্তীতে পুরানো সেলিব্রিটিদেরকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন সেলিব্রেটি নিয়ে আসে।
এভাবেই তারা পুরো পৃথিবীবাসীকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রবলেম, রিএকশন, সলিউশন:

এই নীতির কথা কি আপনাদের মনে আছে?
এই থিউরি অনুযায়ী কাফেররা প্রথমে একটি সমস্যা সৃষ্টি করে। এরপর সমাজে তার রিএকশন কেমন হয় তা পর্যবেক্ষণ করে। তারপর তারাই আবার সমাধান নিয়ে আসে।

অর্থাৎ তারাই একবার সাপ হয়ে ছোবল দেয়। তারপর কিছুদিন রোগীর যন্ত্রনা দেখে। এরপর ওঝা হয়ে ঝেঁরে দেয়।

ঠিক একইভাবে বর্তমানে বিভিন্নভাবে নারী এবং পুরুষদেরকে বন্ধা করে দিয়েছে। এরপর সবার রিএকশন বুজেছে। এখন সন্তান জন্মদানের জন্য আর্টিফিশিয়াল ওষু

বা কৃত্রিম গর্ভাশয় নিয়ে আসছে। যার দ্বারা লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।

শুধু এক্ষেত্রে নয়। তারা প্রত্যেকটা অপসংস্কৃতি বা মতবাদকে এভাবেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে।

মেসির কপালের কাফ, ফা, রঃ

মেসি একজন জনপ্রিয় ফুটবলার। সারা পৃথিবী জুড়ে তার ভক্ত রয়েছে। অসংখ্য মুসলমানও আছে, যারা কিনা মেসির অন্ধ ভক্ত। মেসির বিরুদ্ধে কিছু বললেই তারা ক্ষেপে যায়। অথচ লিওনেল মেসি একজন কাফের। মেসির কপালের কাফ, ফা, র লেখাটা অনেকেই পড়তে পারছে না। অর্থাৎ মেসি যে একজন কাফের, তা সাধারণ মুসলমানরা ভুলেই গেছে।

ঠিক একইভাবে দাজ্জালের কপালের কাফ, ফা, র লেখাটাও সাধারণ মুসলমানেরা পড়তে পারবে না। বর্তমানের মুত্তাকী মুমিনরা যেমন মেসি সহ অন্যান্য কাফেরদেরকে চিনতে পারছে, এবং তাদের কুফরি ও শয়তানি গুলো ধরতে পারছে। ঠিক তেমনি ভবিষ্যতেও একমাত্র মুত্তাকী মুমিনেরাই দাজ্জালের কপালের কাফের লেখাটা পড়তে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

দাড্জালের পাপেট স্কলারঃ

মিডিয়াতে যেসব আলেম, স্কলার বা মুসলিম সেলিব্রিটিদেরকে খুব প্রচার হতে দেখা যায়, তারা প্রকৃতপক্ষে সবাই দাড্জালের অনুগামী। তারা সবাই দাড্জালের তৈরি করা পুতুল।

আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন অনেক নামধারী আলেম বিশ্বকাপকে সমর্থন করেছে। কাফেরদেরকে সংবর্ধনা জানিয়েছে। এগুলোর পক্ষে অনেক পোস্ট দিয়েছে। আসলে এদেরকে দাড্জালই তৈরি করে রেখেছে। যাতে ভবিষ্যতে দাড্জালের আত্মপ্রকাশের পর এই ধরনের স্কলাররা দাড্জালের পক্ষেও কথা বলে।

তখন এইসব স্কলারদের ফ্যান ফলোয়াররা অবশ্যই দাড্জালের পক্ষ নিবে। আর মুত্তাকী মুমিনরা যখন দাড্জালের বিরুদ্ধে কথা বলবে, তখন তারা এইসব আলেমদের উদাহরণ দিবে আর বলবে, যদি এই ব্যক্তি দাড্জাল হয় বা কাফের হয় তাহলে আলেমরা কি এর পক্ষ নিত? তুমি কি স্কলারদের চেয়েও বেশি বুঝো? ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাজ্জালকে সিজদা, আধুনিক ট্রেন্ড:

সেলিব্রেটিরা বিভিন্ন পারফরম্যান্সের পর সিজদা দেয়। হঠাৎ এই সিজদাটিকে এখন বিভিন্নভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে। অর্থাৎ সুকৌশলে এটিকে একটি ফ্যাশনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। আর তাছাড়া ভন্ড পীরেরা তো অনেক আগে থেকেই মানুষের সিজদা নিচ্ছে। সব মিলিয়ে বুঝা যাচ্ছে মানুষের মানসিকতাকে সিজদার প্রতি অন্যরকম ভাবে তৈরি করা হচ্ছে।

যখন দাজ্জাল মহা সেলিব্রেটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে তখন মানুষ সিজদা দিবে। এবং সেটাকে ফ্যাশনের অংশ হিসেবে প্রচার করবে। অর্থাৎ সেই সময় সেটা ট্রেন্ড হবে। আমরা যদি সেই সিজদা কারীদেরকে সতর্ক করতে চাই, তারা বলবে "আরে ভাই এটা তো ফ্যাশন - ট্রেন্ড।

একেতো দাজ্জাল থাকবে মহা সেলিব্রেটি তার উপর থাকবে কৃত্রিম রিজিকের মালিক। সুতরাং মানুষ তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে, তা বর্তমানের অবস্থা দেখে বুঝতেই পারছেন।

এখন থেকে ইনকাম সোর্স খোঁজা উচিত:

একটা ছেলে ছাত্র জীবনে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে এসে খুব বেশি ইনকাম করতে পারছে না। এই ছেলেটার ভালো রেজাল্টের কথা কেউ মনে রাখবে না। তাকে সমাজ ধিক্কার দিবে, ভালো ইনকাম না

থাকার কারণে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে দিনশেষে টাকা থাকতেই হবে। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি এখন থেকে ইনকাম সোর্স খোঁজা উচিত। নয়তো দাজ্জালি সিস্টেমের পড়াশুনা শেষ করে ৩০ বছরের পর চাকরি খুঁজতে গিয়ে সুন্দরভাবে জীবন তৈরি করা যায় না। বাস্তব জীবনে যদি আপনার যথেষ্ট টাকা থাকে, তাহলে ছাত্র জীবনে আপনি কি ছিলেন সেটা দেখার বিষয় নয়।

সেলিব্রিটি বা ভাইরাল হওয়ার মানসিক রোগ:

দ্বীনের খেদমত করে যারা মিডিয়ার দ্বারা সেলিব্রিটি হতে চায় তাদেরকে মানুষ বেশিদিন মনে রাখেনা। মানুষ যখন নতুন একজন সেলিব্রিটিকে পায়, তখন পুরানো সেলিব্রিটিকে ভুলে যায়। এছাড়াও সেলিব্রিটিরা ভাইরাল হতে গিয়ে বিভিন্ন সময় অপমান অপদস্ত হয়।

এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের দ্বারা মনে হলো, আড়ালে থেকে দ্বীন প্রচার করাই উত্তম। তাহলে দ্বীনের দায়ীর তাকওয়াও ঠিক থাকে, আর নিজেকে প্রচার করতে গিয়ে অপদস্তও হওয়া লাগে না। পাশাপাশি উম্মতের অন্তরে দীর্ঘদিন স্থায়ী হওয়া যায়।

যেহেতু গোরাবা দায়ীরা কোন সেলিব্রিটি নয়, তাই নতুন কোন সেলিব্রিটি আসলেও উম্মত তাকে ভুলে যায় না। সেলিব্রিটি বা ভাইরাল হওয়ার মানসিক রোগ থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

পুরুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে:

শতভাগ পুরুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে তারপরে নারীকে প্রয়োজন অনুসারে চাকরি দেওয়া উচিত। তা না করে লক্ষ লক্ষ পুরুষকে বেকার বানিয়ে বসিয়ে রেখে অনেক অপ্রয়োজনীয় নারীদেরকে চাকরি দিয়ে দেয়া হয়। হয়তোবা ওই নারীর উপরে কেউ নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ তার পরিবারে আরও কর্মক্ষম পুরুষ আছে। সে শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য চাকরিটি করছে।

অথচ একটা পুরুষের জন্য তার পরিবারের দায়িত্ব নেয়া ফরজ। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর কমপক্ষে তিন থেকে চারজন মানুষ নির্ভরশীল থাকে। পুরুষটিকে যদি উপযুক্ত কর্মের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, তাহলে সে তো অবশ্যই নারীর রিজিকেরও ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু না, দাডজালী সিস্টেমে তা করা হবে না। বরং কিছু নারীকে আইডল বানিয়ে বাকি নারীদেরকে দাডজালের অনুসারী হতে উৎসাহিত করা হবে।

হুট করে নিজের জীবনের ট্র্যাক চেঞ্জ করবেন না:

আমার বইগুলোতে এমন অসংখ্য আর্টিকেল আছে যা প্রচলিত বিশ্বাস এবং নিয়মের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। তাই কেউ আমার বই পড়ার পর হুট করে নিজের জীবনের ট্র্যাক চেঞ্জ করার চেষ্টা না করাটাই ভালো। অর্থাৎ বই পড়ার পর অতিরিক্ত জোশের কারণে যেনো পরিবার এবং সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে না আনি।

খুব বুঝে শুনে দূরদর্শিতার সাথে অল্প অল্প করে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে।

কারণ আপনি যদি হঠাৎ করে সবকিছু পরিবর্তন করতে চান তাহলে তা পারবেন না। বরং মহা পেরেশানিতে পড়তে হবে। ফলে আপনি দ্বীনের উপর টিকে থাকতে পারবেন না। তাই অবশ্যই ধীর স্থির ভাবে এবং হক্কানী আলেমদের পরামর্শ নিয়ে সামনে আগাতে হবে।

তবে হ্যাঁ, কেউ যদি সাহস করে নিজের জীবনকে ছুট করে পরিবর্তন করতে চান, তাহলে করতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার ওপর যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি বা পেরেশানি আসবে তা মেনে নেয়ার মতো শক্ত ঈমান বা মানসিকতা থাকতে হবে। অন্যথায় আপনার এই ঝুঁকি নেওয়া মোটেও উচিত হবে না।

আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের উপর টিকে থাকার তৌফিক দান করুন।

রাতের ঘুম, এক বিশাল নেয়ামতঃ

বর্তমান সময়ে আপনি যদি রাতে পরিপূর্ণভাবে ঘুমাতে পারেন, তাহলে ভেবে নেবেন আপনি এক বিশাল নেয়ামত ভোগ করছেন। অবশ্যই আপনার খুব খুব শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কারণ বর্তমানে অসংখ্য মানুষ রাতে ঘুমাতে পারে না। তাদেরকে প্রতিদিন ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয়। আবার এমন অনেকে আছে যাদের ঘুমের ওষুধেও কাজ হয় না। ফলে, দিন দিন তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত

হয়ে পড়ছে। অনেকের আবার প্রচুর টাকা আছে, কিন্তু তারা সেই টাকা দিয়ে ঘুম কিনতে পারেনা।
আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে সুন্দর করে,
নিশ্চিন্তে ঘুমানোর তৌফিক দিয়েছেন।
তাই আল্লাহর দরবারে অনেক অনেক শুকরিয়া।

কুরআনকে বিজ্ঞানময় বলা কতটা যৌক্তিক:

কাফের এবং নাস্তিকদেরকে খুশি করার জন্য একদল নামধারী অপবিজ্ঞান প্রেমী মুসলিম, কুরআনকে বিজ্ঞানময় বলে প্রচার করে। অথচ কোরআন বিজ্ঞানের অনেক অনেক উর্ধে।

কুরআনে কোন ভুল নেই, কিন্তু বিজ্ঞানে ভুলে ভরা।
কুরআন অপরিবর্তনশীল, কিন্তু বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল।
কুরআনে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিজ্ঞানে অনেক সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং কুরআনকে বিজ্ঞানময় বলা মানে কুরআনকে ভুল বলারই মতো। নাউজুবিল্লাহ।
অনেকেই এখন সুরা ইয়াসিনের ২ নং আয়াতকে দলিল হিসেবে নিয়ে আসবে। কিন্তু ওই আয়াতের অর্থ হচ্ছে প্রজ্ঞাময় কোরআন বা হেকমতময় কোরআন। সুতরাং আপনি কুরআনকে প্রজ্ঞাময় বা হেকমতময় বলতে পারেন। বিজ্ঞানময় বলাটা উচিত হবে না।

মিডিয়ার দ্বারা জিন শয়তানকে প্রমোটঃ

পৃথিবীতে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করার আগে বা মানুষের মনে গ্রহণযোগ্য করে তোলার আগে মিডিয়া খুব কাজ করে যায়। অর্থাৎ মিডিয়ার মাধ্যমে সেই জিনিসটাকে মানুষের কাছে খুব সহজ করে তোলা হয়।

যেমনঃ অত্যন্ত ভয়ংকর এবং কুৎসিত একটি প্রাণী, যা আপনি কখনোই দেখেননি তা যদি হঠাৎ করে দেখেন তাহলে আপনি যেমন ভয় পাবেন তেমনি সেটাকে মারার জন্য উঠেপড়ে লাগবেন। কিন্তু আপনি যদি মিডিয়ার দ্বারা সেটাকে সব সময় দেখেন তাহলে আপনার সেই ভয়টা কেটে যাবে। শয়তানের বাহিনী ঠিক একই পদ্ধতিতে জিন শয়তানকে মিডিয়াতে দেখিয়ে দেখিয়ে আমাদের কাছে সহজ করে দিচ্ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আসবে, যখন গুনাহের সমাজে জ্বীন শয়তানরা প্রকাশ্যে চলাচল করবে তাতেও মানুষ আশ্চর্য হবে না। বাকি আল্লাহু আলাম।

উম্মতের ঐক্য কখন হবে?

বর্তমানে আমরা উম্মতের ভিতর বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ, মতানৈক্য দেখতে পাই। কেউ কেউ চেষ্টা করে উম্মতের ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু কেউ কোনোভাবেই সফল হতে পারছে না। অনেকে আবার মনে করছেন ইমাম মাহদী আসার পর উম্মতের সমস্ত বিভেদ দূর হয়ে যাবে এবং সবাই এক ছাতার তলে চলে

আসবে। এটাও ভুল ধারণা। কারণ ইমাম মাহাদিকে অনেকেই খারেজী, সন্ত্রাসী, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে ত্যাগ করবে। নিজেদের মতের বা দলের না হওয়ায় তারা ইমাম মাহাদীর সাথে শরিক হবে না। সুতরাং সেই বিভেদ রয়েই যাবে। এরপর যখন ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন তখনো একই অবস্থাই হবে। ঐ একই উসিলা দিয়ে বেশিরভাগ মানুষ ঈসা আলাইহিস সালামকেও ত্যাগ করবে।

তাহলে উম্মতের ঐক্য হবে টা কখন?

ঐক্য হবে ইয়াজুজ মাজুজের ধ্বংসের পর। কারণ তখন আর ফেতনাবাজ এবং মতভেদ সৃষ্টিকারী কেউ থাকবে না। সবাই ঈসা আলাইহিস সালামের আন্ডারে এক ছায়াতলে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আসুন আত্মসমালোচনায় মগ্ন হইঃ

উনি একজন আলেম হয়ে এরকম করে?

উনি একজন দ্বীনের দ্বায়ী হয়ে ওরকম করে?

উনি একজন ইসলামিক স্কলার হয়ে এসব করে?

এধরনের কথা না বলে বা এসবের পিছনে না পড়ে, নিজের ঈমান আমল ঠিক করার ফিকির করাটাই উত্তম।

ফেতনার জামানায় অন্যের দিকে না তাকিয়ে নিজের ঈমান বাঁচানোর চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী। শেষ জামানায় অধিকাংশ মানুষ গাফেল হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক।

এসবের মধ্যে আমি কতটুকু সঠিক পথে আছি এটাই হচ্ছে

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আসুন অন্যকে নিয়ে সমালোচনা না করে আত্মসমালোচনায় মগ্ন হই।

অভিজ্ঞতা অর্জন করবে কখন?

২৫ বা ২৬ বছর বয়সে একটা ছেলে মাস্টার্স পাশ করে।
পাস করার পর যখন সে চাকুরীর জন্য আবেদন করতে
যায় তখন দেখে সেসব পোস্টে দুই তিন বছরের
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

ছেলেটা তো মাত্র পাস করে বের হলো অভিজ্ঞতা অর্জন
করবে কখন? আর কোথাও যদি চাকরি না হয় তাহলে
অভিজ্ঞতা অর্জন করবেই বা কিভাবে?

এটা থেকে বুঝা যায় কোম্পানিগুলো আসলে উচ্চশিক্ষিত
চাকর চায়না বরং অভিজ্ঞ চাকর চায়। সার্টিফিকেটটা
একটা কার্টেসি বা ফর্মালিটি মাত্র। কারণ আমাদের দেশে
বেশিরভাগ ছেলে যে বিষয়ে পড়াশোনা করেছে সে বিষয়ে
চাকরি করে না বা পায়না।

পড়াশুনা গুলো এমন যে, ছেলেটা চাকরিও পায় না আবার
নিজে কিছু করতেও পারে না। চাকরি খুঁজতে গেলেও
কোম্পানিগুলো অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট চায় আবার
ব্যবসা করতে গেলেও পরিবারের লোকজন বলেঃ তোর
তো ব্যবসার অভিজ্ঞতা নেই, তোর দ্বারা ব্যবসা হবে না।
অথচ এই পরিবার থেকেই কর্মমুখী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা
করা হয়নি। গতানুগতিক সিলেবাসে পড়িয়েছে আর খালি
বছর শেষে পাশ (এ প্লাস) খুজেছে।

শয়তানকে ধোঁকা দিয়েছিল কে?

কমন প্রশ্নের সহজ উত্তর হল তার নফস। তবে আমি আরেকটু বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি।

কোরআন ও হাদিস থেকে আমরা তিনটি জাতির কথা জানতে পারি। ফেরেশতা, জিন এবং মানুষ। তারমধ্যে ফেরেশতাদের কোন নিজস্ব ইচ্ছা শক্তি নেই।

একই হুকুম পশুপাখি, গাছ পালার ক্ষেত্রেও। তারা সব সময় আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত আছে।

অপরদিকে মানুষ এবং জিন জাতিকে আল্লাহ তায়ালা নিজস্ব ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। তারা ভালো-মন্দ, যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

জিন জাতির ইতিহাস নিয়ে পড়লে জানা যায় জ্বিনেরা মানুষের বহু আগেই পৃথিবীতে ছিল। তারা প্রথমদিকে স্বাভাবিক জীবন যাপন করলেও পরবর্তীতে তীব্র অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। ঝগড়াঝাটি, মারামারি, হিংসা, যুদ্ধ রক্তপাত ইত্যাদি তাদের নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। আর সেজন্যই ফেরেশতা বাহিনীকে পাঠিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এই ইতিহাস আমরা সকলেই জানি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে জিন জাতির ভিতরে হিংসা-বিদ্বেষ মারামারি এগুলো কোথেকে আসলো?

এটাতো সহজ বিষয়। তাদের কাছে ভালো এবং মন্দ দুটোই ছিল। তারা ভাল কে ত্যাগ করে মন্দ কে গ্রহণ করেছিল। আর ইবলিশ শয়তান তো জ্বীন জাতিদের মধ্য থেকে

শেষের দিকের একটি জ্বীন। সুতরাং নাস্তিক এবং ভন্ডদের এই প্রশ্ন ধোপে টিকবে না।

অর্থাৎ তাদের অযৌক্তিক প্রশ্ন "শয়তানকে ধোকা দিল কে"?

তারা এই প্রশ্নের দ্বারা সূক্ষ্মভাবে আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করতে চায়। অথচ শয়তান নিজেই অহংকার এবং ভ্রষ্টতার পথ বেছে নিয়েছিল। আশা করি শয়তানের বান্দাদের এসব কুযুক্তি পূর্ণ প্রশ্নে আমরা বিভ্রান্ত হবো না ইনশাআল্লাহ।

মাদ্রাসার ওস্তাদের বেতন কেমন হওয়া উচিত?

মাদ্রাসা গুলোতে সাধারণত ফজরের পর থেকে শুরু করে এশার পর পর্যন্ত পাঠদান চলতে থাকে। এর মাঝখানে ওস্তাদরা সকালে কিছু সময় ঘুমানোর জন্য এবং বিকালে কিছু সময় হাটাহাটি করার জন্য পান। বাকি পুরো দিন ছাত্রদেরকে পড়ানোর পিছনে কেটে যায়। তারা সারাদিন যেই পরিশ্রমটা করেন, আমার মনে হয় তারা সেরকম উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান না। বেশিরভাগ মাদ্রাসার ওস্তাদদের বেতন থাকে পাঁচ থেকে দশ হাজারের মধ্যে। অথচ তাদের সারাটা দিন মাদ্রাসায় থাকতে হয়। এমনকি অনেককে নিজের পরিবার ফেলে আবাসিক থাকতে হয় মাদ্রাসায়। সারাদিন মাদ্রাসায় থাকার ফলে তারা অন্য কোন উপার্জনের সুযোগও পান না।

অথচ একজন গার্মেন্টস কর্মী ওভারটাইম করে ১৫ থেকে ২০ হাজার এবং তার উপরেও উপার্জন করতে পারে। তাই আমি মনে করি মাদ্রাসার ওস্তাদের বেতন আরো বাড়ানো উচিত। অথবা তাদেরকে অন্য কোন ইনকাম করার সুযোগ দেয়া উচিত।

অথবা মাদ্রাসায় পাঠদানের সময়ে পরিবর্তন আনা উচিত। বাকি তো আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্ব গতিতে এত কম উপার্জনে টিকে থাকা খুবই কঠিন। যদিও আলেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালা আলোদা রহমত থাকে। এবং তাদের অল্প উপার্জনের ভিতরেই আল্লাহ বরকত দিয়ে দেন। তবুও এই প্রতিযোগিতার যুগে বেতন বা উপার্জন একটু বেশি থাকা উত্তম। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এবং ওলামায়ে কেরাম সবারই এগিয়ে আসা উচিত এবং নতুন করে ভাবা উচিত।

নিজের ঈমানকে মজবুত রাখতে হবে:

ফিতনা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। হয়তো আপনার পরিবারের সব গুলো মানুষ ফেদ্রায় নিমজ্জিত হবে, আল্লাহ না করুক। এমনকি আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষটিও ফেতনায় পতিত হতে পারে। হয়তোবা শত চেষ্টা করেও আপনি তাদেরকে ফেরাতে পারবেন না। কিন্তু তারপরও আপনার নিজের ঈমানকে মজবুত রাখতে হবে। দ্বীনের ওপর টিকে থাকার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা

করতে হবে। আর আল্লাহর কাছে দোয়া জারি রাখতে হবে। কারণ আল্লাহ না চাইলে দ্বীন এবং ঈমানের উপর টিকে থাকা সম্ভব নয়।

বানরগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে:

বানরের (বানর থিওরির প্রবর্তক ডারয়ুইন অনুসারি নাস্তিক) দলেরা খুব ভালো করেই জানে ইসলাম একটি ক্ষমার ধর্ম। আর মুসলিমরাও অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তাই দুইদিন পরপর একটি করে নতুন বানর হাজির হয়। ভাইরাল হওয়ার জন্য এই বানরগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলাটাই বেছে নিয়েছে। কারণ তারা জানে মুসলমানরা খুব ধৈর্য ধরে। হুট করেই কোন উদ্যোগ নেয় না।

অপরদিকে এই বানরের দলেরা অন্য কোন ধর্ম নিয়ে কথা বলার সাহস পায় না। কারণ তারা জানে অন্য ধর্ম নিয়ে কথা বললে সাথে সাথে তাদেরকে মাটির নিচে পুতে ফেলা হবে। তাই এই ভীতু বানরের দলেরা ইসলাম বিরোধিতাকেই বেছে নিয়েছে।

আসলে এইসব বানরদেরকে পাত্তাই দেয়া উচিত না। তাহলে আর এরা ভাইরাল হওয়ার সুযোগ পাবে না। চুপে চুপে এদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিয়ে নিতে হবে। আর এদের কুযুক্তি গুলোকে এদের নাম উল্লেখ করা ছাড়াই ভাঙ্গিয়ে দিতে হবে। যাতে করে এই বানরগুলো পরিচিত বা ভাইরাল হতে না পারে।

দাজ্জাল কার সন্তান:

নমরুদ এবং তার স্ত্রী সেমিরামিস এর সন্তান তামুজ, দাজ্জাল হওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে বাকি আল্লাহ্ আলম। কথিত আছে সেমিরামিস জিন জাতির একজন। আবার একটি ভিডিওতে দেখলাম ইরাক থেকে নমরুদের মমি আমেরিকানরা চুরি করে নিয়ে গেছে। গবেষকদের ধারণা আমেরিকা সেটা ইসরাইলকে হস্তান্তর করেছে। আর ইসরাইল কালো জাদুর মাধ্যমে নমরুদী পাওয়ারকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। আরও বিস্তারিত পাবেন, পরবর্তী (৫ম) খন্ডে ইনশাআল্লাহ।

অবাধ্য জ্বীনদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা:

সার্ন (CERN), নাসা সহ ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার কথা শুনলে মানুষের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়। মনে করে এগুলো কত বড় বড় সাইন্টিফিক অর্গানাইজেশন। অথচ এগুলো মোটেও বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে না। বরং কালো জাদু চর্চার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম পুরনো যাদুকরি শক্তিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। তাদের এইসব গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা পোর্টাল খোলা। আর এই পোর্টাল খোলার জন্য তারা তৈরি করেছে লার্জ হাইড্রন কলিডার। যার দ্বারা জিন জগৎ এবং মানুষ জগত একসাথে হতে পারবে। তারা আরও চায় নমরুদ এবং ফেরাউনের কারিন জিনসহ বিভিন্ন রকম অবাধ্য

জীনদেরকে ফিরিয়ে আনতে। যারা কিনা দাজ্জালের আর্মি হিসেবে কাজ করবে।

এডভান্স এ আই লিলিথ:

আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে আমেরিকাকে ধরা হয়। সারা বিশ্বের মানুষ আমেরিকা কে আইডল হিসেবে মেনে নেয়। অথচ আমেরিকান বড় বড় সেলিব্রেটিরা সবাই শয়তান পূজারী। তারা কোন না কোনভাবে শয়তানকে হাইলাইট বা প্রমোট করবেই। তাদেরকে যশ, খ্যাতি এবং সম্পদ এজন্যই দেওয়া হয়, যেন তারা শয়তানের বার্তা প্রচার করে।

অদূর ভবিষ্যতে যে সব এআই আসবে সেসবের বেশিরভাগ নামকরণ করা হবে জিন শয়তানের নামে। হয়তো একটি এডভান্স এ আই এর নামকরণ করা হবে লিলিথ। যা মানুষকে সমস্ত সমস্যার সমাধান দিবে। কথিত আছে লিলিথ হচ্ছে শয়তানের বউ। অর্থাৎ নারী জিন বা পেত্নী। তারা রীতিমত একটি ডিভাইসের নাম লিলিথ রেখেছে।

লিলিথের কন্যা:

লিলিথের (শয়তানের স্ত্রী বা পেত্নী) কন্যারা এখন দেখি বোরকা পড়া শুরু করেছে। এবং এই জিন শয়তানগুলো বোরকা পড়ে এমন ড্যান্স দিচ্ছে যা দিয়ে বোরকার সম্মান এবং পবিত্রতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

এদেরকে জিনের সন্তান এজন্যই বলছি যে এদের বাবা-মা সম্ভবত মিলিত হওয়ার সময় দোয়া পড়েনি এবং পর্দা করেনি। ফলে সেখানে শয়তান অংশগ্রহণ করেছে। তাই এরা এখন শয়তানের কন্যা হিসেবেই পরিচিত হবে।

বুদ্ধিজীবী নাকি বুদ্ধি ব্যবসায়ী:

যাদের টাকা উপার্জন করার মতো কোনো যোগ্যতা বা জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, তারাই মাঝে মাঝে ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু লেখালেখি করে বা কথা বলে, বিদেশি প্রভুদেরকে খুশি করে তাদের কাছ থেকে টাকা উপার্জন করে নেয়। এরাও কিন্তু এক প্রকার ধর্ম ব্যবসায়ী। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলাটাই এদের ধর্ম এবং ব্যবসা। এটা নাহলে এদেরকে রাস্তায় ভিক্ষা করা লাগতো।

ক্যানিব্যালিজমকে প্রমোট করা হচ্ছে:



ছবিতে যা দেখছেন, এগুলো সব বিভিন্ন ধরনের খাবার।
অনেক দেশে খাবার পরিবেশনের নতুন আইডিয়া হিসেবে
এটা গ্রহণ করা হয়েছে।

একটা সময় বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট গুলোতেও এমনটা
দেখা যাবে হয়তো। এগুলো দ্বারা মূলত ক্যানিবালাজমকে
প্রমোট করা হচ্ছে।

মানুষের গোশত খাওয়ার কথা মানুষ ভাবতেই পারে না।
শুনলেই ঘৃণা লাগে, বমি চলে আসে।

তাই শয়তানের দলেরা কৌশলে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের
আকৃতিতে এখন খাবার খাওয়াবে। ফলে ধীরে ধীরে
মানুষের সেই অরুচি আর ঘৃণা দূর হয়ে যাবে। তখন
সরাসরি মানুষের গোস্ত খেতেও আর মানুষ দ্বিধাবোধ
করবে না। এভাবেই সাধারণ মানুষগুলো একসময় জম্বি
তথা ইয়াজুজ মাজুজে পরিণত হবে।

আর তাছাড়া যেভাবে বিভিন্ন উসিলায় গোশতের দাম
বাড়ানো হচ্ছে এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে,
ভবিষ্যতে হয়তো মানুষ গোস্তের চাহিদা মেটানোর জন্য
মানুষের মাংস খাবে, নাউজুবিল্লাহ।

ক্যানিবালাজম বা নরমাংস ভক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত
জানতে আমার লেখা এজ অফ ডার্ক ফিতনার তৃতীয় খণ্ড
পড়তে পারেন। অথবা আমার ইউটিউব চ্যানেলের (boat
of truth) ভিডিও গুলো দেখতে পারেন।

Rand / পেইড স্কলার:

যে সমস্ত ইসলামী বক্তা বা কথিত স্কলাররা মিডিয়া কভারেজ পায় তাদেরকে কেমন যেন সন্দেহ হয়। আবার কাউকে কাউকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, তারপর আবার ছেড়ে দিয়ে মানুষের মনে আস্থা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। এরপর তাদেরকে দিয়ে মুসলিম যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করা হয়। ইসলামের শত্রুরা ভালো করেই জানে একদল ইসলাম প্রেমী যুবক সবসময়ই থাকবে। এদেরকে গান বাজনা দিয়ে বিভ্রান্ত করা যাবে না। এদেরকে বিভ্রান্ত করতে হবে কথিত (rand / পেইড) স্কলার দিয়ে।

বাংলাদেশে রিজিকের অভাব নেই:

বাংলাদেশে মাছ, মুরগি এবং গরু কোনটারই অভাব নাই আলহামদুলিল্লাহ। আর এগুলো বিদেশ থেকে আমদানিও করতে হয় না। তাই এগুলোর দাম বাড়ার প্রশ্নই আসেনা। চোরের দলেরা বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাতে লুটপাটের জন্য দাম বাড়ায়।

যদি জমির দাম কম হতো, তাহলে একটি পরিবার বড় একটি জায়গা নিয়ে বসবাস করতে পারত। পাশাপাশি তারা ফসল এবং হাঁস মুরগি চাষ করতে পারত। এতে একটি অঞ্চলে অতিরিক্ত জনগণের চাপও কমতো। কিন্তু দাজ্জাল তো সেটা চায় না।

দাজ্জাল চায় বেশিরভাগ মানুষ এক জায়গায় গাদাগাদি করে থাকুক। মানবেতর জীবন যাপন করুক। রিজিক এবং জীবনযাপনের জন্য সব সময় পেরেশান থাকুক। আখেরাত এবং দাজ্জালী ষড়যন্ত্র নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ না পাক।

বাংলাদেশের জমি এবং সম্পদের অভাব নেই আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এ দুটো ক্ষেত্রেই কৃত্রিম ভাবে সংকট সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার যোগ্যতা রাখে:

বাংলাদেশ কখনোই দরিদ্র রাষ্ট্র ছিল না। স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সম্পদশালী একটি রাষ্ট্র ছিল আমাদের বাংলাদেশ। কিন্তু এই সোনার বাংলাকে প্রথমে লুটেপুটে খেয়েছে ব্রিটিশরা। তারপর ভারতীয়রা। আর এখন চেটেপুটে, শোষণ করে খাচ্ছে এদেশেরই উর্ধ্বতন চোরেরা।

আর এভাবেই কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশকে দরিদ্র দেশ বানিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ এই বাংলাদেশ ইউরোপ আমেরিকার চেয়েও আধুনিক এবং ধনী রাষ্ট্র হওয়ার যোগ্যতা রাখে। বাংলাদেশের যে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনবল আছে, ইউরোপ আমেরিকায় তা নেই।

আরবিতে কথা বলাটাই স্মার্টনেস:

নামধারী কিছু ইসলামী তত্ত্বা (বক্তা), বস্তুবাদীদের কাছে নিজেকে স্মার্ট হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য খুব ইংলিশ বলার চেষ্টা করে। অথচ এই তত্ত্বারা যদি আরও বেশি করে আরবি বলত, সেটাই ভালো হতো।

ইংরেজি বলাটা অনেক সহজ। সবাই কম বেশি পারে। কিন্তু সবাই আরবি বলতে পারে না। এক্ষেত্রে আরবি বলার দ্বারাই নিজের ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষত্বকে আরো মজবুতভাবে উপস্থাপন করা যায়।

বস্তুবাদী প্রগতিশীলরা আরবি তো কখনোই বলতে পারবে না। সুতরাং যে আরবি বলতে পারবে তার যোগ্যতা অন্য লেভেলের। তাই আমি মনে করি, প্রকৃত বক্তাদের উচিত বেশি বেশি আরবি বলা। যেন সাধারণ জনগণও আরো বেশি করে আরবি শিখার প্রতি উৎসাহ পায়। মনে রাখা উচিত আরবি জান্নাতীদের ভাষা।

অপবিজ্ঞান প্রেমী ট্যাকবীর হুজুর:

স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি এবং আলিয়া মাদ্রাসার স্টুডেন্টরা অপবিজ্ঞান প্রেমি হবে এটা স্বাভাবিক, মেনে নেয়া যায়। কিন্তু কওমী আলেমরাও যদি অপবিজ্ঞান প্রেমী হয় তাহলে এটা মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়। কারণ তারা মুসলিম উম্মার রাহবার।

কিন্তু আফসোসের বিষয় দাজ্জালী ফেংনার বেড়াজালে পড়ে কওমি মাদ্রাসা থেকেও এখন অসংখ্য ট্যাকবীর হুজুর বের হচ্ছে। যারা কিনা অপবিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামকে প্রচার করতে চায়। এবং এই আধুনিকতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে আল্লাহর আশীর্বাদ মনে করে।

কারা বেশি উন্নত এবং আধুনিক ছিলেন?

আল্লাহর রাসূল (স:) সাত আসমান ঘুরে এসেছেন। সাহাবীরা (রা:) এক জামাত সহ পানির উপর দিয়ে চলে গিয়েছেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সতর্কবাণী শত শত মাইল দূরে পৌঁছে গিয়েছিল।

সোলায়মান (আ:) আকাশে উড়তেন।

আরও অনেক ঘটনা আছে এমন।

এবার প্রশ্ন হল, তারা উন্নত ছিল নাকি আমরা বেশি উন্নত? অর্থাৎ তাদের যুগটা বেশি আধুনিক ছিল, নাকি আমাদের যুগ?

আমাদের অপবিজ্ঞান প্রেমীরা তো অনেক গর্ব করে প্রযুক্তি নিয়ে। কিন্তু এই অপ বিজ্ঞানীদের প্রভুরা তো এখনো প্রথম আসমান পার করতে পারেনি। সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজ ছাড়া চলতে পারেনা। আসমানে বিমান ছাড়া উঠতে পারে না। মোবাইল ছাড়া দূরে কথা পৌঁছাতে পারে না।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, নাকি জিন?

Open AI, Chat GPT, Midnight journey ইত্যাদি
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গুলো এসে এই
জেনারেশনকে একদম বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বানিয়ে ফেলছে।
নিজের মগজকে একদম খাটাতে চায় না। এতদিন সব
কিছু গুগলে সার্চ করতো। আর এখন সমস্ত কাজ এ
ধরনের এআইকে (AI) দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। আর এভাবেই
এক সময়ে এআই গুলো পুরো মানব সভ্যতার মগজকে
দখল করে নেবে।

আমার কাছে এই ধরনের এই আই গুলোকে জিন বলে
মনে হয়। কারণ এ আই গুলোর কার্যক্ষমতা, দক্ষতা এবং
দ্রুত গতি সম্পন্নতা, জিনের বৈশিষ্ট্যকেই মনে করিয়ে
দেয়। তাছাড়া কিছু কিছু এ আইএর নাম তো সরাসরি
জিনের নামেই নামকরণ করা হয়। যেমন লিলিথ। (লিলিথ
একটি মহিলা জিনের নাম)

জান্নাতে যেমন মানুষ যা চাবে তাই পাবে। দাজ্জালের
জান্নাতেও দাজ্জালের বান্দারা যা চাবে তাই পাবে।

জিনদের দখলে পৃথিবী:

আগামী পৃথিবী হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সদের
(জিনদের) দখলে। যা তারা হাজার বছর ধরে চাচ্ছিল।
আগে এই পৃথিবী জ্বীনদের দখলেই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে
মানুষদের খেলাফত কায়েম হয়েছে।

কিন্তু জিনেরা তাদের হারানো রাজত্ব ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টা সবসময়ই চালিয়ে আসছিল। দাজ্জালের অধীনে জিনেরা সেই হারানো রাজত্ব কিছুদিনের জন্য ফিরে পেতে চলছে। অর্থাৎ দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের পর কিছু সময়ের জন্য অবাধ্য জিনেরা ছাড়া পেয়ে দুনিয়াতে বিচরন করবে এবং দাজ্জালের নির্দেশে বিভিন্ন কাজ করবে।

দাজ্জালের তিনটি প্রশ্ন:

দাজ্জাল এবং তামিম দারির (রা:) কথোপকথনের মধ্যে তিনটি প্রশ্ন ছিল খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কিত।

- ১) বাইসানের খেজুর বাগান।
- ২) তাবাড়িয়া রদ এবং
- ৩) জুগাড ঝর্না।

এগুলোর অবস্থা সম্পর্কে দাজ্জাল জানতে চেয়েছিল। জানার পর সে বলেছিল অচিরেই এগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে খাদ্য এবং পানীয়ের মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করা হবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিন দিন পৃথিবী সে দিকেই আগাচ্ছে।

একমাত্র মোত্তাকি মুমিনরাই ওই কঠিন মুহূর্তকে মোকাবেলা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

তামিম দারির (রা:) সাথে কথোপকথনের সময় দাজ্জাল বলেছিল, আল্লাহর রাসূলের (স:) আনুগত্য মেনে নেয়াই মানুষের জন্য উত্তম। এরপরেও হতভাগা মানুষেরা দাজ্জালের অনুসরণ করছে বা করবে। ঠিক যেমন সিগারেটের গায়ে ধূমপান ক্ষতিকর লেখা দেখেও মানুষ ধূমপান করে।

ফুড সাপ্লিমেন্ট (খাবারের বিকল্প ওষুধ) ক্যাপসুল:

সুকৌশলে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সকল পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। যাতে করে ধীরে ধীরে দাজ্জালের রুটির পাহাড় অর্থাৎ কৃত্রিম খাবারের প্রতি মানুষকে আসক্ত করে ফেলা যায়।

অন্যদিকে আবার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলো ফুড সাপ্লিমেন্ট (খাবারের বিকল্প ওষুধ) ক্যাপসুলের নামে আরো একটি ব্যবসার নতুন শাখা খুলে বসতে পারে। খুব পরিকল্পিতভাবে প্রত্যেকটা দিন দাজ্জালের বান্দারা সকল মানুষকে প্রাকৃতিক জীবন এবং খাবার থেকে দূরে সরিয়ে ফেলছে।

দাসত্বের বেড়াজালে মানব সভ্যতা:

দাজ্জালি সিলেবাসের দ্বারা সবাইকে দাসত্বের বেড়াজালে আটকে ফেলা হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই শুরু হয় এই দাসত্ব। পিঠে একটা বস্তা (ব্যাগ) নিয়ে বের হয়। কোচিং করে বাসায় ফিরতে ফিরতে মাগরিব হয়ে যায়।

এভাবেই প্রতিদিন পার হয়ে যায়। একটা ছুটির দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

ছাত্রজীবনের দাসত্ব শেষ করে, ঢুকে পড়ে চাকুরী নামক আসল দাসত্বে। সেখানেও একই নিয়ম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দাসত্ব করতে হয়। একটা ছুটির দিনের জন্য অস্থির হয়ে থাকতে হয়।

মানুষগুলো এই দাসত্বের বেড়াজালে পড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নিজের অস্তিত্বই ভুলে যায়। একসময় নিজেকেই আর নিজে চিনতে পারেনা। পুরো দুনিয়া জুড়ে আজ এই অবস্থা। এই অবস্থা থেকে বের হতে হলে সর্ব প্রথমে এডুকেশনাল সিস্টেমকে পরিবর্তন করতে হবে। দাজ্জালি সিলেবাস থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

স্ল্যাপ (থাপ্পর) গেমের ফেত্রাঃ

শয়তানের দল "স্ল্যাপ" নামের নতুন একটি খেলা বের করেছে। সেখানে একজন আরেকজনকে প্রচণ্ড জোরে থাপ্পর মারবে। যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে সেই বিজয়ী হবে। অথচ আল্লাহর রাসূল (স:) বলেছেন কারো মুখে না মারতে। কাফেররা খুব গবেষণা করে এমন জিনিসই বের করে, যা আল্লাহর রাসূলের (স:) কথার বিরোধী। কাফেররা তো আর আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ মানবে না। কিন্তু আফসোসের বিষয় হবে, যখন মুসলমানদের একাংশ এখান থেকে অনুসরণ করা শুরু করবে। অর্থাৎ তারাও এ ধরনের খেলায় অংশ গ্রহন করে ফেলবে।

সমকামীদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার উপায়:

আমরা জানি আমাদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে কারিন জিন আছে। পুরুষদের সাথে পুরুষ কারিন জিন এবং মহিলাদের সাথে মহিলা কারিন জিন।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন পুরুষের কারিন জিন হয় মহিলা আবার মহিলার কারিন জিন হয় পুরুষ। যেসব পুরুষদের কারিন জিন মহিলা হয় তারা মহিলাদের মতো আচরণ করে। এবং তারা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ গে হয়।

একইভাবে যেসব মহিলার কারিন জিন পুরুষ হয়, সেসব মহিলারা অনেকটা পুরুষালী হয়। এবং তারা অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট থাকে। অর্থাৎ লেসবিয়ান।

এক্ষেত্রে রুকিয়া (কোরআনি চিকিৎসা) করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে আশা করি ইনশাআল্লাহ।

আর যাদের কারিন জিনের কোন সমস্যা নেই তাদের ব্যাপারে ভিন্ন উদ্যোগ নিতে হবে।

অর্থাৎ একটা সমকামী ছেলেকে নারীর গুরুত্ব, মর্যাদা, সৌন্দর্য, কোমলতা, নম্রতা এবং ভিন্নতা বুঝাতে হবে। বউর সাথে মিলিত হওয়ার আনন্দ এবং স্বাদ তার সামনে তুলে ধরতে হবে। এতে অপরিসীম শারীরিক এবং মানসিক যেই সুস্থতা রয়েছে সেটাও তাকে বোঝাতে হবে। নারী সম্পর্কিত কিছু বই তাকে পড়তে দেয়া যেতে পারে। যেমন ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী স্ত্রীর মিলন ইত্যাদি টাইপের বই। এছাড়াও এদের উপর রুকিয়াও করা যেতে পারে।

আল্লাহতালার ইচ্ছায় তারা সঠিক পথে ফিরে আসতেও পারে ইনশাআল্লাহ।

ভাইরাল ভাইরাস:

আমরা যা কিছু ভাইরাল হতে দেখি, তা এমনি এমনি ভাইরাল হয়ে যায় না। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এমন একটা পেইড গোষ্ঠি আছে, যাদের কাজই হচ্ছে তথ্য-যুদ্ধের মাধ্যমে পুরা পৃথিবীবাসীকে নাচানো।

আমরা দেখতে পাচ্ছি একেক দিন একেকটা জিনিস ভাইরাল হয়। আর সাথে সাথে মানুষ আগের দিনের জিনিসটা ভুলে যায়। এভাবে করে পুরা পৃথিবীবাসির উপর মাইন্ড গেম চালানো হচ্ছে। সবার মগজকে অস্থির করে রাখা হয়েছে। কেউ কোন কিছুর ওপর স্থির ভাবে মনোযোগ দিতে পারছে না। ভাইরাল ভাইরাস পুরো মানব সভ্যতাকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ফর্মুলা জিনদের কাছে আছে:

আপনি যদি ফিউচার টেকনোলজি লিখে সার্চ দেন, আপনার সামনে যা যা আসবে এই সব কিছুই আগামী ভবিষ্যতে আসতে চলেছে। ওইগুলো দেখে বর্তমানে আপনার কাছে আশ্চর্য লাগলেও অদূর ভবিষ্যতে এগুলি হবে বাস্তবতা। আর ওই ফিউচার টেকনোলজির সব ফর্মুলা গুলো জিন শয়তানদের কাছে আছে। আজকের ইলন মাস্কের মত ভবিষ্যতের নতুন শয়তান পূজারী ইলন

মাস্করা যখন শয়তানকে খুশি করবে তখন শয়তান এই সমস্ত ফর্মুলা তাদেরকে (বিজ্ঞানি নামক অপবিজ্ঞানি বা কালো জাদুকর) দিয়ে দিবে।

আপনার মনোযোগ কোন দিকে:

আপনি নামাজে দাঁড়ালেন। আপনার সামনে দুই তিনটা ক্যামেরা। সবগুলো দিয়ে আপনার নামাজের ভিডিও রেকর্ড করা হচ্ছে। আপনি জানেন আপনার এই ভিডিও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড দেয়া হবে। এবং সেটা সবাই দেখবে। আপনি তো এই চিন্তা নিয়েই নামাজ পড়ছেন।

একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখেন তো মনোযোগ কি আল্লাহর দিকে থাকবে, না কি ঐ ক্যামেরার দিকে থাকবে? আফসোস, বর্তমানে সবাই আল্লাহকে খুশি করার চাইতে, আমল গুলি ক্যামেরায় রেকর্ড বন্দি করার দিকেই বেশি মনোযোগী।

স্প্রিচুয়াল সুসাইড:

ভার্টিটির একটা ছেলে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আত্মহত্যা করল। শয়তান তাকে অনন্তকালের সুখের স্বপ্ন দেখিয়েছে। স্যাটানিক স্প্রিচুয়ালিটিতে শয়তান নিজে উপস্থিত হয়। এবং ধ্যান মগ্নদেরকে বিভিন্ন ভ্রম দেখায়। ব্যাপারটা আমাদের স্বপ্নের মত।

আমরা অনেক সময় ভালো ভালো স্বপ্ন দেখি। তখন ঘুম ভেঙ্গে গেলে মন খারাপ হয়। ইস স্বপ্নটা যদি আরেকটু দেখতে পারতাম। বা সেখানে যদি আরেকটু থাকতে পারতাম।

একইভাবে শয়তান তার পূজারীদেরকে এরকম স্বপ্ন দেখায়। কৃত্রিম এক জান্নাত তার সামনে তুলে ধরে। তখন ওই ব্যক্তি, সেই মিথ্যা জান্নাতে যাওয়ার জন্য পেরেশান হয়ে ওঠে। শয়তান তাকে বোঝায়, তোমাকে এই জান্নাতে যাওয়ার জন্য তোমার রুহকে, তোমার শরীর থেকে মুক্ত করতে হবে। আর সেটা আত্মহত্যার মাধ্যমে।

আরেকটু ভালো করে বুঝুন। ঝুনদুল্লারা শহীদ হওয়ার সময় জান্নাতকে দেখতে পায়। তখন তারা জান্নাতে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। মৃত্যুকেই তখন তারা পরম আনন্দের বিষয় মনে করে। এটাই স্বাভাবিক। যে জান্নাতকে দেখতে পাবে, তার কাছে এই দুনিয়া ভালো লাগবে না।

তো ওই হতভাগা স্যাটানিক স্প্রিচুয়াল আত্মহত্যা কারীরা কৃত্রিম জান্নাতকে দেখে সেখানে যাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করে বসে। এবং মৃত্যুর পরে শয়তানের ধোকাটা বুঝতে পারে। কিন্তু কিছু করার থাকে না।

অথচ এরা যদি এই আধ্যাত্মিকত চর্চাটি ইসলামের আলোকে করত, তাহলে আল্লাহর সান্নিধ্য পেত। এবং সত্যিকারের জান্নাতকেই অবলোকন করতে পারত।

যে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে, শয়তান তাকে এভাবেই ঘায়েল করে নেবে।

এরকম শয়তান পূজারী স্প্রিচুয়ালিস্টদের গণ আত্মহত্যা অনেক আগে থেকেই চলছে। যদিও বাংলাদেশে এটা নতুন। তবে শয়তান এই ঘটনার মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি স্প্রিচুয়াল আত্মহত্যার দ্বার খুলে দিল।

আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

আরও বিস্তারিত জানতে আমার "আর্মি অফ দাজ্জাল " বই গুলো পড়তে পারেন।

নিচের ভিডিও টা থেকেও কিছু জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

<https://youtu.be/KMxAxqDIPBA>

প্রকল্প ভালো, উদ্দেশ্য কালো:

বিদ্যানন্দ পৌত্তলিকদের সংগঠন। এবং এখানে যাকাত দেয়া হারাম। এ দুটো বিষয়ে এখন সবাই জানে। তাই এ বিষয়ে আর কথা বলার প্রয়োজন নেই।

আমি কথা বলতে চাই "এক টাকার আহার" প্রজেক্ট নিয়ে।
 আপাত দৃষ্টিতে তাদের এই প্রকল্পটি অত্যন্ত মানব
 কল্যাণমূলক মনে হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা শাক দিয়ে মাছ
 টাকার মত। দাজ্জালের নির্দেশে দাজ্জালের বান্দারা সারা
 বিশ্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে চলছে। তার প্রভাব বাংলাদেশেও
 পরছে। অথচ বাংলাদেশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ।
 বাংলাদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্বর।

এদেশের মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন সবকিছু
 আল্লাহ দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও কৃত্রিমভাবে সংকট সৃষ্টি
 করে রাখা হয়েছে। আর এই সুযোগটাই বিদ্যানন্দের মত
 এনজিওরা নিচ্ছে। মানবসেবার মুখোশ পরে তারা
 জনগণের কাছে ভালো সাজছে। অথচ এদের উচিত ছিল
 দ্রব্য মূল্য কমানোর চেষ্টা করা, যাতে সবাই স্বাভাবিক
 জীবন যাপন করতে পারে।

আমরা জানি, দাজ্জাল এরকমই এক মহা সংকটের সময়
 আসবে খাদ্যের পাহাড় নিয়ে। আর মানুষের ঈমান হরণ
 করে নিবে। এধরনের প্রকল্প নিয়ে কাজ করা মিশনারিদের
 অনেক পুরনো কৌশল। অল্প টাকার বিনিময়ে অথবা
 বিনামূল্যে খাদ্য দিয়ে তারা মানুষকে ধর্মান্তরিত করে।
 এসব ফেতনা থেকে বাঁচাতে হলে মানুষকে ঈমানের
 দাওয়াত দেয়ার পাশাপাশি কিছু আর্থিক সহযোগিতা করা
 উচিত।

আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

ব্রেনলেস বিবেকহীন ক্রিয়েচারঃ

যারা নিজেদেরকে বর্তমানে আধুনিক মনে করে তারাই প্রকৃত জাহেল, গর্দভ, অসভ্য, অসামাজিক। এবং ব্রেনলেস বিবেকহীন ক্রিয়েচার (পশু)। কারণ কোন সুস্থ মানসিকতার মানুষ কখনও ভূত, পেত্নী, পেঁচা, বানর ইত্যাদির পূজায় লিপ্ত হতে পারে না। এগুলো তো প্রাচীন অসভ্য এবং অন্ধকার যুগের অপসংস্কৃতি।

মুসলমানরা কখনো এ ধরনের নোংরা এবং বিকৃত অপসংস্কৃতি পালন করতে পারে না। মুসলমানেরা আপডেট, অত্যাধুনিক এবং স্মার্ট একটা জাতি। আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন। তারা এসব পুতুল নিয়ে নাচানাচি বা পূজা করে না।

পাখির রিজিকঃ

আমাদের একটা পেয়ারা গাছ আছে। পেয়ারা গুলো পাকলে যথেষ্ট মিষ্টি হয় আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু সবচেয়ে পাকা, সবচেয়ে মিষ্টি এবং সবচেয়ে নরম পেয়ারাটি কখনোই আমাদের কপালে জোটে না। সেটা সব সময় পাখির রিজিকেই থাকে। আমরা যতদিন পেয়ারা পাড়তে উঠি, দেখি সবচেয়ে পাকা পেয়ারাটা পাখি খেয়ে ফেলছে। অল্প একটু থাকে যেটা আমরা কেটে খেয়ে নেই। খেয়াল করে দেখলাম পাখি সব সময় প্রাকৃতিক এবং উত্তম খাবার টাই পায়। আল্লাহর উপর ভরসা করার

কারণে আল্লাহ তাকে সবচেয়ে ভালো খাবারটাই খাওয়ান। অথচ আমরা বারবার ভুলে যাই রিজিকের মালিক আল্লাহ। আসলে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণরূপে ভরসা করলে, তাওয়াক্কুল করলে, যে কোন উপায়ই হোক, আল্লাহ আপনাকে খাওয়াবেনই।

কুৎসিত প্রচারণা:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে কিছু কুৎসিত প্রচারণা চলছে। ধনী না হয়েও নিজেকে ধনী হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা। সুখী না হয়েও নিজেকে খুব সুখী হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের বেশিরভাগই ধনীও নয়, আবার সুখীও নয়। এমন অনেক কিছুই মানুষ প্রতিদিন প্রচার করছে, যা প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কিন্তু অন্য মানুষেরা সেসব দেখে মনে করছে সে অনেক টাকার মালিক, সে অনেক সুখী ইত্যাদি হেনতেন। এভাবে প্রত্যেকটা মানুষ আরেকজনকে অনেক সুখি এবং ধনী মনে করে হতাশায় ভুগছে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ:

প্রকৃতির প্রতিশোধ বড় ভয়ংকর। মানুষ গাছ কেটে ফেলছে। পানি নোংরা করছে। বাতাস দূষিত করছে। ইত্যাদি বিভিন্ন অপকর্মের দ্বারা প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে।

প্রতি বছরের গরম বৃদ্ধি থেকে আমরা প্রকৃতির প্রতিশোধ টের পেয়েছি। ভবিষ্যতে প্রকৃতি আরো ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে। মানুষ প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে না রাখলে, প্রকৃতিও আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষকে বাঁচতে দেবে না।

সৌন্দর্যতাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা:

অনেক পর্দাশীল মেয়েদেরকে দেখা যায় তারা নিজের ছবি তো দেয় না, কিন্তু তাদের আদরের কন্যার ছবি আপলোড দেয়। জানিনা তাদের কি ধরনের মেন্টালিটি। তবে আমার কাছে মনে হয় মেয়ের চেহারা বা সৌন্দর্যতার দ্বারা, নিজের চেহারা এবং সৌন্দর্যতাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। অনেকে আবার আরেকটু অ্যাডভান্স। তারা নিজের হাত, পা এবং চোখের ছবি দিয়ে ছেলেদের কে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।

কি দরকার এগুলো করার?

আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন তাহলে তো আর আপনার জীবনে অন্য কোন পুরুষ আসবেনা। আর যদি অবিবাহিত হয়ে থাকেন, আপনার জন্য পুরুষ তো নির্দিষ্ট করাই আছে। সময় মত পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। শুধু শুধু অসংখ্য পুরুষকে আকৃষ্ট করার কি প্রয়োজন?

ভোগের বস্তু হতে চান?

খোলামেলা পোশাক পরিধানকারী মেয়ের উপর কোন ছেলে ভালোবাসা এবং সম্মানের দৃষ্টিতে তাকায় না। মেয়েটির প্রতি ছেলেদের দৃষ্টিতে থাকে কামনা, লালসা, যৌনতা ও ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এমন মেয়েদেরকে মানুষ জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চায় না বরং কিছু সময়ের জন্য ভোগ করে ছুড়ে ফেলে দিতে চায়।

অপরদিকে পরিপূর্ণ পর্দাশীল একটা মেয়ের দিকে মানুষ সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায়। তাদেরকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে হালাল উপায়ে পেতে চায়।

হে বোন, এবার আপনি সিদ্ধান্ত নিন। আপনি কি পুরুষদের দৃষ্টিতে কামনা, লালসা ও ভোগের বস্তু হতে চান?

নাকি সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসার স্থায়ী জীবনসঙ্গিনী হতে চান?

নিজের ছবি আপলোড দেয়ার প্রাপ্তি:

একটা মেয়ে যখন নিজের ছবি আপলোড দেয়। এতে তার কোন লাভ হয় না। হয়তো কিছু লাইক পায়। আর কিছুই পায় না। তবে তার অনেকগুলো লস হয়।

- অসংখ্য পুরুষের কুদৃষ্টি অর্জন করে।
- আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করে।
- ফেরেশতাদের অভিশাপ অর্জন করে।
- শয়তানের সন্তুষ্টি অর্জন করে।

- জাহান্নামের লিস্টে নাম লিখিয়ে নেয়।
- কালো জাদুকরদের জাদু করার সুযোগ করে দেয়।
- অনেক মানুষকে ওই ছবি ডাউনলোড করার সুযোগ করে দেয়।
- প্রতারকদেরকে ওই ছবি দিয়ে অশ্লীল ছবি অথবা ভিডিও বানানোর সুযোগ দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করার সুযোগ করে দেয় দেয়।
- ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুর দ্বারা নিজেই নিজেকে পণ্য বানিয়ে ফেলে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংসারঃ

অসংখ্য মেয়ে নিজের অসন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও, নিজের অপছন্দের পুরুষটির সাথে সংসার করে যায় শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

আবার অসংখ্য পুরুষও নিজের অসন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও, নিজের অপছন্দের মহিলাটির সাথে সংসার করে যায় শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য।

অর্থাৎ তারা প্রত্যেকেই ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সংসার করে যাচ্ছে।

তারা অপেক্ষায় আছে হয়তো জান্নাতে উত্তম (পছন্দমত) জীবনসঙ্গী এবং সঙ্গিনী পাবেন।

ইরতিদাদের ফেতনাঃ

আপনি মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিবেন আপনার নিজের দ্বীন ঈমান বাঁচানোর জন্য। আপনি যদি মনে করেন শুধু আপনি একাই দ্বীন পালন করবেন তাহলে তা আপনি বেশি দিন পারবেন না।

কারণ দ্বীনের দাওয়াত না থাকলে আপনার আশেপাশের সবাই বেদ্বীন হয়ে যাবে। ইরতিদাদের ফেতনা দেখা দিবে। মানুষ দলে দলে মুরতাদ হতে থাকবে। তখন সেই পরিবেশে আপনি আপনার দ্বীন টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। তাই নিজের দ্বীন এবং ঈমান বাঁচানোর জন্য হলেও অন্যকে দ্বীন এবং ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে।

বিপরীত লিঙ্গের প্রশংসা করে ভিডিওঃ

ইদানিং প্রচুর ভিডিও দেখা যাচ্ছে। যেখানে পুরুষরা মহিলাদের গুনোগান গাচ্ছে।

মেয়েদেরকে এভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়, ওভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়, তাহলে মেয়েদের ভালবাসা পাওয়া যায়।

মেয়েরা এরকম, মেয়েরা ওরকম, মেয়েদেরকে ভালোবাসা দিন, তাহলে তারা দ্বিগুণ ফিরিয়ে দিবে, ইত্যাদি বিভিন্ন সুপরামর্শ দিচ্ছে।

একইভাবে অনেক মেয়েরাও পুরুষদের গুণগান গেয়ে ভিডিও বানাচ্ছে। পুরুষদের গুণগুলো তুলে ধরছে এবং স্ত্রীদেরকে পুরুষদের যত্ন নেয়ার কথা বলছে।

নিঃসন্দেহে তাদের কথাগুলো সত্য এবং যুগোপযোগী। ওই কথাগুলো যদি কোন দম্পতি সঠিকভাবে মেনে চলে তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবনে অবশ্যই সুখ আসবে ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। আমরা সাধারণরা সেসব ভিডিও দেখে মনে করি মেয়েটা কতই না ভালো, পুরুষদেরকে কত সুন্দর বুঝে।

আবার মেয়েরা পুরুষদের ওই ভিডিও দেখে মনে করে, ইস পুরুষটা মেয়েদের মনকে কত ভালো বোঝে, এই পুরুষটা কতই না উত্তম।

এভাবে দর্শকরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। অথচ বাস্তবে গিয়ে খুব কম সংখ্যাকেই পাওয়া যাবে যারা সেগুলো পরিপূর্ণরূপে পালন করে। অর্থাৎ যারা ভিডিও বানায় তারা নিজেরাও হয়তো নিজেদের জীবনে এগুলো এপ্লাই করে না। তবে যদি কেউ করতে পারে তারা অবশ্যই দাম্পত্য জীবনে সফল এবং সুখী হবে ইনশাআল্লাহ।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আজ সবচেয়ে শত্রুতা পূর্ণ:

স্বামী এবং স্ত্রী দুজন সারা জীবন একসাথে, এক ছাদের নিচে থাকে। দুজনের সম্পর্কটা হওয়া উচিত অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। স্বামী স্ত্রী একে অপরের সবচেয়ে ভালো বন্ধু

হওয়া উচিত। কিন্তু দাডজালী সিস্টেমের কবলে পড়ে আজ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গুলো হয়ে গেছে সবচেয়ে শত্রুতা পূর্ণ। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে সুমধুর করার এবং একজনের প্রতি আরেকজনের ভালোবাসা সৃষ্টির একটি উপায় হচ্ছে:

একজনের জন্য আরেকজনের দোয়া করা।

অর্থাৎ স্বামী প্রতিদিন নামাজের পর তার স্ত্রীর মঙ্গলের জন্য দোয়া করবে এবং স্ত্রী প্রতিদিন নামাজের পর তার স্বামীর জন্য দোয়া করবে। এতে করে আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে একের প্রতি অপরের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আর জীবনকে এনজয় করার জন্য স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। স্বামী স্ত্রীর ভিতর যদি সুসম্পর্ক না থাকে, তাহলে অনেক ধনসম্পদ এবং প্রাচুর্য থাকার পরেও মনে শান্তি থাকে না।

জ্বীন শয়তানের চোখ ধাঁধানো প্রযুক্তি:

ইউরোপ আমেরিকার অপবিজ্ঞানীরা নতুন নতুন চোখ ধাঁধানো প্রযুক্তি, প্রতিনিয়ত মানুষের সামনে নিয়ে আসে। সাধারণ মানুষেরা সেগুলো দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু যারা শেষ জামানা সম্পর্কে ধারণা রাখে তারা জানে এসবের পিছনে রয়েছে জ্বীন শয়তানের হাত। এই সমস্ত অপবিজ্ঞানীরা জিন এবং শয়তানের পূজা করে তাদের কাছ থেকে এসব ফর্মুলা নেয়। সুতরাং মুমিনরা এসব দেখে আশ্চর্য্যব্বিত হয় না আলহামদুলিল্লাহ।

ইনকামের দিকে মনোযোগী হন:

আপনি ইফতা শেষ করেন অথবা পিএইচডি শেষ করেন। যেটাই করেন না কেন, আপনার পকেটে টাকা না থাকলে আপনাকে সমাজও গুরুত্ব দেবে না, পরিবারও গুরুত্ব দিবে না। এমনকি আপনার নিজের কাছেও নিজেকে ভালো লাগবে না। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি হোক বা ছেড়ে দিয়ে হোক, যেভাবেই হোক, ইনকামের দিকে মনোযোগী হন।

অনেক ভাল ছাত্র, আর অনেক ভাল রেজাল্ট এবং অনেক সার্টিফিকেট থাকার পরেও যদি টাকা না থাকে সবাই আপনাকে বেকার বলেই ভৎসনা করবে।

কিন্তু আপনার কাছে যদি অনেক টাকা থাকে, মানুষ কখনোই জিজ্ঞাসা করবে না আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? সুতরাং টাকা উপার্জনের দিকে মনোযোগ দিন।

বি: দ্র: আমি শিক্ষাকে ছোট করছি না। বাস্তবতাকে তুলে ধরলাম।

কৃত্তিম খাবার আভিজাত্যের প্রতীক:

দাজ্জালের প্রথম সারির অনুসারীরা (ইহুদিরা) একের পর এক কৃত্তিম খাবার তৈরি করেছে। প্রথমে তারা এটার খাদ্যগুণ বয়ান করবে। আর সাথে তো তাদের গোলাম হু (WHO) ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থাকবেই। এরপর তারা এটাকে আভিজাত্যের প্রতীক, ফ্যাশন এবং ট্রেন্ড হিসেবে প্রচার করবে।

এসব প্রচারের কয়েক বছর পর দেখবেন বাংলাদেশের নামিদামি রেস্টুরেন্ট গুলোতে এগুলো পাওয়া যাচ্ছে। এবং অভিজাত খাবার হিসেবে প্রচার করা হবে। প্রথমে ধনীরা খাবে। ধীরে ধীরে সবার মধ্যে এভেলেবেল হয়ে যাবে। বাকি আল্লাহ্ আলম।

ছাত্র এবং স্বল্প আয়ের চাকুরীজীবীদের জন্য একটা বিজনেস আইডিয়াঃ

ভার্সিটিতে বা অফিসে যাওয়ার পথে মিক্সড fruits বা ড্রাই fruits বা অন্য কোন প্যাকেটজাত পণ্য ব্যাগে করে নিয়ে বাসে ওঠা যেতে পারে। গন্তব্যে যাওয়ার পথে মার্কেটিং করা যেতে পারে। আল্লাহ চাহে তো যাওয়ার পথে কিছু বিক্রি হতে পারে। না হলে সেগুলো ব্যাগে রেখে দিবেন। আবার আসার পথে বিক্রি করার চেষ্টা করবেন। অল্প করে শুরু করতে পারেন।

অথবা এমন কোন পণ্য দিয়ে শুরু করতে পারেন, যেগুলো রাস্তায় মানুষের প্রয়োজন হয়। যে কোন কিছুই হোক, কিছু একটা দিয়ে শুরু করতে পারেন। তাহলে ব্যবসা সম্পর্কে ধারণাও হবে, এক্সট্রা কিছু ইনকামও হবে। আল্লাহ তা'আলা আস্তে আস্তে ব্যবসাকে বড় করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আর প্রচারণার সময় অবশ্যই বলবেন আপনি ছাত্র অথবা চাকুরীজীবী। ভার্সিটিতে বা অফিসে যাওয়ার পথে আপনি সাইড ইনকাম হিসেবে এগুলো বিক্রি করছেন। স্মার্টলি

কথা বলবেন। প্রয়োজনে কিছু আরবি এবং ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করবেন। তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে আপনি একজন এডুকটেড মানুষ, ফলে অসম্মান করবে না ইনশাআল্লাহ।

ছোট্ট একটি বিজনেস আইডিয়া: (ফ্রাইড রাইস)

তোমরা রাস্তায় নিশ্চয়ই খেয়াল করছো, অনেকেই ছোট ছোট ফুড কার্ট দিয়ে স্ট্রিট ফুড বিক্রি করে। সেখানে কেউ কেউ ফ্রাইড রাইস বিক্রি করে। সাথে অল্প সবজি আর ডিম থাকে। দাম রাখে ৪০ থেকে ৫০ টাকা।

এই খাবারটাই তোমরা তোমাদের সুবিধামতো ঘরে বানিয়ে, প্যাকেট করে দুপুরবেলায় বের হয়ে বাসে বাসে বিক্রি করতে পারো। কারণ ওই টাইমে যাত্রীরা ক্ষুধার্ত থাকলেও বাস থেকে নামতে পারেনা। তোমরা যদি ৫০ টাকার ভিতরে এটা বিক্রি করতে পারো তাহলে আশা করি ভালোই চলবে। সাথে একটা প্লাস্টিকের চামচ আর পলিথিনে ভরে পানি দিয়ে দিতে পারো।

লজ্জা না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে হালাল ইনকামের জন্য নেমে যাও। আর বিয়ের প্রস্তুতি নাও।

ওষুধের সাইড ইফেক্ট:

মানুষ প্রাকৃতিক জীব। সুতরাং মানুষ প্রকৃতির যত কাছে থাকবে ততই সুস্থ থাকবে। প্রকৃতি থেকে যত দূরে সরবে মানুষ ততই অসুস্থ হবে। প্রাকৃতিক খাবার খান, প্রকৃতির সাথে থাকুন, সুস্থ জীবন যাপন করুন।

কেমিক্যাল যুক্ত ঔষধ দিয়ে মানুষ ক্ষণস্থায়ীভাবে সুস্থ হলেও, দীর্ঘ স্থায়ীভাবে অন্য একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। কারণ ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলি তাদের ঔষধ গুলি এমন ভাবে তৈরি করে, যার দ্বারা আপনি একটি রোগ থেকে মুক্ত হলেও অপর একটি রোগের জীবাণু আপনার শরীরে বাসা বাঁধবে। পরবর্তীতে আপনি একটি নতুন রোগে আক্রান্ত হবেন। ওষুধের সাইড ইফেক্ট গুলি যদি পড়েন তাহলে আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন। এসব বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে আমার আর্মি অফ দাজ্জালের চিকিৎসা বিষয়ক অধ্যায় গুলো পড়তে পারেন।

বোরকার নিচে কি ধরনের কাপড় পরা উচিত?

অতীতের পর্দাশীলা মেয়েরা অত্যন্ত মোটা কাপড়ের বোরকা পড়তো। ফলে তাদের যদি কোন প্রয়োজনে বাহিরে বের হতে হতো তাহলেও তাদের শরীরের কোন অংশ কোনভাবেই বোঝা যেত না।

কিন্তু বর্তমানের পর্দাশীলা মেয়েরা অত্যন্ত পাতলা কাপড়ের বোরকা পড়ে। আবার বোরকার নিচে আরো

পাতলা কাপড়ের জামা এবং পায়জামা পড়ে। ফলে তাদেরকে প্রায় সময় বিভিন্ন রকম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।

যেহেতু বর্তমানে মোটা কাপড়ের বোরকা পড়া সম্ভব নয়। তাই আমি মনে করি পাতলা বোরকার নিচে মোটা কাপড়ের জিন্সের প্যান্ট অথবা মোটা কাপড়ের গ্যাভাডিং প্যান্ট পড়া উচিত। এতে অনেকগুলি সুবিধা পাওয়া যাবে।

১) রাস্তায় বের হলে হঠাৎ করে তীব্র বাতাস আসলে শরীরের নিচের অংশ বুঝা যাবে না।

২) যাদেরকে বাসে এবং রিক্সায় চলাফেরা করতে হয়, তাদেরকে কখনো না কখনো পুরুষদের সাথে ধাক্কা খেতেই হয়। সে সময় মোটা কাপড়ের কারণে তার অঙ্গের কোমলতা অন্য পুরুষরা বুঝতে পারবে না।

৩) আবার পায়ের গোড়ালীর দিকে প্যান্ট টাইট হওয়ার কারণে রিক্সায় বা অন্য কোন বাহনে উঠার সময় গোড়ালি উন্মুক্ত হয়ে যাবে না।

বি: দ্র: এই লিখার দ্বারা আমি মেয়েদেরকে জিন্সের বা গ্যাভাডিং প্যান্ট পড়ার জন্য উৎসাহিত করছি না। শুধুমাত্র রাস্তায় বের হলে নিজেদের সুবিধার্থে এবং আরো বেশি পর্দা রক্ষার্থে বোরকার নিচে মোটা কাপড়ের পায়জামা পড়ার সুবিধাগুলো তুলে ধরলাম। বাকি যার যেটাতে সুবিধা

সেটাই করা উচিত। মোট কথা হচ্ছে, পরিপূর্ণরূপে পর্দা রক্ষা করতে হবে। কোনভাবেই যেন পর্দার খেলাফ না হয়। আরো একটি কথা। কেউ আবার ভাইবেন না, আমি প্যান্ট কে প্রমোট করছি বা প্যান্টের বিজনেস করি। আর এরকমই যে পড়তে হবে তা নয়। যার যেটাতে সুবিধা সে সেটাই ব্যবহার করবে।

সন্তানের যৌক্তিক উত্তরগুলো তর্ক নয়:

আপনার সন্তান যদি কোন ভুল করে থাকে, তাকে তাৎক্ষণিক বকাঝকা না করে, সে কেন ভুল করেছে তা শুনুন।

আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চা যদি তার ভুলের বা অপরাধের কোন কারণ বলতে চায়, সেটাকে তর্ক মনে করি। এবং তাকে বকাঝকা করি আর বলি, মুখে মুখে কেন তর্ক কর? এ কথা বলে তাকে চুপ করিয়ে দেই।

অথচ তার হয়তোবা কোন একটা যৌক্তিক কারণ ছিল এই কাজটা করার পিছনে। তাই বাচ্চার দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে আগে তার কাছ থেকে শুনে নেন কেন সে এই কাজটা করেছে? বাচ্চার যৌক্তিক উত্তর দেওয়াটা মুখে মুখে তর্ক নয়।

তাকে কথা বলার সুযোগ দিন। তবে হ্যাঁ, বাচ্চা যেন মার্জিত ভাষায় তার সমস্যাটা তুলে ধরতে পারে সেই শিক্ষা দিন। বেয়াদবের মত অসভ্য ভাষায় চিৎকার করে যেন না বলে।

আমরা বেশিরভাগ সময় বাচ্চাদের কোন কথা শুনতেই চাইনা। এতে তাদের ভিতরে চাপা জিদ এবং ক্ষোভ জমা হতে থাকে আর মেজাজ খিটখিটে হয়ে যেতে থাকে। সুতরাং বাচ্চার কথাগুলো মনোযোগ এবং গুরুত্ব দিয়ে শুনুন। এতে করে তারাও নিজেদের উপর আস্থা ফিরে পাবে এবং মানসিকভাবে শক্তিশালী হবে ইনশাআল্লাহ।

শয়তান, স্বপ্ন এবং প্রযুক্তি:

আমরা জানি, শয়তান মানুষের স্বপ্নের এক অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অর্থাৎ মানুষের স্বপ্নের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। তাহলে যদি শয়তান অপবিজ্ঞানীদের দ্বারা এরকম একটা ডিভাইস বানিয়ে ফেলে যেটার দ্বারা মানুষের স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে অথবা প্রবেশ করা যাবে তাহলে কিন্তু বিষয়টা অনেক ভয়ংকর হবে। আর তারা অলরেডি বিভিন্ন মুভি এবং কার্টুন এর মাধ্যমে এই বিষয়টাকে প্রমোট করেও যাচ্ছে।

সামনে এমন ডিভাইস আসলে আসতেও পারে। আর তখন অপবিজ্ঞান প্রেমীরা বিজ্ঞানের(?) জয় গান করতে করতে অপবিজ্ঞানের পূজার জন্য আরো একধাপ এগিয়ে যাবে।

আর আমরা যখন বলবো এগুলো প্রযুক্তি নয় অপপ্রযুক্তি। কারণ এগুলো শয়তান পূজারীরা শয়তানের পূজা করে শয়তানের কাছ থেকে ধার নিয়েছে। তখন তারা আমাদের

নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে আর ব্যাকডেটেড বলবে। আরো বলবে: আমাদের কারণেই ইসলাম এগোতে পারছে না।

বি: দ্র: শয়তান পূজারীরা শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো স্বপ্নকে নাম দিয়েছে লুসিড ড্রিম অর্থাৎ লুসিফারস ড্রিম বা শয়তানের স্বপ্ন।

মুসলিম সমাজে হারাম দুকানোর বিশেষ কৌশল:

প্রথমে তারা সম্পূর্ণ নতুন একটি হারাম মতবাদ মুসলিম সমাজে প্রচার করবে। এরপরে যখন মুসলমানরা তীব্র প্রতিবাদ করবে, তখন ক্ষমা চেয়ে নেবে। মুসলমানরা ঠান্ডা হয়ে যাবে।

অনেকদিন পরে আবার সেটাকে প্রচার করবে। তখন কিছু মুসলমান আবার প্রতিবাদ করবে। তারা আবার ক্ষমা চাবে। মুসলমানরা আবার ঠান্ডা হয়ে যাবে।

এভাবে করে কয়েকবার চলতে থাকবে।

একসময় মুসলমানরা আর উত্তেজিত হবে না।

মুসলমানদের কাছে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

এভাবেই অসংখ্য হারাম মুসলমানদের ভিতরে অলরেডি ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছে। সামনেও একটার পর একটা হারাম দুকানোর অপচেষ্টা চলবে।

আলেমরা কি রাজনীতি বোঝেনা?

সেকুলার সমাজ তো বটেই, অনেক দ্বীনদার ভাইয়েরাও মনে করে আমাদের দেশের আলেমরা রাজনীতি খুব একটা বোঝেনা। তাই তারা সরকার গঠনে যোগ্য নয়।

আচ্ছা এবার আপনারা গত ১৬ বছরের (২০০৮-২০২৪) দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে কারা দেশ পরিচালনা করেছিল? নায়ক, গায়ক, নর্তকি, অভিনেতা, খেলোয়ার, অশিক্ষিত, গণ্ডমূর্খরা।

এরা যদি দেশ চালাতে পারে, তাহলে আসমানী জ্ঞানের আলোয় আলোকিত মানুষেরা (আলেমরা) কেন দেশ পরিচালনা করতে পারবে না?

পর্দাশীল মেয়েদের জন্য একটি নসিহা:

আপনি তো পুরুষদের থেকে পর্দা করেন।

কিন্তু বেপর্দা মেয়েদের থেকে পর্দা করেন না। অথচ বেপর্দা মেয়েরা আপনার জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কারণ তারা আপনার অজান্তে আপনার সৌন্দর্যতা এবং শারীরিক গঠন সম্পর্কে অন্যদের কাছে সব বলে দিবে। অনেকে আবার নিজের স্বামীর কাছে অন্য মহিলার শরীরের বর্ণনা দেয়। এছাড়াও বেপর্দা মেয়েরা, বেপর্দা অবস্থায় চলার কারণে তারা ধীরে ধীরে অনেকটা পুরুষের মতো হয়ে যায়। সুতরাং তাদের থেকেও পর্দাশীল মেয়েদের পর্দা রক্ষা করে চলা উচিত।

শরই পর্দা এবং দুটি ফেতনা:

ইদানিং দেখা যাচ্ছে অনেক ছেলে হাত মোজা, পা মোজা পড়ে সম্পূর্ণ শরয়ী পর্দা করে, ভাইরাল হওয়ার আশায় রিলস বানায়।

অন্যদিকে কিছু মাদ্রাসার মেয়েকে দেখা যায় শরয়ী পর্দা করে ঠিকই। কিন্তু কোন পুরুষ দেখলে ইচ্ছা করেই অকারনে হাত উঁচু করে। ফলে তার কনুই পর্যন্ত বের হয়ে আসে। তাদের আচরণ দেখে মনে হয়, তারা তাদের হাতের সাদা অংশটুকু দেখিয়ে, ছেলেদেরকে আকৃষ্ট করতে চায়।

দ্বীনদার মেয়েরা, ঘরে বেপর্দা থাকার পরিণতি:

ঘটনা ১: ফাতিহা খুব দ্বীনদার একটি মেয়ে। সব সময় পর্দা রক্ষা করে চলে। কিন্তু নিজের ঘরে খুব একটা সচেতন নয় পর্দার ব্যাপারে। কারণ তার ঘরে কোন পুরুষ নেই।

আশেপাশের মহিলাদের মাঝে মাঝে ফাতিহাদের ঘরে আসা যাওয়া আছে। এরকমই এক প্রতিবেশী মহিলা ফাতিহার ওড়না ছাড়া ছবি ওই এলাকার এক সন্ত্রাসীর চাহিদা অনুযায়ী সন্ত্রাসীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফলে সন্ত্রাসীর পক্ষ থেকে ফাতিহাকে অনেক হয়রানি শিকার হতে হয়।

ঘটনা ২: ওই একই মহিলা ফাতিহার ছবি দিয়ে এক গ্রাম্য ওঝার দ্বারা ফাতিহার উপর কালো জাদু করে, ফাতিহার বিভিন্ন রকম ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

ঘটনা ৩: ফাতিহার আপন খালাতো বোন, যার ন্যূনতম দ্বীনের বুঝ নেই। সে ফাতিহার আরো খোলামেলা ছবি বিভিন্ন পুরুষের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফাতিহা এগুলো কিছুই জানেনা।

সেদিন জানতে পারলো যেদিন তার উপরে ভয়াবহ এক ঝড় নেমে আসলো। ফাতিহার খালাতো বোন এমন একজনের কাছে তার খোলামেলা (ঘুমন্ত অবস্থায় ওড়না ছাড়া) এমন একটা ছবি পাঠালো, যার প্রভাবে ফাতিহার জীবন সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে গেল।

শিক্ষা: মেয়েরা ঘরে অনেক সময় পর্দা করে না। হয়তো গরম লাগে কিংবা কষ্ট হয় এজন্য। কিন্তু উপরোক্ত বাস্তব ঘটনা থেকে আপনারা বুঝতে পারলেন, প্রতিবেশী মহিলা এমনকি নিজের আপন খালাতো বোনও কত বড় বিপদের কারণ হতে পারে। আপনাকে কিভাবে বেইজ্জতি করতে পারে। সুতরাং দ্বীনহীন বেপর্দা মেয়েদের কাছ থেকেও পর্দা করুন। কোন মহিলা কখন কিভাবে আপনার বেপর্দা ছবি তুলে নেবে আপনি টেরই পাবেন না।

উপমহাদেশে দাজ্জালি নজরদারি:

ভারত উপমহাদেশ থেকে মুসলমানদের একটি দল বের হবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এ বিষয়টা দাজ্জালি বাহিনী খুব ভালো করেই জানে। তাইতো

মুমিনদের এই বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য বহুদিন ধরে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রনতরীর দ্বারা একটি ঘাটি স্থাপন করার চেষ্টা করতেন। এতদিন ধরে যদিও পারে নাই। তবে এখন পারবে। এবং বাংলাদেশের উপর পরিপূর্ণ নজরদারি করবে।

আরেকটা কথা। যতই সরকার পরিবর্তন হোক, মুমিনদের জন্য কোন সুসংবাদ নেই। মুমিনরা একমাত্র তখনই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে, যখন ইমাম মাহদী আসবেন।

এসব কথা শুনে ভেঙ্গে পড়ার কিছু নাই। মুমিনরা সব দিকে নজর রাখে, সতর্ক থাকে এবং সেভাবেই প্রস্তুতি নেয়।

দাড্জাল ধর্মহীন সেকুলার পৃথিবী চায়:

বাংলাদেশ থেকে জালেম সরকার বিদায় নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু দাড্জালের অনুসারী ইসলামবিরোধীরা তো রয়ে গেছে। তারা তো চায় ইসলামকে মুছে দিয়ে দাড্জালি পৃথিবী গড়তে। আর তাইতো আরবি নিয়ে তাদের এত যন্ত্রণা। রুকিয়া করার সময় শয়তানে ধরা পেশেন্ট এর উপর যখন আরবিতে আয়াত পড়া হয়, তখন তার শরীরে আগুন ধরে যায়।

ঠিক একইভাবে সেকুলার নামধারী মানুষ শয়তানগুলো আরবি দেখলেই জ্বলে ওঠে। অন্য কোন ভাষা কিংবা ধর্ম

নিয়ে এদের কোন আপত্তি নেই। একমাত্র আরবি, ইসলাম এবং মুসলিম নিয়েই এদের যত সমস্যা। অন্য কোন ভাষা দিয়ে যদি ক্যালিগ্রাফি করা হতো, তাহলে তাদের গায়ে জ্বালাপোড়া শুরু হতো না। শুধুমাত্র আরবি গ্রাফিতির কারণে তাদের জ্বালা যন্ত্রনা শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে দেশ স্বাধীন হলেও, মুমিনরা স্বাধীনতা পায়নি। মুসলমানদের দেশে মুসলমানরা এখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। অল্প কিছু দাডজালের অনুসারী ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে মুসলিমরা আজকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি না করলে, সামান্য কিছু সেকুলারের কাছে সব সময় অপমানিত হতেই হবে। দাডজাল আসবেই, এমন হবেই। এই কথা বলে বলে হতাশ হয়ে বসে থাকা যাবে না। নিজের দীন এবং ঈমান হেফাজতের সর্বোত্তম চেষ্টা করতে হবে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর দুই রূপ:

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা। আমরা এটিকে দুইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি।
 একটি হচ্ছে দাডজালের নতুন বিশ্ব।
 আরেকটি হচ্ছে মুমিনদের নতুন বিশ্ব।
 দাডজালের নতুন বিশ্বে, যারা দাডজালের আনুগত্য করবে তারা সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাবে।

তারা দাজ্জালের জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কৃত্রিম জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করবে।

আর যারা দাজ্জালের আনুগত্য শিকার করবে না অর্থাৎ মুমিনরা সবদিক থেকে বঞ্চিত হবে, কোষ্ঠাসা হবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিণত হবে। এদেরকে দাজ্জালের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে।

দীর্ঘদিন মানবেতর জীবন যাপনের পর মুমিনদের সুদিন ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। ইমাম মাহাদী এবং ঈসার (আঃ) নেতৃত্বে মুমিনদের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা তৈরি হবে। সেখানে থাকবে না কোন কুফর, থাকবে না কোন নেফাক। সুতরাং ছবর করুন এবং প্রস্তুতি নিন মুমিনদের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার (Mumins New World Order) জন্য।

হিরো বনাম ভিলেন (১৯৭১-২০৩৫):

১৯৭১ এর হিরোদেরকে আমরা যখন ভিলেন বলি, তখন একদল লোক আমাদের দিকে তেড়ে আসে।

যখন ২০২৪ এর হিরোদেরকে ভিলেন বলি, তখনো একদল লোক আমাদের দিকে তেড়ে আসে।

সামনে, এজেন্ডা ২০৩০ এর হিরোদের কে যখন আমরা ভিলেন বলবো, তখনো একদল লোক আমাদের দিকে ভয়ংকর ভাবে তেড়ে আসবে।

এর আরো কয়েক বছর পরে যখন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার হিরোকে (দাজ্জাল) আমরা ভিলেন বলবো, তখনো একদল লোক আমাদের দিকে তেড়ে আসবে।

প্রকৃত হিরো এবং প্রকৃত ভিলেনকে চিনতে হলে অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। আর সেই অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা যায় তাকওয়ার দ্বারা। একমাত্র মুমিন মুত্তাকি ব্যক্তি প্রকৃত ভিলেনকে (দাজ্জাল) চিনতে পারবে। তার কপালের কাফের লেখাটি পড়তে পারবে ইনশাআল্লাহ। বাকিরা ধোকা খাবে। ভিলেনকে (দাজ্জাল) হিরো মনে করবে।

মানুষ মারার কারিগর আলফ্রেড নোবেল:

নোবেল কোন ভালো মানুষ ছিল না। সে রসায়নবিদ্যায় খুব আগ্রহী ছিল। যা কিনা সেই সময় ছিল আলকেমি।

আলকেমিস্টরা সাধারণত শয়তান পূজারী হয়ে থাকে।

(বিস্তারিত জানতে ইমরান ভাইয়ের বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান বইটি পরতে পারেন)।

নোবেল সাহেব এই আলকেমির দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষ মারার জন্য ডিনামাইট তৈরি করেছিল। তৎকালীন সময়ে তাকে সবাই মৃত্যুর দূত বা মৃত্যুর কারিগর হিসেবেই জানতো।

এই ডিনামাইট বানাতে গিয়ে তার পরিবারের পাঁচজন মানুষ সর্বপ্রথম বলি হয়েছিল। এরপরে বিভিন্ন যুদ্ধে এই ডিনামাইট এর ব্যবহারের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা (বলি) গিয়েছিল। এছাড়াও সে ছিল নাস্তিক। কোন ধর্মে

বিশ্বাস করত না। মৃত্যুর পর নিজের দেহকে সালফিউরিক এসিডে গলিয়ে ফেলার চিন্তা ভাবনা করেছিল।

এই উদ্ভট মৃত্যুর কারিগরের দ্বারা তৈরি হওয়া মারণাস্ত্র থেকে যে টাকা এসেছে, সেই টাকা দিয়েই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

বি: দ্র: নোবেল পুরস্কার কোন ভালো মানুষকে দেওয়া হয় না। যারা সুকৌশলে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করে, তাদেরকেই দেওয়া হয়।

অথচ আমাদের দেশের ব্রেনলেস মানুষেরা এই নোবেল পুরস্কারের কথা শুনলেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়।

এ আই দাজ্জালের একটি মারাত্মক অস্ত্র:

এই অস্ত্রের দ্বারা সর্বপ্রথম পুরো পৃথিবীর মানুষকে একদম ব্রেনলেস করে দেয়া হচ্ছে। মানুষ ধীরে ধীরে ai এর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। নিজেদের মগজকে এআই সহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটের কাছে মরগেজ (বন্ধক) দিয়ে দিচ্ছে।

বিশেষ করে জেন-যেড এর মগজ তো পুরোপুরি হ্যাক করে নেয়া হয়েছে। ফলে এখন তাদেরকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাতে পারছে।

শেষ জামানায় মুমিনদের জন্য তিনটি স্থান:

বাংলাদেশের মুমিনদেরকে ধারাবাহিকভাবে তিনটি স্থানে হিজরত করা লাগতে পারে।

প্রথমতঃ আফগানিস্তানে। কারণ সেখানে বর্তমানে মোটামুটি শরিয়া আইন কায়েম হয়েছে। মুসলমানদের জন্য কিছুটা ইসলামী পরিবেশ আছে আলহামদুলিল্লাহ। এরপর দ্বিতীয়তঃ মক্কা অথবা মদিনায় যাওয়া উচিত। কারণ এই দুটি স্থান দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। তাই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের পর এখানে অবস্থান করা উচিত।

এরপর তৃতীয়তঃ দাজ্জালের মৃত্যুর পর সব মুমিনদেরকে সিরিয়া হয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে। কারণ সেখানে আছে তুর পাহাড়। আর ইয়াজুজ মাজুজের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তুর পাহাড়ে উঠতে হবে। বাংলাদেশ থেকে এই তিনটি দেশ ধারাবাহিকভাবে পশ্চিম দিকে।

প্রথমে আফগানিস্তান, তারপরে সৌদি আরব, তারপরে মিশর। সম্ভবত আমাদেরকে এভাবেই হিজরত করতে হবে। বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা।

বি: দ্র: এটা হচ্ছে সাধারণ মুসলিমদের জন্য হিজরতের একটা আনুমানিক সুরত।

আর যারা লড়াই করবে তাদের জন্য ভিন্ন সুরত। তারা এই দেশ থেকেই লড়াই করতে করতে ফিলিস্তিনের দিকে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

দরবেশ বাবার সকল সম্পত্তির মালিক জনগণ:

দরবেশ বাবা হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল।

এই টাকাগুলো কাদের? আমার আর আপনার। আমরা এখন ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলতে গেলে টাকা পাই না। কারণ এই ধরনের রাঘব বোয়ালেরা ব্যাংকিং সিস্টেমের নামে আমাদের টাকাগুলো লুটে নিয়েছে। তাই এখন তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা উচিত। পাশাপাশি তার প্রতিষ্ঠান থেকে আগত সকল উপার্জন জনগণকে বিলিয়ে দেয়া উচিত। যেমনটা করত লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি। তিনি তেল বিক্রির টাকা জনগণের একাউন্টে দিয়ে দিতেন।

এরকম যেসব দুর্নীতিবাজেরা জনগণের টাকা লুটেপুটে খেয়েছে, তাদের সকল প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আগত টাকাকে জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া উচিত।

সম্পদে ভরপুর আমাদের এই বাংলা:

স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রাচুর্যে ভরা বাংলাকে দুইশো বছর শোষণ করেছে ইংল্যান্ড।

তারপর কয়েক বছর শোষণ করেছে পাকিস্তান।

এরপরের কিছু বছর ভারত।

তারপরে নিজেদের দেশের নেতা নামের দুর্নীতিবাজেরা।

গত ১৬ (২০০৮-২০২৪) বছর কি পরিমান লুটতরাজ হয়েছে তা ধীরে ধীরে বের হয়ে আসছে।

এসব লুটতরাজ আর শোষণ যদি না হত, আজ বাংলাই হতো বিশ্বের দরবারে অন্যতম উন্নত একটি রাষ্ট্র। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনযাপন হতো অনেক বেশি উন্নত।

এখনো আমাদের দেশে যেই সম্পদ আছে তার সঠিক বন্টন হলে, খুব দ্রুত এদেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবকিছু আল্লাহ তা'আলা পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন। কিন্তু অল্প কিছু চোর বাটপারের কারণে সাধারণ মানুষেরা বঞ্চিত হচ্ছে।

আর এই অবস্থা থেকে বের হওয়া সম্ভব একমাত্র শরিয়া আইন কায়েমের দ্বারা। খিলাফার দ্বারা।

বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিতে শিখুন:

বাংলাদেশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ। একটি জাতির বা মানব সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন প্রত্যেকটা জিনিস বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে আলহামদুলিল্লাহ।

মাছ, গোস্ব, শাক-সবজি, ফলমূল, দুধ, ডিম, পানি সহ যা কিছু প্রয়োজন সবকিছু আছে। কি নেই বাংলাদেশে? প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এদেশ।

উপযুক্ত আবহাওয়া এবং জলবায়ু, উর্বর ভূমি সবকিছু
পারফেক্ট মাশাআল্লাহ।

অন্যান্য দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কোন দেশ
অতিরিক্ত ঠান্ডা। কোন দেশ অতিরিক্ত গরম। কোথাও
পাথুরে ভূমি, কোথাও মরুভূমি।

কোন কিছুর জন্যই বাংলাদেশকে বাহিরে হাত পাতার
প্রয়োজন নেই। শুধু কৃত্রিম কিছু তৈরি করার জন্য হয়তো
অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কিন্তু সেটাও সমাধান
সম্ভব। ধীরে ধীরে সেসব প্রতিষ্ঠান যদি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা
করা যায়, তাহলে সেগুলোর জন্য অন্য দেশে হাত পাতা
লাগবেনা।

বাংলাদেশের সকল সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে উন্নত
রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন সুষম বন্টন এবং
সঠিক তদারকি। আর এই জিনিসটা গণতন্ত্রের দ্বারা
কোনদিনই সম্ভব নয়। একমাত্র শরিয়া শাসনের দ্বারাই
ন্যায় বিচার এবং সম্পদের সুষম বন্টন সম্ভব
ইনশাআল্লাহ।

আমাদের দেশে দুর্নীতি না থাকলে, আমাদের দেশটা
পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর একটি দেশ হতো। আমাদেরকে
প্রবাসে যাওয়া লাগত না। উল্টা অন্যান্য দেশের মানুষ
আমাদের দেশে আসার জন্য অস্থির হয়ে থাকতো।
আমাদের দেশ হতো তাদের কাছে স্বপ্ন।

টানা ২০০ বছর আমাদের দেশকে লুটপাট করেছিল ইংল্যান্ড। এবং আমাদেরই সম্পদ দিয়ে তারা আজকে উন্নত জীবন যাপন করছে।

ইংল্যান্ড লুটপাট করার পর যা রেখে গিয়েছে, তা লুটপাট করেছে আমাদের দেশের অমানুষেরা। যার কারণে আমাদের দেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি।

গজ-ওয়াতুল হিন্দ এর জন্য মেয়েদের প্রস্তুতি:

প্রথমত প্রত্যেক বোনকে সাহাবিয়াদের (রাঃ) মত দুঃসাহসী হতে হবে। তেলাপোকা দেখে ভয় পেয়ে আতঙ্কিত হওয়া পুতুল নারীর খোলস থেকে বের হয়ে আসতে হবে। রক্ত দেখে ভয় পাওয়া চলবে না। নিজেরাই এখন থেকে মুরগি জবাই দিবেন, খাসি জবাই দিবেন। এরকম বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের সাহস এবং মনোবল বৃদ্ধি করবেন। ঘরে ব্যায়াম করবেন। ইউটিউব দেখে কারাতে প্র্যাকটিস করবেন।

টুকটাক প্রাথমিক চিকিৎসা শিখে নিবেন। যেন মু-জাহিদদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া যায়। তাদের বিপদের সময় ঘরে আশ্রয় দেয়ার মানসিকতা রাখবেন। নিজেদের বাচ্চাদেরকেও এখন থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিতে থাকুন। আগত যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকুন।

সাহাবীয়াদের (রাঃ) জীবনী পড়ুন। তারা যুদ্ধের সময় যা করেছেন, সেগুলো ভালো করে মুখস্ত করুন এবং সেভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন।

ঘোড়া চালানো শিখে রাখতে পারেন।

না পারলে অন্তত বাইক চালানো শিখে রাখুন।

গাড়ি ড্রাইভিং শিখে রাখুন।

কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ।

বন্যার সময় কনসার্ট?

মানুষ ডুবে মারা যাচ্ছে আর এরা নেচে গেয়ে আনন্দ করে সাহায্য উঠানোর নামে টাকা কামাবে। আল্লাহর আযাবকে আরো দ্রুত টেনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছে।

এগুলো ছাড়া কি টাকা কালেকশনে আর কোন উপায় নেই?

পুরো জাতি যদি নামাজ পড়তো, রোজা রাখত। তাহলে আল্লাহতালার গায়েবী সাহায্য চলে আসতো।

কনসার্ট না করে সবাই মিলে যদি সালাতুল হাজত নামাজ পড়ে, তাহলে আরো দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

র‍্যাপ্টাইলিয়ান্স হাসু আপাঃ

আর্মি অফ দাজ্জাল বইতে র‍্যাপ্টাইলিয়ান্স এর ব্যাপারে বিস্তারিত লিখা আছে। সেখানে একটা অধ্যায় আছে যেখানে বলা আছে পৃথিবীতে অনেক দেশের অনেক

গদিতে র‍্যাপ্টাইলিয়ান্স (মানুষের চামড়া পরিধান করা জিন) বসে আছে।

আমরা সবাই জানি, বিগত কয়েক দিনে হাসু আপার ভয়ংকর চরিত্র বের হয়ে আসছে। যেমনঃ মরা মানুষ দেখলে খিদা বাড়ে, মেজর বজলুর হৃদাকে জবাই করে হত্যা, গনভবনে গনসেক্স ইত্যাদি (বিস্তারিত জানতে আমার ফাসি চাই বইটা পড়তে পারেন)।

এসব ঘটনা থেকে সন্দেহ হয়, সে র‍্যাপ্টাইলিয়ান্স কিনা? যেমনটা ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথকে সন্দেহ করা হয়েছিল।

র‍্যাপ্টাইলিয়ান্স না হলেও, সে যে শয়তান পূজারী সেটা স্পষ্ট বুঝা যায়। গণভবন থেকে ফেরাউনের ছবি সম্বলিত একটি কোর্তাও পাওয়া গেছে। কোন সাধারণ মানুষ ফেরাউনের ছবি সংরক্ষণ করতে পারেনা। হোক সেটা মিশরের ঐতিহ্য কিংবা এভেলেবেল পোশাক।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন শয়তানী রিচুয়াল এর জন্য ফেরাউন এবং নমরুদের নামে জপ করা অত্যন্ত জরুরী।

আনসারদের আন্দোলন এবং সচিবালয় ঘেরাও নিয়ে বাংলার নমরুদের বক্তব্য:

ইউনুস সরকার এখনো (আগস্ট ২০২৪) প্রশাসনকে ঠিকমতো গোছাতে পারেনি। অন্যদিকে তীব্র বন্যায় পুরো

জাতি বিপর্যস্ত। প্রত্যেকেই ত্রাণ সংগ্রহ এবং বিতরণ নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। এর মধ্যে আনসাররা এসেছে নিজেদের দাবি নিয়ে।

ঠিক আছে, তাদের দাবি যৌক্তিক। কিন্তু কিছুদিন পরে আসতে পারতো। তারা বন্যা দুর্গত মানুষের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সচিবালয় ঘেরাও দিচ্ছে। তাই সরকার বাধ্য হয়ে সচিবালয়ের আশেপাশে সকল মিছিল সমাবেশ কে আপাতত নিষিদ্ধ করেছেন।

আর এটা দেখে বাংলার নম্রুদ জয়, বিদেশে বসে সমালোচনা শুরু করেছে। সে বলছে নিরাপদ অবস্থানে থেকে সরকারের সমালোচনা করা খুব সহজ আর ক্ষমতায় বসে সবকিছু সামাল দেওয়া খুব কঠিন। আপনারা এখন কেন সচিবালের সামনে সমাবেশ নিষিদ্ধ করলেন?

নম্রুদের এই বিবৃতির উত্তরে সরকার পক্ষ থেকে বলা উচিত ছিল, আপনারা মা আর ছেলে মিলে ১৬ বছর যে লুটতরাজ করেছেন সেই লুটতরাজ যদি না করতেন তাহলে কেউই কোন দাবি-দাওয়া নিয়ে কখনোই কোন সরকারি ভবন ঘেরাও করতে আসতো না। আপনারা সব নিয়ে পালিয়ে গেছেন বলেই তো মানুষ আজকে সরকারি ভবন ঘেরাও করছে। আপনারা জনগণের সম্পদ চুরি

করে, বিদেশে গিয়ে বিলাসী জীবন যাপন করছেন, আর জনগণ এখানে আন্দোলন করছে।

এখন, দেশে আপনাদের নামে যা আছে সেগুলো জনগণের মধ্যে বন্টন করে দিব। ওগুলো আপনাদের নামে থাকলেও, ওগুলোর মূল মালিক তো জনগণ।

সোর্স:

https://youtu.be/83bUw0dMcdg?si=P7oR_RXL8TJ6ELIz

বাংলার শিশুদেরকে সমকামিতার শিক্ষা:

বাংলাদেশের মুসলিমেরা অনেক আগে থেকেই ব্র্যাকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছে। কিন্তু খুব একটা ভালো ফলাফল এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান না নিলে ভবিষ্যতে খুব ভয়ংকর পরিস্থিতি মুসলিম উম্মার জন্য অপেক্ষা করছে।

ব্রাক থেকে একটি ভিডিও কার্টুন বের করেছে।

সেখানে দেখায় কিভাবে ছোট একটা বাচ্চাকে শয়তান এসে সমকামিতার শিক্ষা দিচ্ছে এবং এটাকে খুব স্বাভাবিক একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বলে প্রচার করছে। ব্রাকের বিরুদ্ধে এখনই কড়া অবস্থান না নিলে, আমাদের কোমলমতি শিশুরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ব্র্যাক এই একটা বিষয় নয় বরং শত শত বিষয়ে মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে ব্র্যাকের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে চিরতরে বিতাড়িত করতে হবে। আর এটা কোন গণতান্ত্রিক সরকারের দ্বারা হবে না। বরং শরিয়া আইনের দ্বারাই হবে। শরিয়া আইনে সকল সমস্যার সমাধান আছে আলহামদুলিল্লাহ।

মিথ্যা প্রচার করে, মিথ্যা ক্ষমা চাওয়ার কৌশল:

ইরাকের উপরে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হামলা করে ইরাককে তছনছ করে দিয়েছিল আমেরিকা। এর বহু বছর পর ক্ষমা চেয়ে বিশ্ববাসীর সিম্পেথি অর্জন করে নিয়েছে আমেরিকা।

ঠিক একইভাবে কিছু র‍্যান্ড স্কলাররা প্রথমে শরিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলে। তারপরে রদ করে নেয়। কিন্তু কিছু মানুষের মগজ তার বলা আগের কথার উপরেই রয়ে যায়। তাদের মগজে শরিয়ার বিরোধীতা ঢুকে যায়।

সাবলিমিনাল মেসেজের মাধ্যমে ব্রেন ওয়াশ করার এটাও একটা বিশেষ কৌশল।

কিছুদিন আগে এক লোক শরিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলে, রদ করে নিয়েছে। এখন আবার বালের (লীগ) পক্ষে কথা বলছে। এগুলো হচ্ছে প্যারাদক্সিক্যাল সাবলিমিনাল মেসেজ। আপনাকে সর্বদাই পেরেশান বানিয়ে রাখা হবে।

(গণতন্ত্র বনাম শরিয়া) ২০২৪ এ কি করা উচিত:

প্রথমেই বলে নিচ্ছি আমি কোন দল করি না।

আমি শরিয়া আইন ভালোবাসি এবং গণতন্ত্রকে ঘৃণা করি। কিন্তু এই মুহূর্তে ছুট করে আমাদের দেশ থেকে গণতন্ত্রকে বিদায় করা সম্ভব নয়। বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে।

যেহেতু আমরা আপাতত গণতন্ত্রকে বিদায় করতে পারছি না, সেহেতু গণতান্ত্রিক ইসলামী দল হিসেবে জামায়েত ইসলামী কে আমাদের সমর্থন দেয়া উচিত। মন্দের ভালো হিসেবে।

১৯৭১ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ, বিএনপি আর জাতীয় পার্টির শাসন আমরা দেখেছি। আমরাই তাদেরকে নির্বাচিত করেছি। এখন অন্তত একবার হলেও জামাতে ইসলামীকে এককভাবে ক্ষমতায় আনা উচিত। দেখা যাক তারা বাংলাদেশকে ভালো কিছু দিতে পারে কিনা? যদিও সম্ভাবনা খুবই কম। আর তারা যদি না পারে, তাহলে হেফাজতে ইসলামকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখা যেতে পারে।

তবে আবারও বলছি গণতন্ত্র কখনোই সমাধান নয়। গণতন্ত্র দিয়ে ন্যায়বিচার কোনদিনই প্রতিষ্ঠা হবে না। ন্যায়বিচার শুধুমাত্র শরিয়া আইন বাস্তবায়নের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। শরিয়া আইনের কোন বিকল্প নেই। উম্মতকে শরিয়া আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে।

ডায়মন্ড একটি ধোকা:

আরো পাঁচ বা ছয় বছর আগেই বলছিলাম ডায়মন্ড একটি ধোকা। এটা পাথর ছাড়া কিছুই না। আপনাদেরকে নিষেধ করছিলাম কখনোই ডায়মন্ড কিনবেন না। অবশ্যই স্বর্ণ কিনবেন। সেই লেখাটা হয়তো এজ অফ ডার্ক ফিতনা বইতে আছে।

একটা নামিদামি প্রতিষ্ঠান তো কাচ দিচ্ছে। যদি আসল ডায়মন্ড দিত তবুও লাভ নাই। ওইটাও পাথর ছাড়া কিছুই না। শুধুমাত্র মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে, আপনাদের ব্রেন ওয়াশ করে, একটা মূল্যহীন পাথরকে অত্যন্ত মূল্যবান বানিয়ে ফেলেছে। অলংকার কিনতে হলে, সবসময় গোল্ড কিনবেন।

নারী ছাড়া পুরুষ অতৃপ্ত:

জান্নাতে আদম (আ:) এর জন্য সবকিছু থাকার পরেও, উনার ভালো লাগতেছিল না। যখন হাওয়া (আ:) কে তৈরি করে তার সামনে আনা হলো, তখন উনার মন পরিতৃপ্ত হলো।

সুতরাং বোঝা গেল নারী ছাড়া পুরুষ অতৃপ্ত। নারী ছাড়া সকল ভোগ বিলাসের আসবাব থাকলেও একজন পুরুষের কখনোই ভালো লাগবে না।

আবার নারীদেরকেও এটা বুঝতে হবে, তাদেরকে তৈরি করা হয়েছে পুরুষের জন্য। তাদেরকে আলাদা একটা

মায়া, সৌন্দর্যতা এবং আকর্ষণ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র পুরুষের অন্তরকে পরিতৃপ্ত করার জন্য। চক্ষুকে শীতল করার জন্য।

চূড়ান্ত কথা হচ্ছে পুরুষ মহিলা দুজনই দুইজনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। পুরুষ মহিলা কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারবে না। সুতরাং হালালভাবে এই সুন্দর সম্পর্কটাকে উপভোগ করুন। দাজ্জালি ফিতনা থেকে বের হয়ে সৃষ্টির প্রকৃত রহস্যকে বোঝার চেষ্টা করুন।

পায়ে দল জামাত তুর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে:

তাবলীগ জামাতের সাথে মাঝে মাঝে মাস্তুরাত (মহিলা) সহ জামাতে বের হওয়ার অভ্যাস রাইখেন। পরিবারের সবার জন্য একটা করে ট্রাভেলিং বেডিং আর মশারি কিনে রাইখেন। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হিজরত করার প্রয়োজন পড়লে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। এছাড়া ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশের পর তুর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে পায়ে দল জামাত রওনা দিতে হবে। কারণ তখন কোন যানবাহন থাকবে না। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

সারিয়া এবং গজওয়ার মধ্যে পার্থক্য:

সারিয়া বলতে ওই ধরনের যুদ্ধগুলোকে বুঝায় যেগুলোতে আল্লাহ তাআলার রাসূল (স:) কোন এক সাহাবীকে নেতৃত্ব দিয়ে যোদ্ধাভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

আর গজওয়া বলতে বোঝায়, যেসব যুদ্ধগুলোতে আল্লাহর রাসূল (স:) নিজে সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন।

গজওয়া এবং সারিয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত পড়ে নিয়েন।

এখন মূল কথায় আসি।

অনেকেই বলে গজওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে। অথচ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি গজওয়া ওই ধরনের যুদ্ধাভিযানকে বোঝানো হয়, যেসব যুদ্ধে জমিনে একজন নবীর সরাসরি উপস্থিতি থাকে।

অতীতে যদি গজওয়াতুল হিন্দ হয়েই থাকতো তাহলে নবীর উপস্থিতি কোথায়?

সত্য কথা হচ্ছে, গজওয়াতুল হিন্দ ঈসা (আ:) এর উপস্থিতিতেই ভবিষ্যতে হবে ইনশাআল্লাহ। হিন্দুস্তানের মুজাহিদরা এখানকার মুশরিক রাজাদেরকে শেকল বেধে ঈসার (আঃ) কাছে নিয়ে যাবে।

সুতরাং সবাই মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রস্তুতি নেন।

কার্স অফ এইটথ ডিকেড (curse of eighth decade)

৮ দশকের (৮০ বছর) অভিশাপ তত্ত্ব।

এই তত্ত্বের দ্বারা বিশ্বাস করা হয়, কোন ইজরায়েল রাষ্ট্র ৮০ বছরের বেশি টিকবে না।

ইসরাইল ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়েছিল। ২০২৮ সালে ৮০ বছর শেষ হয়ে যাবে। সেজন্য তারা প্রচণ্ড আতঙ্কে আছে, হয়তো তাদের রাষ্ট্র ভেঙ্গে যাবে। ইসরাইলিদের আর কোন

অস্তিত্ব থাকবে না, এই আতঙ্কে তারা প্রচণ্ড অস্থির হয়ে গেছে।

তাদের আতঙ্ক দূর করার জন্য দ্রুত একজন মাসিকে (দাজ্জাল) সামনে নিয়ে আসতে হবে। তাইতো দাজ্জালের আর্মি সবকিছু অনেক দ্রুত করার চেষ্টা করছে। তার মধ্যে আছে এজেন্ডা ২০৩০ / নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার।

বেশিরভাগ রাষ্ট্রপ্রধান দাজ্জালের আগমনকে ত্বরান্বিত করার জন্য এজেন্ডা ২০৩০ নিয়ে কাজ করছে।

কাবা কম্পাস এবং বায়তুল মামুর (দুনিয়া এবং আসমানের এনার্জেটিক কানেকশন):

কিবলা ফাইন্ডার নামে একটি অ্যাপস আছে। তারা কিবলা নির্দেশ করার জন্য নিম্নতম পদ্ধতি ব্যবহার করে।

(আমরা কিভাবে কিবলা খুঁজে পাব

আমরা কাবার অবস্থান (অক্ষাংশ ২১.৪২২৪৭৭৯, দ্রাঘিমা ৩৯.৮২৫১৮৩২) এবং আপনার অবস্থান (জিপিএস অথবা নিজে থেকে দেওয়া) দুটি ব্যবহার করে ভূ-পৃষ্ঠের দুটি বিন্দুর মধ্যে সরাসরি দূরত্ব নির্ণয় করি যেটি মহাবৃত্ত দূরত্ব নামে পরিচিত। এটি হ্যাভারসিন সূত্র ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়। সমতল মানচিত্রে দেখানোর সময় পৃথিবীর বক্রতার জন্য লাইনটি অনেকসময় বেঁকে যায়।)

আরো কিছু প্রচলিত পদ্ধতি আছে। সেগুলি জানার জন্য নিচের লিংক থেকে দেখে নিতে পারেন।

(<https://www.alkawsar.com/bn/article/2105/>)

এবার আমরা আসল কথায় আসি।

আমরা জানি কাবা শরীফ বরাবর আসমানের উপরে বায়তুল মামুর নামে একটি মসজিদ আছে। সেখান থেকে যদি কোন কিছু পরে তাহলে সেটা কাবা শরীফের উপরে পড়বে। বায়তুল মামুরে অসংখ্য ফেরেশতা তাওয়াফ করে। তারা কাবা শরীফেও আসে। কাবা শরীফের সাথে বায়তুল মামুরের একটা কানেকশন আছে। রেডিয়েশন বা রে (এবাদত) যাই বলেন না কেন, কাবা থেকে বের হয়ে বায়তুল মামুরে যায় এবং বায়তুল মামুর থেকে রহমত বরকত (এনার্জি) কাবা শরীফে আসে।

এই এনার্জিটিকেই (ম্যাগনেটিক ফোর্স) সম্ভবত কম্পাস এবং জিপিএস এর মাধ্যমে ক্যাপচার করা হয়। আর সেটাকেই আমরা গুগলে কিংবা কম্পাসের দ্বারা দেখতে পাই। বাকিটা আল্লাহ্ আলম।

বাইতুল মামুর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে

<https://www.hadithbd.com/quran/subjectwise/detail/?sub=45>

সাহাবীদের ভুল ত্রুটি ঢেকে রাখুন:

সাহাবীরা (রা:) হচ্ছেন ইসলামের মাপকাঠি। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত উনাদের ভুল ত্রুটি গুলোকে ঢেকে রাখা। জনসম্মুখে কখনোই নিয়ে না আসা।

কিন্তু কিছু র‍্যাভ সেলিব্রেটি তাদের বিষাক্ত কলমের দ্বারা সাহাবীদের দোষ ত্রুটিকে সুকৌশলে তুলে ধরছে। আবার যখন জনগণ বিরোধিতা করে, তখন ক্ষমা চাওয়ার নাটক করে। কিছুদিন পরে, জনগণ শান্ত হলে আবার সে তার বিষাক্ত কলম চালানো শুরু করে। এটা একটা নতুন অপকৌশল।

সময়ের ধোঁকা (টাইম ডিসেপশন):

সারা জীবন তো দাড্জালী বাহিনী যা বলেছে তাই গিলেছেন। কোনদিন দাড্জালি সিস্টেমের উপরে প্রশ্ন তুলেন নাই। আজকে একটু প্রশ্ন তুলুন।

আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী দিন শেষ হবে সূর্যাস্তের দ্বারা। তাহলে কেন আমরা বারোটা থেকে বারোটা দিন ধরি? আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী চন্দ্র বছর অনুসরণ করা উচিত। তাহলে কেন আমরা সৌর বছর অনুসরণ করি? ইসলাম অনুযায়ী ইসলামি মাস চর্চা করা উচিত। তাহলে কেন আমরা কুফরি মাস অর্থাৎ দেবতার নামের মাস অনুসরণ করি?

আমরা জানি, ঘড়ি অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় একদিন হয়। অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় সূর্য পুরা পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে একদিন হয়। তাহলে এই চার মিনিটে সূর্য কোথায় যায়? প্রতি চার বছর পর পর লিপ ইয়ারের দ্বারা কোন গ্যাপ পূরণ করা হয়? প্রথমে নিজেরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজুন। দাজ্জাল আপনাকে কিভাবে সময়ের ব্যাপারে ধোঁকা দিচ্ছে সেটা বোঝার চেষ্টা করুন। যদি না পান, আমার আগের বইগুলো পড়ুন এবং ভিডিও গুলো দেখুন।

শয়তানের চলাচল (মানব শরীর বনাম ইন্টারনেট ক্যাবল):

প্রথমে আমরা ফেরেশতাদের এক্টিভিটিস গুলি দেখব এরপর দেখবো শয়তানের গুলি। আরো দেখবো, শয়তান ইন্টারনেট ক্যাবল এর ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারে কিনা?

ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

""মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ অবশ্যই কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন

করে। কোনো জাতি সম্পর্কে আল্লাহ যদি অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন, তাহলে তা রদ হওয়ার নয়। তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই।”

[সুরা: রাদ, আয়াত: ১১]

তাফসির: আলোচ্য আয়াতের মূল কথা হলো, মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। এই ফেরেশতার মাধ্যমে মানুষকে নানা বিপদ-আপদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু কোনো জাতি যখন আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে অন্যায় ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিরক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন।

আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানেন ও দেখেন। তাঁর ইচ্ছায় সব কিছু সংঘটিত হয়। তিনি মহাক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী। কিন্তু দুনিয়া হলো ‘দারুল আসবাব’ বা কারণ-উপকরণ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্র। কারণ-উপকরণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুনিয়ার জীবন। কোনো মাধ্যম ও অবলম্বনের সূত্র ধরেই আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সব কার্যাবলি সম্পাদন করেন। পরিভাষায় একে বলা হয় ‘আদাতুল্লাহ’ বা আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। তবে তিনি কখনো কখনো আসবাব ও উপকরণ ছাড়াও অনেক কিছু প্রকাশ করেন, যাতে মানুষ আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন—সাধারণ নিয়ম অনুসারে মা-বাবার মাধ্যমেই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ

তাআলা হজরত আদমকে (আ.) মা-বাবা ছাড়া, হজরত হাওয়া (আ.) কে মা ছাড়া, হজরত ঈসা (আ.) কে বাবা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন।

নিয়ম ও মাধ্যমবাহিত আল্লাহর এসব কার্যাবলিকে ‘কুদরতুল্লাহ’ বা আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ বলা হয়। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার আলোকে বলা যায়, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর প্রবল ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এটা ইহকালে তাঁর আদাত বা চিরাচরিত নীতির অংশ। ফেরেশতা সৃষ্টির অন্যতম হেকমত ও রহস্য হলো, পার্থিব কাজে আল্লাহর সরাসরি হস্তক্ষেপের পরিবর্তে কোনো উপকরণের মাধ্যমে তা সংঘটিত করা।

ইহকালে আল্লাহর এ নীতির আলোকে তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ইবাদত-বন্দেগি সংরক্ষণ করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমাদের ওপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফেরেশতাগণ, সম্মানিত লেখকগণ, যাঁরা তোমাদের সব কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত আছেন।’ (সুরা: ইনফিতার, আয়াত : ১০-১২)

প্রত্যেক মানুষের জন্য এমন কিছু ফেরেশতা নির্ধারিত রয়েছে, যাঁরা দিনের বেলা তাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। সন্ধ্যায় তাঁরা চলে গেলে আরেক দল ফেরেশতা নির্ধারিত রয়েছে, যাঁরা রাতের বেলা

বালামসিবত থেকে হেফাজত করেন। আমলনামা লিখে রাখার জন্য মানুষের ডান ও বাম দিকে পৃথক ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। ডান পাশের ফেরেশতা বান্দার নেক আমল এবং বাম দিকের ফেরেশতা মন্দ আমল লিখে রাখেন। নিরাপত্তা প্রহরী দুজন ফেরেশতার মধ্যে একজন বান্দার পেছনের দিকে অবস্থান করে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, আরেকজন তার সামনে অবস্থান করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

অর্থাৎ দিনে চারজন এবং রাতে চারজনসহ মোট আটজন ফেরেশতা প্রত্যেক মানুষের জন্য নিয়োজিত থাকেন। সহিহ হাদিস শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘তোমাদের মাঝে রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতাদের পরস্পর আগমন ঘটে ফজর ও আসরের নামাজের সময়। রাতে দায়িত্ব পালনকারী ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে গিয়ে হাজির হলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এসেছ? অথচ আল্লাহ বিষয়টি জানেন। ফেরেশতারা জবাব দেন, আমরা যখন তাদের কাছে গিয়ে হাজির হই, তখন তারা নামাজ আদায় করছিল। ফিরে আসার সময়ও তারা নামাজেই মশগুল ছিল।’ (তাফসিরে ইবনে কাসির)

মানব জীবনে ফেরেশতাদের ভূমিকা মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন। এবার আসুন শয়তানের ভূমিকা দেখে নেই।

শয়তান অভিশপ্ত হওয়ার পর বনি আদমকে বিভ্রান্ত করার চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং মহান আল্লাহর কাছে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিল, মহান আল্লাহ তার সেই আবদার পূরণ করলেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘সে (শয়তান) বলল, সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

আল্লাহ বললেন, তোকে অবকাশ দেওয়া হলো। সে বলল, আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। তারপর অবশ্যই তাদের কাছে উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাঁ দিক থেকে। আর আপনি তাদের বেশির ভাগকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বের হও লাঞ্চিত বিতাড়িত অবস্থায়। অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে যে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তোমাদের সবাইকে দিয়েই জাহান্নাম ভরে দেব।’ (সূরা: আরাফ, আয়াত : ১৪-১৮)

মহান আল্লাহ শয়তানকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে সে মানুষের শিরা-উপশিরা পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করতে পারে। (আবু দাউদ, হাদিস: ৪৭১৯)

কথাটি গতানুগতিকভাবে চিন্তা করলেও হৃদয়ে নাড়া দেয় যে মানুষের শিরা-উপশিরায়ও শয়তানের প্রভাব রয়েছে। আর যদি মানুষের শিরা-উপশিরা সম্পর্কে জানা যায়, তাহলে তা মানুষের বিস্ময় আরো বাড়িয়ে দেবে।

" একটি প্রবন্ধে এসেছে, মানব শিশুর শরীরে থাকা রক্তনালি, শিরা-উপশিরা ইত্যাদিকে এক পাটাতনে এনে একটানা বিছিয়ে দিলে তার দৈর্ঘ্য হবে অন্তত ৬০ হাজার মাইল বা ৯৬ হাজার কিলোমিটার। আর বড় বেলায়, মানে প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরে এই রক্ত সংবহনতন্ত্রের দৈর্ঘ্য এক লাখ মাইল বা এক লাখ ৬০ হাজার কিলোমিটারের বেশি হয়"।

***উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম প্রত্যেকটা মানুষের চারপাশে ফেরেশতা এবং শয়তানের উপস্থিতি থাকে। মানুষ ভালো আমল করলে, ফেরেশতারা তাকে হেফাজত করে। আর খারাপ আমল করলে, ফেরেশতারা দূরে সরে যায় এবং সেই ব্যক্তি শয়তানের বেড়াজালে আটকে যায়।

শয়তান এবং ফেরেশতা উভয় দল মানুষের চারপাশে যেমন থাকে, শরীরেও থাকে। দুইজন ফেরেশতা মানুষের দুই কাঁধে অবস্থান নেয় এবং কিছু শয়তান মানুষের

রক্তনালিতে চলাচল করে। শয়তান সব সময়ই মানুষকে ক্ষতি করার চেষ্টা করে আর ফেরেশতারা হেফাজত করার চেষ্টা করে।

এবার ইন্টারনেট ক্যাবলের প্রসঙ্গে আসি। উপরে একটা জিনিস নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, শয়তান একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে এক লাখ মাইল রক্তনালী দিয়ে চলাচল করে। এখান থেকে আমরা আরেকটি তথ্য নিতে পারি। শয়তান যেহেতু ১ লাখ মাইল রক্তনালীতে চলাচল করতে পারে মুহূর্তের মধ্যে। সুতরাং সে একই পরিমাণ ক্যাবলের ভেতর দিয়েও চলাচল করতে পারে। ইন্টারনেট ক্যাবলের কথা বলছিলাম। মানব শরীরে রক্তনালী যেভাবে পেঁচিয়ে আছে, একইভাবে সারা পৃথিবীতেও ইন্টারনেট কেবল দ্বারা পেঁচিয়ে দেয়া হয়েছে।

শয়তান জড় পদার্থের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। এটাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সেসব আলোচনা আগেই হয়েছে। এসব ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে রুহ মাহমুদের সবগুলো বই পড়ুন।

আরেকটি বিষয় দ্বারা ভালোভাবে বুঝবেন পুরা সৃষ্টি কুল কে নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহতালা ফেরেশতাদেরকে নিয়োজিত করে রেখেছেন। একইভাবে শয়তানও তার বাহিনীকে শয়তান পূজারীদেরকে সহযোগিতা করার জন্য

এসব জাদুকরি বস্তুর নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখার জন্য নিয়োজিত করে রেখেছে।

তাই বলে আমি বলছি না এসব ব্যবহার করা ছেড়ে দিতে হবে। বরং খুব সাবধান থাকতে হবে। দোয়া এবং আমলকে বাড়িয়ে দিতে হবে। যাতে করে এসবের দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হই। সোলায়মান (আ:) জিনদের দ্বারা কাজ নিচ্ছেন। সুতরাং এসব ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই। তবে খারাপ জিনিস কে বর্জন করতে হবে এবং যতটা সম্ভব দূরে থাকাই ভালো।

সিস্টেমকে পরিবর্তনের জন্য সিস্টেমে প্রবেশ (আনসিস্টেমেটিক সিস্টেম):

ফ্রিম্যাসনিক সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করে আমরা ফ্রিম্যাসনদের দাস হয়ে গেছি। তারা আমাদের মগজকে একটি নির্দিষ্ট গতির ভিতর বেঁধে দিয়েছে। তাই আমরা এর বাহিরে চিন্তাই করতে পারিনা। আমরা অনেকেই সিস্টেমকে পরিবর্তন করার জন্য সিস্টেমের ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করি। মনে করি ভিতরে ঢুকে ধীরে ধীরে সিস্টেমকে পরিবর্তন করব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রবেশকারী ব্যক্তি নিজেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। সিস্টেমের বেড়াজালে আটকে যায়। সে নিজেও তখন ওই সিস্টেমের দাসে পরিণত হয়।

এটা সাহাবীদের (রাঃ) সুন্নাহর পরিপন্থী। সাহাবীরা কখনোই সিস্টেমের ভিতরে ঢুকে সিস্টেম পরিবর্তন করতেন না। তারা সরাসরি সিস্টেমের উপর আঘাত (জি-হাদ) করে সিস্টেমকে চুরমার করে দিতেন। তারা কখনো চিন্তা করতেন না কাফেরদের জীবন বিধানকে পরিবর্তন করার জন্য কাফেরদের মত উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে, কাফেরদের সিস্টেমের ভিতরে ঢুকে পরিবর্তন করতে হবে। বরং তারা যে অবস্থাতেই থাকতেন, সেই অবস্থাতেই সেই শিক্ষা নিয়েই কাফেরদের সিস্টেমের উপর আঘাত করতেন। ফলে আল্লাহতালা তাদেরকে বিজয় দিতেন। এবং তারা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করতেন।

আমাদেরকেও ওই একই পথে এগোতে হবে। ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে কোনদিন বিজয় আসবে না। যারা মনে করে কাফেরদের মত উচ্চশিক্ষিত হতে হবে, অপবিজ্ঞানী হতে হবে, প্রযুক্তিতে অগ্রসর হতে হবে, তারপরে কাফেরদের সাথে লড়াই করতে হবে। তারা কোনদিনই লড়াই করতে পারবেনা, বিজয়ও পাবেনা। আসবাব এর সাথে আল্লাহ তাআলার কোন ওয়াদা নাই। আল্লাহর সমস্ত ওয়াদা ঈমান ও আমলের সাথে। ঈমান আমল ঠিক থাকলে আল্লাহ তায়ালা গায়েবি সাহায্য করেন। হে মুসলমানগন এখনো সময় আছে সঠিক পথ অবলম্বন করুন। ভ্রান্ত ধোঁকাবাজি পথ থেকে সরে আসন। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন।

সমকামিতার ফিতনা থেকে মুক্তির সহজ উপায়:

কোন ছেলের যদি কোন মেয়ের প্রতি আকর্ষণ না থাকে, তাহলে তার ভিতরে পুরুষত্বের অভাব আছে।

একইভাবে কোন মেয়ের যদি কোন ছেলের প্রতি আকর্ষণ না থাকে, তাহলে তার নারীত্বের অভাব আছে। এই আকর্ষণ আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু এই আকর্ষণ কে হারাম পথে ব্যবহার করা যাবে না। হালাল উপায়ে উপভোগ করতে হবে।

দাজ্জালি বাহিনী দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন উপায়ে পুরুষদের পুরুষত্ব নষ্ট করেছে এবং নারীদের নারীত্ব নষ্ট করেছে।

ফলে অনেক পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে। আবার অনেক নারী পুরুষের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য ছেলেমেয়েদের দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নয়তো সমকামিতার ফিতনার জোয়ারে অসংখ্য ছেলে মেয়ে এক ভয়াবহ অভিশাপে পতিত হবে। আল্লাহ মাফ করেন।

ছেলে-মেয়েদের দ্রুত বিয়ের ক্ষেত্রে বাবা মা কেমন ভূমিকা রাখতে পারে সেটা নিয়ে "শেষ যুগের দম্পতি" বইটা লিখেছি।

ইনশাআল্লাহ এটার দ্বিতীয় খন্ড বের করব এবং সেখানে লিখব early marriage অর্থাৎ স্টুডেন্ট লাইফেই বাবা মা ছেলেমেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে তাদের চরিত্র এবং ঈমান রক্ষার্থে কিভাবে আরো একধাপ এগিয়ে আসতে পারে?

ইয়াজুজ মাজুজের দেয়ালে ফুটা বনাম ইবনে সাবা:

আল্লাহর রাসূলের (স:) জমানাতেই ইয়াজুজ মাজুজের দেয়ালে ফুটো সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহর রাসূলের (স:) সেই ঘোষণার কিছুকাল পরেই আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার (শিয়া জাতির প্রতিষ্ঠাতা) আত্মপ্রকাশ ঘটে।

সেই প্রথম ব্যক্তি, যে কিনা ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। খেলাফতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। উম্মতের ভিতরে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ফেতনা সৃষ্টি করেছে। এই আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক নিকৃষ্ট প্রাণী।

এখন তাহলে দেখুন রাসূলের (স:) দেয়াল ফুটো হওয়ার ঘোষণা দেয়ার কিছুকাল পরেই এই ভয়ংকর প্রাণীটার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাহলে কি সে ইয়াজুজ মাজুজদের কেউ?

আরেকটা বিষয় খেয়াল করুন। আল্লাহর রাসূলের (স:) জমানায় ইয়াজুজ মাজুজের দেয়ালে ফুটো হয়েছে। সেই ফুটো দেড় হাজার বছর পরেও কি অতটুকুই ফুটো আছে? নাকি দেয়ালটা ভেঙ্গে গেছে?

ঈসার (আ:) ৪০ বছর এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনা:

ঈসা (আ:) পৃথিবীতে অবতরণ করার পরেই প্রথম কাজ হবে দাজ্জালকে হত্যা করা। দাজ্জালের মৃত্যুর পর

ইয়াজুজ মাজুজের আগমন ঘটবে এবং সারা পৃথিবীতে ফিতনা ফেসাদ ছড়িয়ে দিবে। তাদের মোকাবেলা কেউ করতে পারবে না। তাই সমস্ত মুসলমান তুর পাহাড়ে অবস্থান নেবে।

ঈসা (আ:) পৃথিবীতে অবতরণ করার পর থেকে ৪০ বছর অবস্থান করবেন। সম্ভবত প্রথম ১০ থেকে ২০ বছরের ভেতর দাজ্জালকে হত্যা এবং ইয়াজুজ মাজুজের ধ্বংসের কার্যক্রম শেষ হবে। বাকি ২০ বছর উনি স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন। আল্লাহু আলাম।

(((এখন জরুরী প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ করে বের হয়ে এসে এই ১০ থেকে ২০ বছরের ভিতরে ইয়াজুজ মাজুজ সারা বিশ্বে কিভাবে ফিতনা ফেসাদ ছড়িয়ে দিবে?)))

ঈসার (আ:) আগমন, দাজ্জালের হত্যা, ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশ এবং ঈসার (আ:) পৃথিবীতে অবস্থানকাল সম্পর্কে নিচে লিংক সহ বিস্তারিত দেয়া আছে।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন,

মুসলমানদের ইমাম যখন তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ার জন্য সামনে চলে যাবেন তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতরণ করবেন। ইমাম যখন ঈসা (আঃ)এর আগমণ অনুভব করবেন তখন তিনি পিছিয়ে আসতে

চেপ্টা করবেন যাতে ঈসা (আঃ) সামনে গিয়ে মানুষের ইমামতি করেন। ঈসা (আঃ) ইমামের কাঁধে হাত রেখে বলবেনঃ তুমিই সামনে যাও এবং তাদের নামায পড়াও। কারণ তোমার জন্যই এ নামাযের ইকামত দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি ইমামতি করবেন।[৪] নামায শেষে তিনি দরজা খুলতে বলবেন। তারা দরজা খুলে দিবে।[৫] পিছনে তিনি দাজ্জালকে দেখতে পাবেন। তার সাথে থাকবে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ৭০ হাজার ইহুদী। দাজ্জাল ঈসা (আঃ) কে দেখেই পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে থাকবে এবং পালাতে চেপ্টা করবে।

ঈসা (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ তোমাকে আমি একটি আঘাত করবো যা থেকে তুমি কখনো রেহাই পাবেনা। ঈসা (আঃ) লুদ শহরের পূর্ব গেইটে তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ঈসা (আঃ)এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে পরাজিত করবেন। আল্লাহর কোন সৃষ্টির অন্তরালে ইহুদীরা পালাতে চাইলে আল্লাহ সেই সৃষ্টিকে কথা বলার শক্তি দিবেন। পাথর, গাছ, দেয়াল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর আড়ালে পলায়ন করলে সকলেই বলবেঃ হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা করো।

তবে গারকাদ নামক গাছের পিছনে লুকালে গারকাদ গাছ কোন কথা বলবেনা। এটি ইহুদীদের গাছ বলে পরিচিত।[10]

এরপরে

২) ইয়াজুয-মাজুযকে ধ্বংস করবেনঃ

ইয়াজুয-মাজুযের আগমণ কিয়ামতের একটি অন্যতম বড় আলামত। এ ব্যাপারে একটু পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখানে যা বলা প্রয়োজন তা হলো দাজ্জালের ফিতনা খতম করার পর ইয়াজুয-মাজুযের দলেরা পৃথিবীতে নতুন করে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এই বাহিনীর মোকাবেলা করা মুসলমানদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে এই বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দু'আ কবুল করবেন এবং ইয়াজুয-মাজুযের বাহিনীকে সমূলে খতম করে দিবেন।

৩) সমস্ত মতবাদ ধ্বংস করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবেনঃ

ঈসা (আঃ) আগমণ করে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবেন। আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবীর সুনাত দিয়ে বিচার-ফয়সালা করবেন। সেই সময়ে ইসলাম ছাড়া বাকী সমস্ত মতবাদ মিটিয়ে দিবেন। এ জন্যই তিনি খৃষ্টান

ধর্মের প্রতিক হিসেবে ব্যবহৃত ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, ইহুদী-খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিয্যা গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করবেন। ইসলাম অথবা হত্যা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। মোটকথা এই শরীয়তকে নতুনভাবে সংস্কার করার জন্য এবং সর্বশেষ নবীর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আগমণ করবেন।[11]

ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে কত দিন থাকবেন:

ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে কত দিন থাকবেন এ ব্যাপারে দুই ধরনের মত পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি সাত বছর অবস্থান করবেন। আবার কোন বর্ণনায় আছে চল্লিশ বছরের কথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

(الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي يَتَوَفَّى ثُمَّ سَنَةً أَرْبَعِينَ الْأَرْضِ فِي فَيَمُكْتُ)

“অতঃপর তিনি চল্লিশ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করে মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানেরা তাঁর জানাযা নামায পড়ে দাফন করবে।[13] মুসলিম শরীফে আছে,

(عِدَاوَةٌ اثْنَيْنِ بَيْنَ لَيْسَ سِنِينَ سَبْعَ النَّاسِ يَمُكْتُ ثُمَّ)

“অতঃপর মানুষেরা পৃথিবীতে সাত বছর শান্তিতে বসাবাস করবে। পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থাকবেনা”।[14]

উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে আলেমগণ বলেনঃ যে বর্ণনায় সাত বছরের কথা বলা হয়েছে সেখানে অবতরণ করার পর সাত বছরের কথা বলা হয়েছে। আর যেখানে চল্লিশ বছরের কথা বলা হয়েছে সেখানে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার সময় তাঁর বয়সকে পুনরায় হিসাব করে দেখানো হয়েছে।

ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু বরণ এবং দাফনঃ

তিনি কোথায় মৃত্যু বরণ করবেন- এব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়না। তদুপরি কোন কোন আলেম বলেনঃ তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করবেন এবং মদীনাতেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তাঁকে দাফন করা হবে। ইমাম করতুবী বলেনঃ তাঁর কবর কোথায় হবে- এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন বায়তুল মাকদিসে আবার কেউ বলেছেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মদীনায় তাঁর কবর হবে।[15] (আল্লাহই ভাল জানেন)

দলীল সহ বিস্তারিত জানতে

<https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3112>

আদম যুগ বলে কটাক্ষ করছেন?

বর্তমানে পৃথিবীকে যতটুকু উন্নত দেখতে পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে যত উন্নত বা আধুনিক হবে তার চাইতেও হাজারগুন বেশি অত্যাধুনিক জগৎ হচ্ছে জান্নাত।

আর এই অত্যাধুনিক জান্নাত থেকেই আদম (আ:) পৃথিবীতে এসেছেন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যা যা জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই সব জ্ঞান তিনি জান্নাত থেকেই নিয়ে এসেছেন। সুতরাং আদম (আ:) এর যুগকে বর্বর কিংবা মূর্খ যুগ বলা যেমন অযৌক্তিক, তেমনিভাবে নবীর শানে বেয়াদবি। যা কিনা কোন মুসলমানের দ্বারা সম্ভব নয়।

আদি যুগ লিখে সার্চ দিলে যে ধরনের ছবি আসে, এগুলো মূলত ইউরোপীয় বর্বর গুহাবাসীদের ছবি। আদম (আ:) এর ধর্মের উপরে যারা ছিল তারা সব সময় শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ছিল।

জংলি, গুহা বাসী, বর্বর, মূর্খ এগুলো ছিল ইউরোপীয়দের পূর্বপুরুষ। আর তাইতো বিবর্তনবাদী (বানরবাদী) ডারয়ুইন নিজেদেরকে বানরের উত্তরসূরি মনে করে। ওরা ঠিকই বলে। ওদের পূর্ব পুরুষ বানরের মতই বর্বর ছিলো।

আর আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের পূর্বপুরুষ সব সময়ই সভ্য এবং আধুনিক ছিল।

দ্বিতীয় বিয়ে মেনে না নেয়ার পরিণতি:

বাংলাদেশের মেয়েরা তার স্বামীকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহন করতে দিতে চায় না। এতে করে ওই মেয়েটি নিজেই নিজের একটি পথকে বন্ধ করে দিল।

হে বোন, আপনি যেহেতু অন্য একটি অসহায়, বিধবা অথবা ডিভোর্সি মেয়েকে আপনার স্বামীর দ্বিতীয় বউ হতে দেননি। সেহেতু আপনিও যদি কখনো অসহায়, ডিভোর্সি কিংবা বিধবা হন, তখন অন্য কারো দ্বিতীয় বউ হওয়ার প্রয়োজন পড়লে ওই লোকের প্রথম স্ত্রীও আপনাকে মেনে নেবে না।

তাই সবারই এক্ষেত্রে উদার হওয়া উচিত। তাহলে প্রত্যেক মেয়ের সুন্দর একটি সমাধানের পথ খোলা থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এছাড়াও আপনি যদি আপনার স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে করার সুযোগ দেন, তাহলে আপনার উপর কাজের চাপ কমবে ইনশাআল্লাহ। দুইজনে মিলে সংসারের কাজ ভাগাভাগি করে নিতে পারবেন।

আর শেষ জামানায় যেহেতু মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নেয়ার মানসিকতা গড়ে তোলা উচিত।

অধ্যায়-২ (সৃষ্টি তত্ত্ব)

সূর্য, পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়র দলিল দেনঃ

আমরা যখন বলি সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক ছোট, তখন একদল ভাই এটার দলিল প্রমাণ চায়।

দলীল তো আছেই। তারা হয়তো কুরআনের অনুবাদ পড়েছে কিন্তু ভালো করে খেয়াল করেনি, অথবা পড়েইনি। মনোযোগ এবং বিচক্ষণতার সাথে পড়লে ঠিকই বুঝতে পারত যে কোরআনের স্পষ্ট করেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সূর্য পৃথিবী থেকে ছোট।

অপরদিকে, এই ভাইদের কাছেই যদি দলিল চাই যে সূর্য পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়, এটার দলিল প্রমাণ দেন। এনারা কখনোই তা দিতে পারবে না।

নাসার কাফেরদের দেয়া এই মিথ্যা তথ্যকে তারা কখনোই যাচাই করে দেখেনি।

কিন্তু কোন মুমিন যদি কোন কিছু গবেষণা করে উপস্থাপন করে, তাহলে তারা তা খন্ডানোর (বিরোধিতা) জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়।

হাশরের ময়দান বনাম সমতলে বিছানো দুনিয়াঃ

হাশরের ময়দান আমাদের এই দুনিয়াতেই কায়েম হবে।

আদম (আঃ) থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ মানুষ পর্যন্ত, সমস্ত মানুষ এই দুনিয়ার বুকে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। সাথে থাকবে অগনিত জিন জাতি।

এবং ফেরেশতারাও নেমে আসবেন।

সুতরাং, অপবিজ্ঞান প্রেমি মাথামোটাদের বুঝা উচিত এই দুনিয়া ছোট্ট খেলনা কোন বল নয়। এটা সুবিশাল এবং সুবিস্তৃত সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী।

এখন এই দুনিয়ায় উঁচু, নিচু, পাহাড়, পর্বত, নালা, নদ ইত্যাদি আছে। কিন্তু কেয়ামতের পর আল্লাহ তাআলা সব কিছুকে সরিয়ে দিয়ে, এটাকে একেবারে টেবিলের মত সমান করে দিবেন। যেন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখা যায়।

অপবিজ্ঞান প্রেমীরা জলাতঙ্ক রোগীর মতঃ

অনেকে মনে করে বর্তমানে সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করা মানে উন্মত্তের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। বোকার দলেরা বোঝেনা যে অন্যরা অপবিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে বলাকার ও ঘূর্ণয়ন পৃথিবীর আলোচনার দ্বারাই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরাই বরং সেই বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করছি আলহামদুলিল্লাহ।

জলাতঙ্ক রোগীর সামনে পানি আনলে সে যেমন ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, বর্তমানে অপবিজ্ঞান প্রেমীদের সামনে অপবিজ্ঞান বিরোধী আলোচনা করলে তারাও সেভাবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাই বলে কি আর চিকিৎসা বন্ধ রাখা যাবে?

আবার অনেকে বলে এই সময় কি এগুলো আলোচনা করা জরুরী?

অবশ্যই জরুরী।

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে দাজ্জাল যে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে রেখেছে, সেটাকে ভাঙ্গার জন্য সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী। অপবিজ্ঞানের মুখোশ উন্মোচন করা বর্তমান সময়ের দাবি।

কিছু মানসিক পক্ষু ভাইয়ের কাছে এসব নিয়ে আলোচনা করা অপয়োজনীয় মনে হয়। তারা দাজ্জালি কুফরি সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায়। কিন্তু আমরা তো সত্যের সন্ধানী। আমরা সত্যকে খুঁজে বের করবোই ইনশাআল্লাহ।

অপবিজ্ঞান প্রেমীদের বিরোধিতায় আমাদের কিছু আসে যায় না। ওদের দেয়া কু-যুক্তি গুলো তো আমরা আগেই পড়ে এসেছি। সুতরাং এসব গোজামিল দেয়া কুযুক্তি দেখে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। আমরা আলোচনা করতেই থাকব ইনশাআল্লাহ। এর মধ্য থেকে অনেক ভাই সত্যকে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

অতীতের মানুষ বনাম বর্তমানের মানুষ:

অতীতের মানুষদের নাকি পৃথিবীর আকার আকৃতি এবং চাঁদ, সূর্য, তারকা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান ছিল না। তাই তারা পৃথিবীকে সমতলে বিছানো এবং স্থির মনে করতেন।

কিন্তু বর্তমানের প্রচলিত জ্ঞানী (?) মানুষেরা গবেষণা করে বের করেছে পৃথিবী বলের মতো গোল এবং খুব স্পিডে ঘুরছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে অতীতের মানুষদের মধ্যে নবী-রাসূল এবং সাহাবাগণ ছিলেন কিনা? যদি থেকে থাকেন তাহলে তারা বেশি বুঝেছিলেন নাকি আমরা বেশি বুঝছি?

যারা বলে অতীতের মানুষদের এই ধরনের ধারণা ভুল ছিল, তারা তো নবী-রাসূলদেরকেও ভুল বলে ফেলছেন, নাউজুবিল্লাহ।

আধুনিক (?) মডারেট মুসলিমদের খুব সাবধান হওয়া উচিত। বুঝে শুনে কথা বলা উচিত। অতীতের মানুষ অর্থাৎ নবী-রাসূল, সাহাবাগণ যেহেতু পৃথিবীকে সমতলে বিছানো স্থির মনে করতেন সুতরাং সেটাই নিঃসন্দেহে সঠিক। এবং সেটাই সমস্ত মুসলিমদের দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া চাই। জাহেল অপবিজ্ঞানীদের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা চাই। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

বলাকার পৃথিবীর প্রমাণ পেয়ে গেছি:

পৃথিবী সমতল সমতল বলে অনেক চিল্লাইছেন। এবার দেখেন চাঁদ আর শুকতারা একসাথে মিলে প্রমাণ করে দিচ্ছে পৃথিবী বলাকার। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে শুকতারা আর চাঁদকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে দেখা গেছে। পৃথিবী বলাকার না হলে এটা কখনোই সম্ভব হতো না।

সুতরাং পৃথিবী বলাকার।

আরে ভাই দাঁড়ান দাঁড়ান। কোন কিছুকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে দেখার জন্য ভূমিকে বলাকার হতে হবে? পার্সপেক্টিভ সম্পর্কে হয়তো আপনার কোন ধারণা নেই। সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীতে এক এক দেশের অবস্থান একেক রকম। কোন দেশ উঁচু ভূমিতে আর কোন দেশ নিচু ভূমিতে আছে। চাঁদ এবং শুকতারাকে দেখা গেছে পশ্চিম আকাশে। বাংলাদেশ থেকে শুকতারাকে চাঁদের নিচে দেখা গেছে। আর সিঙ্গাপুর থেকে নাকি চাঁদের উপরে কোনায় দেখা গেছে।

সিঙ্গাপুরের অবস্থানটা ম্যাপএ একটু দেখে নেন। এটা বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ পূর্ব কোণে মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং বাংলাদেশ থেকে চাঁদ এবং শুকতারাকে যে এঙ্গেলে দেখা যাবে, সিঙ্গাপুর থেকে ভিন্ন এঙ্গেলে দেখা যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এর জন্য দুনিয়াকে বলাকার হতে হবে কেন?

ভাই নিজের ব্রেনটাকে একটু ভালোভাবে খাটান। অপবিজ্ঞানের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসেন।

এবার আসেন কেয়ামতের বড় আলামত প্রসঙ্গে, যেহেতু অনেকেই এটাকে কেয়ামতের আলামত হিসেবে প্রচার করছেন। কেয়ামতের অসংখ্য আলামত আগেও প্রকাশিত হয়েছে। এখনো হচ্ছে, সামনেও হবে।

তাই বলে আগামী কালকেই কিয়ামত হয়ে যাবে বিষয়টা এমন না। আবার উদাসীনও থাকা যাবে না। আমরা আমাদের মতো স্বাভাবিকভাবে ঈমান আমলের সাথে জীবন যাপন করতে থাকবো ইনশাআল্লাহ। কিছু শুনলেই যাচাই বাছাই ছাড়া, ভয় পেয়ে পেরেশান হয়ে দিশেহারা হয়ে যাবো না ইনশাআল্লাহ।

প্যারাড়ক্লিক্যাল অপবিজ্ঞানপ্রেমি:

অপবিজ্ঞান প্রেমীরা নিজেরা সারাদিন বলাকার পৃথিবী নিয়ে পোস্ট দিবে। নাসার পক্ষে সাফাই গাইবে। অপবিজ্ঞানীদের অপথিউরি নিয়ে গর্ববোধ করবে। ইত্যাদি সব রকম অপকর্ম করবে।

এদিকে আমরা যখন দলিল প্রমাণসহ সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী নিয়ে পোস্ট দিব, নাসার কুকর্ম তুলে ধরব, অপবিজ্ঞানী রুপি জাদুকরদের মুখোশ খুলে দিব, তখন তারা এসে বলবে, বর্তমান সময়ে এসব নিয়ে আলোচনা করা কি জরুরী?

বলাকার পানি:

বলের উপর আপনি পানিকে কিভাবে আটকে রাখবেন? ধরে নিলাম বলের ভিতরে আপনি গ্রাভিটি নামক আশ্চর্য এক বস্তু ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সেই আশ্চর্য জিনিস পানি

ছাড়া অন্য আর কিছুকে আটকে রাখতে পারে না। এই জাদুকরী জিনিস দিয়ে আপনি বলের পৃষ্ঠ ভাগে পানি আটকে রেখেছেন, ভালো কথা। ওই পানি কি বলের নিচের দিকে গিয়ে সমানভাবে থাকবে, নাকি কিছুটা ফুলে থাকবে?

ভালো করে বুঝুন।

জমে থাকা বা আটকে থাকা পানিটা বলের সাথে নিচে বা পাশের দিকে সমতলে থাকবে না বরং বুলে ফুলে থাকবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা কি কখনো পুকুর সমুদ্র বা নদীর পানি এভাবে ফুলে, বুলে থাকতে দেখছেন?

বা আপনার ঘরের বালতিতে থাকা পানিকে কি সমতলে দেখছেন, নাকি একটু উপরের দিকে ফুলে থাকতে দেখছেন?

বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। আর বিস্তারিত জানতে আমার সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী বইগুলো পড়তে পারেন। এবং ভিডিও গুলো দেখতে পারেন।

ডি-পপুলেশন এজেন্ডা বনাম বলাকার পৃথিবী:

পৃথিবীতে জায়গার অভাব নেই। সমতলের বিছানো স্থির পৃথিবী বিশাল এবং বিস্তীর্ণ। বর্তমান দুনিয়ায় যত মানুষ আছে সেরকম আরো কয়েকগুণ মানুষ এই পৃথিবীতে অনায়াসে থাকতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু শয়তানের দল, বলাকার পৃথিবীর থিওরি খাইয়ে পৃথিবীকে ছোট বল হিসেবে উপস্থাপন করেছে এবং জায়গা ও খাদ্যের সংকট দেখিয়ে, ডি-পপুলেশন (মানুষ কমানো) এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে।

কাফেরদের গবেষণায় কোন প্রশ্ন করেনাঃ

প্লেটো, সট্রোটিসের, পীথাগোরাস আর সট্রোটিস সহ বর্তমান জমানা পর্যন্ত যত দার্শনিক (অপবিজ্ঞানি) আছে, তাদের গবেষণা নিয়ে মডারেট মুসলিমরা কখনো কোন প্রশ্ন তুলে না। তাদের ব্যাপারে বলে না, ওরা কি মহাকাশ ভ্রমণ করেছিল? অথচ তারা কিন্তু গুহায় (বর্তমানে গবেষণাগারে) বসে এসব দার্শনিক মার্কা অপ থিওরি প্রসব করেছে।

এদিকে আমরা যখন কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে সমতলে বিছানো স্থির দুনিয়া নিয়ে কথা বলি, তখন তাদের গা জ্বালা শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে, আমরা কি মহাকাশে গিয়ে দেখে এসেছি কিনা?

বলাকার পৃথিবীতে জাহান্নাম কোথায়?

জাহান্নামের অবস্থান সাত জমিনের নিচে, এইটা কোরআন এবং হাদিসের দলিল দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে বলাকার পৃথিবীতে সাত জমিন কোথায়? আর জাহান্নাম

কোথায়? বলাকার পৃথিবীতে যদি ভিতরের দিকে সাত জমিন গণনা করা হয়, তাহলে জাহান্নামের অবস্থান একটা ছোট্ট দেশের মত হয়ে যায়। জাহান্নাম কি এতই ছোট?

সমতল দুনিয়ার কথা কেউ বলে না কেন?

যে ব্যক্তি শেষ জামানা নিয়ে সঠিকভাবে এবং এখলাসের সাথে গবেষণা করবে সে অবশ্যই সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর সন্ধান পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যে পাবে না বুঝতে হবে তার গবেষণায় ঘাটতি আছে। আবার অনেকে হয়তো এ কথা জানার পরেও প্রকাশ করে না। নিজের ভাইরালিটি অর্থাৎ মার্কেট ধরে রাখার জন্য।

যেহেতু সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী অপবিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই অনেকেরই এই বিষয়ে মুখ না খোলাটাই স্বাভাবিক। অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে, একেতো নিজের জনপ্রিয়তা হারিয়ে যেতে পারে, তার উপর অনেকে রোষানলেও পড়তে পারে।

জায়গা স্বল্পতার ভয় দেখায়:

জরিপ আমাদেরকে বলে বাংলাদেশে ১৮ কোটি মানুষ আছে। কিন্তু আদৌ আঠারো কোটি আছে কিনা আমাদের জানার সুযোগ নেই।

যদি বাংলাদেশে ১৮ কোটি মানুষ থেকেও থাকে, তবুও সেটা খুব বেশি নয়। বাংলাদেশে আরও ১৮ কোটি মানুষ অনায়াসে থাকতে পারে ইনশাআল্লাহ। জায়গার স্বল্পতার ভয় দেখানো, একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। ডি-পপুলেশন এজেন্ডার অংশ।

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী অনেক অনেক অনেক বড় এবং সুবিশাল। কথিত বলাকার পৃথিবীর গুজব ছড়িয়ে মানুষকে জায়গা ও রিজিকের স্বল্পতার ভয় দেখানো হয়। বিঃদ্রঃ এই আর্টিকেলটা লিখেছিলাম ২০২২ সালে। ইদানিং (অক্টো ২০২৪) একটা জরিপে বের হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে নাকি ৪০ কোটি মানুষ আছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এদেশে বসবাসের জমিনের অভাব নেই।

অপবৈজ্ঞানিক মানসিক রোগী:

আমরা যখন সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী নিয়ে কথা বলি তখন অপবৈজ্ঞান প্রেমীদের খুব জ্বালাপোড়া করে। অন্য কোন উপায় না দেখে তারা বলতে থাকে, এই সময়ে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা কি খুব জরুরী? এসব আলোচনা করে কি লাভ?

অপরদিকে তাদের পছন্দের সেলিব্রেটি স্কলার যখন, অপবৈজ্ঞানিক মিথ্যা বলাকার পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করে, বা পোস্ট দেয়, তখন তারা কিছুই বলে না।

বরং সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ ইত্যাদি বলে বলে মঞ্চ বা কমেন্ট বক্স কাপাতে থাকে।
আফসোস এই সমস্ত মানসিক রোগীদের জন্য। আল্লাহ তাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

ভোগাস বিগব্যাং বনাম সূরা কাহাফ এর ৫১ নং

আয়াত:

নিচে সূরা কাহাফ এর ৫১ নং আয়াতের কয়েকটি অনুবাদ এবং কিছু তাফসীর দিয়ে দিলাম। বিচক্ষণ এবং জ্ঞানীদের বুঝার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, বিগ ব্যাং একটি মিথ্যা থিওরি।

যারা বুঝবে না তাদের জন্য আরও বাড়তি কিছু কথা একদম নিচে লিখে দিচ্ছি।

আল্লাহ বলেনঃ

আমি তাদেরকে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির সাক্ষী করিনি এবং না তাদের নিজেদের সৃষ্টির। আর আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে সহায়তাকারী হিসেবে গ্রহণ করিনি।

(আল-বায়ান)

আসমান যমীনের সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখিনি, আর তাদের নিজেদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করার জন্যও

না, পথভ্রষ্টকারীদেরকে সাহায্যকারী গ্রহণ করা আমার কাজ নয়। **(তাইসিরুল)**

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়, এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করার নই। **(মুজিবুর রহমান)**

I did not make them witness to the creation of the heavens and the earth or to the creation of themselves, and I would not have taken the misguiders as assistants. **(Sahih International)**

৫১. আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী করিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও নয়, আর আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণকারী নই।(১)

(১) তাদের সৃষ্টি করার সময় আমার কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়নি। যাদেরকে তোমরা আহ্বান করছ তারা সবাই তোমাদের মতই তাঁর বান্দাহ, কোন কিছুই মালিক নয়। আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার সময় তারা সেখানে ছিল না, তাই দেখার প্রশ্নও উঠে না। অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ

“বলুন, তোমরা ডাক তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ইলাহ মনে করতে। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুই মালিক নয় এবং এ দুটিতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তার সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর

কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।” [সূরা সাবা: ২২–২৩]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৫১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে (উপস্থিত) সাক্ষী রাখিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়।[1]

আর আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সহায়করূপে গ্রহণ করব। [2]

[1] অর্থাৎ, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি ও তার পরিচালনার ব্যাপারে, এমন কি এই শয়তানদের সৃষ্টি করার ব্যাপারেও আমি তাদের থেকে বা তাদের মধ্যে হতে কোন একজনের থেকেও কোন সাহায্য গ্রহণ করিনি। এদের তো তখন অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে তোমরা এই শয়তান এবং তার বংশধরের পূজা অথবা আনুগত্য কেন কর? পক্ষান্তরে আমার ইবাদত ও আনুগত্য থেকে তোমরা বিমুখ কেন? অথচ এরা সৃষ্টি, আর আমি এদের সকলের স্রষ্টা।

আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, তিনি সৃষ্টির সময় কাউকে উপস্থিত রাখেননি। তাহলে শয়তান এবং শয়তানের দল কাল্পনিক বিগ ব্যাং এর ঘটনা কিভাবে সাজালো?

আল্লাহ তা'আলা এই পুরো সৃষ্টি জগতকে ৬ দিনে ধাপে ধাপে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সেটা কুরআনে স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কিন্তু অপবিজ্ঞানী নামক

জাদুকরের দলেরা বিগ ব্যাং (বিশাল বিস্ফোরন) এর নামে শয়তানি সৃষ্টি তত্ত্ব মানুষকে গিলাচ্ছে। অন্যান্য মানুষের মতো অপবিজ্ঞান প্রেমি মুসলিমরাও একইভাবে সেসব গিলছে আর বদহজম করে সমাজকে দূষিত করছে।

<https://www.hadithbd.net/quran/link/?id=2191>

শয়তানের দলেরা তো এই বিস্ফোরন থিওরি দিয়ে বুঝাতে চায়, এই মহা বিশ্ব একা একাই সৃষ্টি হয়ে গেছে।

এসব ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর ৪ খণ্ড ভালো করে পড়ুন।

মডারেট মুসলিমরা নাসার অন্ধ ভক্ত:

মহাকাশ এবং অপবিজ্ঞান প্রেমীদের গ্রুপগুলোতে গেলে আপনি দেখতে পারবেন এরা সারাদিন বলাকার থিউরি নিয়ে পোস্ট দেয়। এগুলো দেখে আমাদের মডারেট মুসলিমদের একটুও সমস্যা হয় না। ওখানে গিয়ে তারা বলেন যে, কেন এগুলো নিয়ে আলোচনা করেন?

কিন্তু আমরা কোরআন হাদিসের আলোকে সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করলে, তাদের জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়।

নাসা যখন বলে বিশাল গ্রহানু পৃথিবীতে আঘাত হানবে, তখন এই তথ্যের সত্য মিথ্যা যাচাই-বাছাই তো করেই না, উল্টো অন্যদের সাথে মডারেট মুসলিমরাও এই খবরকে বিশ্বাস করে নেয় এবং ভয়ে হয়রান হয়ে যায়।

আর আমরা যখন নাসার মুখোশ উন্মোচন করে দেই তখনই তাদের যন্ত্রণা শুরু হয়।

এসব মডারেট মুসলমানেরা আসলে কোরআনের ভক্ত নয়, বরং নাসার অন্ধ ভক্ত।

নাসার দেয়া ফেক তথ্যগুলিকে মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নেয়। কখনো দলিল প্রমাণ চাওয়া তো দূরের কথা, একটু চিন্তাও করে না যে, তাদের কথাগুলো সত্য কিনা। অথচ আমরা কোরআন হাদিস থেকে শক্ত দলিল প্রমাণ সহ সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করার পরেও এই বেকুবের দলেরা দলিল চায়।

আসমানি ছাদ বনাম রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিঃ

পৃথিবীর উপরিভাগ মজবুত আসমান দ্বারা আবদ্ধ বলে বিভিন্ন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সঠিকভাবে কাজ করে।

অর্থাৎ ভূমি থেকে যেসব তরঙ্গ উপরদিকে পাঠানো হয় তা আসমানের ছাদে বা মেঘে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। এবং সেগুলো বিভিন্ন রিসিভার এর দ্বারা রিসিভ করা হয়। এভাবেই মূলত ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক বা রাডার কাজ করে। যদি উপরের অংশ মহাশূন্য হতো, তাহলে এসব ফ্রিকোয়েন্সিগুলো মহাশূন্যে হারিয়ে যেত। ফেরত আসত না। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন।

অধ্যায়-৩ (ছোট ছোট পোস্ট)

এই অধ্যায়টা পড়লে, অল্পের ভিতর কিছু দারুন দারুন মেসেজ পাবেন ইনশাআল্লাহ। ফেসবুকে বিভিন্ন সময় আমার দেয়া ছোট ছোট পোস্ট গুলোকে এখানে একত্রিত করেছি। আমার পুরোনো পাঠকরা এগুলোর মর্ম সহজে বুঝবেন ইনশাআল্লাহ।

পোস্ট-১ (পঙ্খু বিজ্ঞানী)

পঙ্খু কাফের অপবিজ্ঞানী হকিংস ল্যাভে বসে যেসব মিথ্যা তথ্য দিয়েছে, তা তৃপ্তির সাথে গিলেছেন। কখনো প্রশ্ন করেননি, সে কি মহাকাশে গিয়ে দেখে এসেছে কিনা? আপনাদের সব প্রশ্ন কোরআন, হাদিস আর মুমিনদের বিরুদ্ধে। মুমিনরা কিছু বললেই আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, মহাকাশে গিয়ে দেখে এসেছি কিনা? কেন এই প্যারাডক্স?

পোস্ট-২ (গ্রিক মিথ)

সাইন্স ফিকশন এর নামে গ্রিক মিথঃ

হলিউডের বেশিরভাগ সাইন্স ফিকশন মুভি গ্রিক গড কেন্দ্রিক। আবার ডলারে আছে পিরামিড এবং এক চোখ। কোথায় আমেরিকা আর কোথায় মিশর এবং গ্রিস?

আমেরিকা যে বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানিক কাল্পনিক গ্রিক মিথ প্রচার করছে, আর মানুষকে অসভ্য জাহেলী সমাজে ফিরিয়ে নিচ্ছে, এটা অপবিজ্ঞান প্রেমীরা বুঝতেই পারেনা।

পোস্ট-৩ (অভিশপ্ত স্থান)

অভিশপ্ত এবং নিষিদ্ধ জায়গাগুলোতে আল্লাহর রাসূল যেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু শয়তানের দল সেগুলোকে প্রাচীন ঐতিহ্য বলে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে প্রচার করছে। আর সাধারণ মানুষের পাশাপাশি মুসলমানেরাও সেই সব অভিশপ্ত জায়গায় ভ্রমণ করে নিজেরাও অভিশপ্ত হচ্ছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরবাসীগণ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামদের বললেন, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতিরেকে এ জাতির এলাকায় প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদের ক্রন্দন না আসে, তবে তোমরা তাদের এলাকায় প্রবেশই করবে না। হয়ত, তাদের ওপর যা ঘটেছিল তা তোমাদের ওপরও ঘটতে পারে। (বুখারি ৪৭০২)

‘হিজর’ একটি উপত্যকা যেখানে ‘সামুদ’ সম্প্রদায় বাস করত।

পোস্ট-৪ (বিনোদনের স্থান)

পরিবারকে নিয়ে বিনোদনের উদ্দেশ্যে কোথাও বেড়াতে যাওয়া বা অন্য কোন জায়গা ব্যবস্থা করা সুন্নত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ দ্বীনদার ভাই বোনেরা এই সুন্নত আদায় করতে গিয়ে ফরজকে বিসর্জন দিয়ে দেয়। অর্থাৎ এমন জায়গায় বিনোদনের জন্য যায় যেখানে নামাজ তো পড়াই যায় না উল্টা সেখানে হারামে ভরপুর থাকে।

পোস্ট-৫ (হীরার ধোকা)

বোনেরা কখনো হীরা কিনবেন না। আপনার বিয়েতেও হিরা চাইবেন না। যদি বরপক্ষ হিরা দিতে চায় তাদেরকে না করবেন। এবং স্বর্ণ দিতে বলবেন। স্বর্ণ ছাড়া অন্য কিছুই কিনবেনও না এবং নিবেনও না। মনে রাখবেন হীরা একটি পাথর ছাড়া আর কিছুই না। এটার কোন ভ্যালু নেই। কিন্তু স্বর্ণের নিজস্ব মূল্য মান আছে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জায়গায়।

পোস্ট-৬ (দাজ্জাল থেকে দূরে)

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সময় যদি আমরা জীবিত থাকি তাহলে তো দেখা হবেই। সরাসরি না হলেও মিডিয়াতে তো

দেখতেই পাবো। তবে আল্লাহর কাছে খুব দোয়া করতে হবে যেন কখনোই দাড্জালের মুখোমুখি হতে না হয়। কারণ যত বড়ই ঈমানদার হোক না কেন, দাড্জালের সামনে গিয়ে ঈমান হারিয়ে ফেলবে। তাই দাড্জাল এবং দাড্জালি ফেতনা থেকে অনেক দূরে থাকা চাই।

পোস্ট-৭ (উল্কাপিণ্ড)

উল্কাপিণ্ড নিষ্ক্রিপ্ত হয় জিন, শয়তান এবং জাদুকরদের উপর। এটা তাদের ওপর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে অভিশাপ বা শাস্তি স্বরূপ। সুতরাং উল্কাপিণ্ড দেখলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। তা না করে মানুষ এখন এটাকে বিনোদনের বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়েছে।

পোস্ট-৮ (দাড্জালের পারফরমেন্স)

নায়ক গায়ক খেলোয়ার আর নেতার পারফরম্যান্স দেখে বর্তমান যুবক-যুবতীরা যেভাবে এদের অন্ধ পূজারী হয়ে যাচ্ছে, ঠিক একইভাবে দাড্জালের পারফরমেন্স (অলৌকিক ক্ষমতা) দেখে তারা দাড্জালকে অবশ্যই খোদা হিসেবে মেনে নেবে, নাউজুবিল্লাহ। আপনি যদি তখন

দাজ্জালের বিরুদ্ধে কথা বলেন, এরাই আপনার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম একশন নিবে।

পোস্ট-৯ (নিত্যনতুন আবিষ্কার)

নিত্যনতুন অপবৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিতরে অপবিজ্ঞান প্রেমীরা আধুনিকতা ও উন্নয়ন দেখতে পায়। অন্যদিকে মুমিনরা এর ভিতর জাহেলিয়াত এবং দাজ্জালি সূক্ষ্ম চক্রান্ত দেখতে পায়। এখানেই অপবিজ্ঞান প্রেমী আধুনিক(?) মডারেট মুসলিমদের সাথে মুত্তাকি মুমিনদের পার্থক্য।

পোস্ট-১০ (স্যাটানিষ্ট মেসি)

সামান্য এক স্যাটানিষ্ট মেসির জন্য মানুষ কি রকম পাগলের মত করছে। মেসি মেসি করে জীবন দিয়ে দেয়ার মত অবস্থা হয়েছে। তাহলে ভেবে দেখুন যখন ফলস মেসি (মসী) বের হবে তখন তারা কি করবে? আকাশে ব্লু-বীমের মাধ্যমে দাজ্জাল অর্থাৎ ফলস মসিয়ার আত্মপ্রকাশ প্রদর্শন করা হবে এবং সারা বিশ্বের মানুষ তখন এর চাইতেও বেশি উল্লাস করবে।

পোস্ট-১১ (কোরআনের সম্মান)

কোরআনের সম্মান আল্লাহ তা'আলাই রক্ষা করেন। কাগজের ঠোঙ্গা হিসেবে আপনি কখনোই কোরআনের পাতাকে দেখতে পাবেন না ইনশাআল্লাহ। কিন্তু অন্যান্য বইয়ের পাতা অহরহ দেখা যায়।

পোস্ট-১২ (কালি দেবীর বৈশিষ্ট্য)

অনেকেই জিব্বা বের করে সেলফি তুলে। আবার অনেকেই জিব্বা বের করে নাড়াচাড়া করে মানুষকে ভেঙ্গায়। এগুলো মূলত কালি দেবীর বৈশিষ্ট্য। অন্য কথায় মহিলা জীন শয়তানের (কালী) বৈশিষ্ট্য। আর জিব্বাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেঙ্গানো সাপের বৈশিষ্ট্য। আর সাপকে আমরা জীন শয়তানের প্রতীক বলেই মনে করি। সুতরাং মুমিনদের এসব থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

পোস্ট-১৩ (আধুনিক নর্তকী)

ম্যাসনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে স্কুলের ছোট ছোট কোমলমতী মেয়ে বাচ্চিগুলোকে নর্তকী বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। সবাই মিলে এদের নাচকে উপভোগ করছে। কেউ কেউ তো চোখ দিয়ে এই বাচ্চি গুলোর দেহকে ধর্ষন করে।

পোস্ট-১৪ (বসের হুকুম)

স্বামী কোন হুকুম দিলে সেটা মানতে বা পালন করতে মেয়েদের খুব আত্মসম্মানে লাগে। কিন্তু অফিসের বস যখন ধমকের সূরেও কোন হুকুম দেয় তখন মেয়েরা সেটাকে খুব সুন্দর ভাবে এবং হাসিমুখে মেনে নেয়। যতই কঠিন হোক বসের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

পোস্ট-১৫ (বুড়া শয়তান)

বর্তমানে অনেক বুড়া শয়তান বের হয়েছে। এদের বেশিরভাগই সাদা দাড়িওয়ালা। কেউ কেউ আবার পায়জামা, পাঞ্জাবি এবং টুপিও পড়ে। এই সাদা দাড়িওয়ালা বুড়া শয়তানগুলো মেয়েদের (নর্তকীদের) সাথে নাচানাচি করে অশ্লীলতার নতুন ভার্সন তৈরি করেছে।

পোস্ট-১৬ (দরিদ্র মুসলমান)

বর্তমান দুনিয়ায় সাহাবীদের তুলনায় কোন দরিদ্র মুসলমান নেই। সাহাবীদের কেউ কেউ একটা ছালা বিছিয়ে ঘুমাতেন আবার সেটাই গায়ে পড়তেন। একটা পাত্র দিয়ে খাবার খেতেন আবার সেটা দিয়েই গোসল করতেন। এটা থেকে খুব ভালো করে বুঝা যাচ্ছে যে, এমন দরিদ্র কোন মুসলিম পৃথিবীতে এখন কেউ নেই।

পোস্ট-১৭ (সিনা চাকের ঘটনা)

বিভিন্ন সাইন্স ফিকশন মুভিতে দেখা যায়, অন্য কোন গ্রহ থেকে কিছু এলিয়েন এসে মানুষের সার্জারি করে দেয়। এটা সম্ভবত সিনা চাকের ঘটনা থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ জিব্রাইল (আ:) এসে আল্লাহর রাসূলের যেই ওপেন হার্ট সার্জারি করেছিলেন সেখান থেকে।

পোস্ট-১৮ (হাস্যকর নাস্তিকেরা)

নাস্তিকেরা যেই শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে নাস্তিকতায় লিপ্ত হয় অর্থাৎ আল্লাহকে অবিশ্বাস করে। সেই শয়তান নিজেই তো আল্লাহর ভয়ে তটস্থ থাকে। অথচ শয়তানের অনুসারী হাস্যকর নাস্তিকেরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করে। বেকুব নাফরমানের দল।

পোস্ট-১৯ (পুরুষদের জন্ম কোথায়)

মেয়েদের প্রতি সিম্প্যাথি দেখাতে গিয়ে কোন এক বক্তা বলেছেন, মেয়েদের জন্ম জান্নাতে। তাই মেয়েদের চাহিদা বেশি। এখন প্রশ্ন হল পুরুষদের জন্ম কোথায় হয়েছে? আর চাহিদা বেশি বলে কি তার অভিভাবকের কাছে সামর্থের বাহিরে আবদার করবে?

পোস্ট-২০ (বেশি দিয়ে কিনছে)

১০০ টাকার পণ্যকে ২০০ টাকা বানিয়ে, ধীরে ধীরে কমিয়ে ১৫০ টাকায় আনা হয়। মানুষ খুব খুশি হয়ে যায় দাম কমেছে বলে। কিন্তু সে যে এখনো ৫০ টাকা বেশি দিয়ে কিনছে সেটা ভুলেই যায়।

পোস্ট-২১ (বাঙ্গালীদের মধ্যেই দুর্নীতি)

সব মুসলিমরা রমজান মাসে এবাদত আর একরামের (উপকার) চিন্তা করে। একমাত্র বাঙালি মুসলিম অর্থাৎ বাঙালিরা শুধু ব্যবসার নামে ডাকাতি করার চিন্তা করে। এখানে মুসলিমদের সমস্যা নয়, বাঙালি জাতির সমস্যা। বাঙ্গালীদের মধ্যেই দুর্নীতি।

পোস্ট-২২ (ইনকামের কথা)

সবাই আপনার ইনকামের কথা জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু ইনকাম করতে গিয়ে আপনার কতটা পরিশ্রম করতে হয়, কতটা কোরবানি দিতে হয়, কত ঝড় ঝাপটা সামলাতে হয়, কত কষ্ট হয়, সেটা কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করবে না।

পোস্ট-২৩ (ধোকাবাজ কোম্পানি)

প্রত্যেকটা কোম্পানি, হোক দেশী হোক বিদেশি। বর্তমানে মানুষদের সাথে প্রতিদিন প্রতারণা করে যাচ্ছে। তাদের

প্যাকেট থাকে অনেক বড়, কিন্তু ভিতরে প্রোডাক্ট থাকে অনেক কম। ধোকাবাজ শিল্পপতিদের, ধোকাবাজ কোম্পানি।

পোস্ট-২৪ (ছাদ বাগান)

যারা চাষাবাদকে, চাষীদের কাজ মনে করে, নিচু কাজ মনে করে, গরিবদের কাজ মনে করে। তারাই এখন ছাদ বাগানের নামে চাষাবাদ শুরু করেছে। তারা এখন আধুনিক চাষী।

চাষাবাদ আপাকে করতেই হবে। এছাড়া আসল খাবার পাওয়া যাবে না।

পোস্ট-২৫ (মানবতার শত্রু)

মানুষ একটা জিনিস বুঝতে চায় না। দাজ্জাল শুধু মুমিনদের শত্রু নয় বরং পুরো মানব সভ্যতার শত্রু। যে কিনা সমস্ত ধর্মকে বিকৃত করে ফেলবে। সমস্ত মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করে দিবে। প্রকৃতিকে ওলট-পালট করে দিবে।

পোস্ট-২৬

সিক্রেট সোসাইটিরা Gen Z এর ব্রেইন অনেক আগেই হ্যাক করে নিয়েছে। এখন তাদেরকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করাতে পারবে। মনে হচ্ছে বিভিন্ন দেশে Gen Z কে ইউজ

করে, বড় বড় আন্দোলনগুলো করিয়ে, পুরো বিশ্বকে উপহার দিবে NWO। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার। দাজ্জালি নতুন বিশ্ব।

পোস্ট-২৭

৯৯ একটি প্রতারনার সংখ্যা।

১৯৯, ৪৯৯, ৯৯৯ এরকম বিভিন্ন টাকায় বিভিন্ন রকম অফার দেয়া হয়। কিন্তু নোট দিলে বাকি ১ টাকা ফেরত দেয়া হয় না। এছাড়াও ৯৯৯ দ্বারা ইয়াজুজ মাজুজকে ইন্ডিকেট করা হয়। আবার ৯৯৯ উল্টালে হয় ৬৬৬। যা কিনা দাজ্জালের সংখ্যা। দাজ্জালের সাথে ইয়াজুজ মাজুজের সম্পর্ক জানতে আমার লিখা গগ ম্যাগগ বইটি পড়তে পারেন।

পোস্ট-২৮

আমরা যেহেতু মুশরিকদের দেবতাকে (গরু) জবাই করে খেয়ে ফেলি, সুতরাং মুশরিকদেরকেও জবাই করা আমাদের জন্য কোন ব্যাপারই না ইনশাআল্লাহ। হে মুশরিক, তোমরা যার পূজা কর, আমরা তা ভক্ষণ করি। আমরা তোমাদের জন্য দৈত্য।

পোস্ট-২৯

আমরাই বলি, এখন সব দল-মত, বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আবার আমরাই বলি, না অমুক দলের সাথে

ঐক্যবদ্ধ হওয়া যাবে না। ওরা ফাসেক, ওরা গোমরা, ওরা পথভ্রষ্ট, ওরা বিদাতি, ওরা এই, ওরা সেই। তাহলে, আমরা আসলে কাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে চাই?

পোস্ট-৩০

রাষ্ট্রীয়ভাবে গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে শরীয়া কায়েমের চেষ্টা করলে, আন্তর্জাতিক চাপ আসতে পারে। এই ভয়ে আজীবন কি গোলামী করে যাবেন? নাকি ৫-১০ বছর লড়াই করে, শরীয়া আইন কায়েমের দ্বারা বাকি জীবন কুরআনের ছায়ায় স্বাধীনভাবে বাঁচবেন?

পোস্ট-৩১

মসজিদে এসি, টাইলস ইত্যাদি সহ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য লাখ টাকা খরচ করে। কিন্তু ইমাম মোয়াজ্জিন সাহেবদের জন্য ভালো কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা নাই এবং উপযুক্ত বেতনও নির্ধারণ করা হয় না। মসজিদ কমিটির নামে নিজেরা বেশিরভাগ টাকা মেরে খায়।

পোস্ট-৩২

"এটা বিজ্ঞানের যুগ" এই বাক্যটি অত্যন্ত প্রতারণাময় একটি বাক্য। এই বাক্যের মারপ্যাচ দিয়ে অসংখ্য সুনীতি চিকিৎসা সহ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী পদ্ধতি এবং বিধানকে অবজ্ঞা করা হয়। অনেকে তো কুসংস্কার বলেও অভিহিত করে।

পোস্ট-৩৩

(বিসমিল্লাহ তেই গলদ)

ছোটবেলা থেকেই এই প্রবাদ বাক্যটি আমাদেরকে শিখানো হয়। এই প্রবাদ টির দ্বারা বুঝানো হয় শুরুতেই ভুল করা। অথচ এটা সম্পূর্ণ শিরকি একটি প্রবাদ। বিসমিল্লাহতে কোন গলদ নেই। সুতরাং এই ধরনের বাক্য উচ্চারণ করা পরিহার করতে হবে।

পোস্ট-৩৪

একদল মানুষ এর কোয়ান্টাম ফিজিক্সের আলোচনা করতে গিয়ে গর্বে বুক ফেটে যায়, খুব ইমোশনাল হয়ে পরে, এই জিনিসটাকে বিশাল কিছু মনে করে। অথচ অপবিজ্ঞানীদের কাছে এগুলো উচ্চ স্তরের জাদুকরী দর্শন। রিচুয়াল করে আধ্যাত্মিক জগতে গিয়ে শয়তানের কাছ থেকে এসব ফর্মুলা নেয়।

পোস্ট-৩৫

(don't try this at home) বা (সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিষিদ্ধ জিনিস প্রচার করে, সেটা চর্চা না করতে বলা হয়। এটা একটা কৌশল। আপনাকে না করলেও আপনি সেটা করবেন। এটা শতানের দলেরা ভালো করেই জানে। কিন্তু তারা সুকৌশলে দায়মুক্ত থেকে গেল।

পোস্ট-৩৬

প্রচলিত রাজনীতিতে যারা ধর্মকে নিষিদ্ধ করতে চায়, তারা তো ঠিকই বলছে। গণতন্ত্র তো আলাদা একটি ধর্ম। সেখানে আপনি ইসলামকে কেন ঢুকাবেন? ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শরিয়া আইন কায়েম করতে হবে। খিলাফা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক ধর্মের ভিতরে আপনি আরেক ধর্ম কেন ঢুকাবেন?

পোস্ট-৩৭

ইমাম মাহদী এসে যখন পেন্টাগনের উপর হামলা করবেন, তখন বর্তমানের ৯১১ এর মত একই রকম ভাবে মডারেট মুসলিমরা এটাকে ইনসাইড জব এবং ষড়যন্ত্র বলে ভিডিও বানাতে আর আর্টিকেল লিখবে। অনেকেই তখনো ধোকা খাবে। ইমাম মাহদিকে ইহুদিদের এজেন্ট মনে করবে।

পোস্ট-৩৮

ফিতনার জামানায় যেখানে মুসলিম স্কলারদেরকে বিশ্বাস করাই খুব কঠিন, সেখানে মডারেট স্কলাররা তো ভয়ংকর। আর বিধর্মী স্কলারদেরকে বিশ্বাস করার তো প্রশ্নই আসেনা। ভালো কিছু করতে দেখলেই অন্ধবিশ্বাস করা উচিত নয়। মুসলিমরা অনেক বিধর্মী বক্তার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এটা উচিত নয়।

পোস্ট-৩৯

আগে কাফেরদেরও নীতি নৈতিকতা ছিল। আল্লাহর রাসুলকে (সঃ) গ্রেফতার করার জন্য উনার (সঃ) বাসার সামনে সারারাত অপেক্ষা করে সকালবেলায় ওনার (সঃ) ঘরে ঢুকছে। আর বর্তমানের বাহিনীরা যেকোনো সময়, যে কোন অবস্থায় বাসায় ঢুকে, বিনা কারণে মুসলিমদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

পোস্ট-৪০

নাস্তিকরা কথিত বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে বারবার কুরআনের ভুল ধরার চেষ্টা করে। সুতরাং বুঝা যায়, এই বিজ্ঞানকে(?) কুরআনের বিপরীতে আলাদা একটি ধর্ম হিসেবে দাড়া করানো হয়েছে। যাতে করে এই ধর্মের (কথিত বিজ্ঞান) দ্বারা মুসলিমদেরকে ধোকা দেয়া যায়। ভালো করে জেনে রাখুন, অপবিজ্ঞান আলাদা একটি ধর্মগ্রন্থ।

পোস্ট-৪১

নাস্তিকরা অপবিজ্ঞানকে ঢাল বানিয়ে সব সময় কোরআনকে আক্রমণ করে। আর মুসলমানরা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু, মুসলমানেরা কখনই কুরআনকে ঢাল বানিয়ে অপবিজ্ঞানের উপর আক্রমণ করে না। বিজ্ঞানের(?) মুখোশ খুলে দেয় না। উল্টা অপবিজ্ঞানের সামনে পরলে আমতা আমতা করে। ভয়ে কাচুমাচু করে।

পোস্ট-৪২

পুরুষের নুতফা বা বীর্য কোথা থেকে উৎপন্ন হয়? এবং কিভাবে নির্গত হয়? সেটা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। কুরআন বলে মেরুদন্ডের শেষ অংশ থেকে। আর বিজ্ঞান বলে, অভ্যকোষ থেকে। আপনি কোনটায় বিশ্বাস করেন? আমরা অবশ্যই কুরআনকে বিশ্বাস করি।

পোস্ট-৪৩

মানুষ একটা জিনিস বুঝতেই চায়না। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে শুধুমাত্র মুসলিমরা না বরং সব ধর্মের মানুষ পূর্ণ নিরাপত্তা পাবে, ইনশাআল্লাহ। এবং নিজ নিজ ধর্ম সঠিকভাবে ও নিশ্চিত্তে পালন করতে পারবে। ইসলামি রাষ্ট্রই তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে।

পোস্ট-৪৪

সোমালিয়াকে সব সময় পুরো পৃথিবীর কাছে জলদস্যু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু তাদের উপরে কেমন অত্যাচার করা হয়েছে এবং তাদের উপকূলে জাহাজ থেকে কি পরিমাণে বিষাক্ত পদার্থ ফেলা হয়েছে, সেটা কখনো বলা হয় না।

পোস্ট-৪৫

আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে। সম্রাট শাহজাহান নাকি তাজমহল নির্মাণ শ্রমিকদের হাত কেটে

দিয়েছিলেন। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মুসলিম শাসকদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য, এই মিথ্যা গল্প রটানো হয়েছে। বিস্তারিত জানতে,

[https://www.channel24bd.tv/feature/article/186176/!](https://www.channel24bd.tv/feature/article/186176/)

পোস্ট-৪৬

ইদানিং মূর্তি পাহারা দেয়ার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। মূর্তি পাহারা দিতে দিতে, মূর্তি পূজাই না আবার শুরু করে দেয়? নাউজুবিল্লাহ।

শয়তান তো মানুষকে একটু একটু করেই বিভিন্ন কৌশলে মূর্তি পূজার দিকে ধাবিত করেছে। মূর্তি পাহারা দেওয়া শয়তানের একটি নতুন কৌশল। পাহারা দিতে দিতে মূর্তির প্রতি মায়া সৃষ্টি করে দিবে, ব্যক্তির ভিতরে থাকা কারিন জিন।

পোস্ট-৪৭

দাজ্জালী মিডিয়ার দ্বারা দাজ্জালকে পুরো পৃথিবীর সামনে হিরো হিসেবে উপস্থাপন করা হবে। ফলে, দাজ্জালের শাসন ব্যবস্থায় ৯৯% মানুষ সন্তুষ্ট থাকবে। মাত্র ১% তাওহীদবাদী মুমিন বিরোধিতা করবে এবং তীব্র লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পোস্ট-৪৮

কোন কিছু নিজে নিজে ভাইরাল হয় না। পরিকল্পিতভাবে ভাইরাল করা হয়। যেকোনো টপিককে ভাইরাল করার জন্য একটি অনলাইন ইউনিট কাজ করে। তাদের যখন যেটা ইচ্ছা ভাইরাল করে। মানুষকে এগুলোতে ব্যস্ত রাখে। এটা একটা মাইন্ড গেম।

পোস্ট-৪৯

দাড্জালি বাহিনী (ব্রিটিশ আর্মি) ভারত উপমহাদেশকে দখল করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুখোশে। সুতরাং যেকোনো বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে। সেই কৌশল কিন্তু এখনো বিদ্যমান আছে।

পোস্ট-৫০

কাফেরদের বস্তুগত (প্রযুক্তি) উন্নয়ন দেখে অনেক মুসলমান আত্মপ্রবঞ্চনায় ভোগে এবং তাদের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু মুসলমানরা কখনোই বস্তুগত উন্নয়ন দিয়ে বিজয় লাভ করতে পারবে না। বস্তুর সাথে তাওয়াক্কুলও (আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা) লাগবে।

পোস্ট-৫১

দাড্জাল হবে আধুনিক এবং উন্নত বিশ্বের (দাড্জালি জান্নাত) কারিগর। সুতরাং যারা আধুনিতা এবং উন্নয়নের

পিছে ছুটবে, স্বাভাবিকভাবেই তারা দাড্জালের অনুসারী হবে। দাড্জালকে মাসিহা (ত্রাণকর্তা) মনে করবে।

পোস্ট-৫২

কোন মুসলিম স্কলারকে যখন কাফের রাষ্ট্রে দাড্জালি আর্মির দ্বারা রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া হয় কিংবা নিরাপত্তা দিয়ে লেকচার দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়, তাদেরকে কি হকপন্থি আলেম মনে হয়? বা তারা কি ইমাম মাহদীর জন্য কাজ করবে?

পোস্ট-৫৩

ইন্টারনেট বন্ধ করে দিলে মানুষ পাগলের মত হয়ে যায়। আর এই নেটের প্রতিষ্ঠাতা দাড্জালকে যখন হত্যা করা হবে, তখন মানুষ ক্রোধে ফেটে পড়বে, হিংস্র হয়ে উঠবে, জশ্বি হয়ে যাবে। কেউ তাদের থামাতে পারবেনা। পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। পুরো দুনিয়ায় মারাত্মক এক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

পোস্ট-৫৪

আধুনিক ডিভাইসগুলো মানুষকে যেমন সুবিধা দিচ্ছে, তেমনি মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখেও ফেলে দিচ্ছে। আমরা প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি মোবাইল, গ্যাস সিলিন্ডার, এসি, ফ্রিজ, ট্রান্সমিটার ইত্যাদি বিস্ফোরণ হয়ে মানুষ আহত নিহত হচ্ছে।

পোস্ট-৫৫

কিছুদিন আগে (19-9-2024) লেবাননে একই সাথে ৩০০০ পেজার (ওয়াকি টকির মত যোগাযোগ করার একটি ডিভাইস) বিস্ফোরণ হয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আমাদের মোবাইলগুলিও নিরাপদ নয়। আর ভবিষ্যতের RFID চিপও একই রকম হবে। এই চিপের ভিতর একটা কেমিকেল থাকবে, যা কিনা জিপিএসের সাথে কানেক্ট থাকবে। চাইলেই কেমিকেলটির নিঃসরণ ঘটিয়ে চিপ বহন কারির ক্ষতি করতে পারবে।

পোস্ট-৫৬

অর্থ ও সাফল্য পাওয়ার জন্য বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান কালো জাদুর আশ্রয় নেয় এবং স্যাটানিক সাইন সিম্বল ব্যবহার করে। এগুলোর কারণে মানুষ সেসব প্রতিষ্ঠান এবং তাদের পণ্যের প্রতি নিজের অজান্তেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে কোন প্রোডাক্ট লঞ্চ করলেই মানুষ অস্থির হয়ে যায় সেটা কিনার জন্য।

পোস্ট-৫৭

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পর তার ভালো কাজগুলো দেখে, অনেকেই দাজ্জালের জন্য দোয়া করবে এবং আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করবে, এমন একজন ত্রাণকর্তা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন বলে। বিরোধিতা করলেই বিপদ।

পোস্ট-৫৮

মানব জীবনের সবচেয়ে জটিল অধ্যায় হচ্ছে সংসার জীবন। অথচ এই অধ্যায়টি নিয়ে কোন পাঠ্যপুস্তকে আলোচনা হয় না। উচিত ছিল প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে "সংসার জীবন" নামে একটি সাবজেক্টকে বাধ্যতামূলক করা।

পোস্ট-৫৯

অতিরিক্ত প্রচারের মাধ্যমে দাড্জালী বাহিনী কৃষকদেরকে গোবরের বদলে ইউরিয়া সার ব্যবহারে উৎসাহিত করেছে। কৃষকরাও লোভে পড়ে ইচ্ছামতো সার ব্যবহার করেছে। ফলে, ভূমি তার প্রাকৃতিক উর্বরতা হারিয়ে ফেলেছে। জমিতে এখন আর তেমন কোন ফসল উৎপাদন হচ্ছেনা।

পোস্ট-৬০

দাড্জালের গোয়েন্দা ছিল জাসসাসা। ওই একই ধারাবাহিকতায় বর্তমানের জাসসাসা হচ্ছে মো-সাদ, র, এফ-বিআই, সি-আইএ, ইত্যাদি গোয়েন্দা সংস্থা গুলো। তারা দাড্জালের জন্য গোয়েন্দাগিরি করে যাচ্ছে ঠিক জাসসাসার মত।

পোস্ট-৬১

দা-ড্জালী সিস্টেমের বেডাডাল থেকে মুক্ত হওয়ার মাত্র দুইটি উপায় আছে।

- ১) জি-হাদের মাধ্যমে দাজ্জালি সিস্টেমের গোড়ায় আঘাত করা। (এটা সাহসী মুমিনদের জন্য)
- ২) নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে পাহাড়ে কিংবা গ্রামে পালিয়ে যাওয়া। (এটা দুর্বল মুমিনদের জন্য)

পোস্ট-৬২

আগেও বলছি, আবারো বলতেছি। ইহুদিদের মাসিহা, হিন্দুদের কঙ্কি, বৌদ্ধদের বুদ্ধ মৈত্র এবং শিয়াদের ১২ তম ইমাম এক জিনিস। অর্থাৎ দাজ্জাল। কেউ যদি এগুলোকে ইমাম মাহদী মনে করে, সে ভ্রষ্টতার মধ্যে আছে। বিস্তারিত আমার আগের বইগুলোতে আছে।

পোস্ট-৬৩

আপনি বর্তমানে কোন না কোন দলের কর্মী অথবা সমর্থনকারী হিসেবে আছেন। আপনার পছন্দের দলের ভিতর থেকে যদি ইমাম মাহদি না আসেন, তাহলে উনাকে মেনে নিতে পারবেন তো? নাকি আপনার দল থেকে বের হয়নি বলে পথভ্রষ্ট ভেবে, দূরে সরে আসবেন?

পোস্ট-৬৪

অনেক মুমিন দুনিয়াবী শিক্ষা কম থাকায় হীনমন্যতায় ভোগে। আপনাদের মনে রাখা উচিত আল্লাহর রাসূল (স:) একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন। সুতরাং ফ্রিম্যাসনিক পড়াশোনা কম হলেও সমস্যা নেই। ইসলামী জ্ঞান থাকলেই হবে। আপনার যদি কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান থাকে, তাহলে আপনিই প্রকৃত জ্ঞানি।

পোস্ট-৬৫

দুর্গাপূজার সাথে ইলিশের কি সম্পর্ক? দুর্গাপূজাতে ইলিশের চাহিদা বাড়ে কেন? দেবীকে (মহিলা জিন) ভোগ হিসেবে ইলিশ দেয়া হয় কেন? তাহলে কি জিনের চাহিদার কারণেই, দুর্গা পূজাতে ইলিশের এত চাহিদা? আমরা তো শুনেছিলাম জিনদের কিছু প্রজাতি আছে, যারা কিনা মাছ খুব পছন্দ করে।

পোস্ট-৬৬

ইরানকে মুসলিমদের ত্রাণকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা দীর্ঘদিন যাবত চলছে। কারণ ইরান থেকেই ৭০০০০ ইম্পাহানি ইহুদী সহ দাজ্জাল বের হবে। সেজন্য আগে

থেকেই ইরানের জন্য মুসলিমদের অন্তরে ভালোবাসা তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া তো মুসলিমদেরকে ধোকা দেয়া যাবেনা। সুন্নি মুসলিমদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ফেসাদ লাগিয়ে দিয়ে, ঝগড়া বিবাদে ব্যস্ত রেখে শিয়াদেরকে (ছদ্মবেশি ইহুদি) মুসলিমদের সামনে হিরো হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

পোস্ট-৬৭

শিয়া মুসলিম, সুন্নি মুসলিম বলে কোন শব্দ নেই। পৃথিবীতে মুসলমান বলতে একটাই জামাত। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। অর্থাৎ নবী (সঃ) এবং তার সাহাবীদের (রাঃ) অনুসারি।

এর বাহিরে যারা আছে তারা কেউই মুসলমানের কাতারে নেই। সুতরাং শিয়াদেরকে মুসলিম বলা, একটা ধোঁকাবাজি। তারা তো ছদ্মবেশী ইহুদি।

পোস্ট-৬৮

যারাই সাহাবাদের (রাঃ) নামে কৌশলে বদনাম করবে অথবা দোষ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে কথা বলবে। বুঝে নেবেন তাদের ভিতরে আব্দুল্লাহ

ইবনে সাবার উত্তরসূরি অর্থাৎ শিয়াদের (ছদ্মবেশী ইহুদি) রক্ত আছে। কারন শিয়ারাই সাহাবাদের (রাঃ) বিরুদ্ধে বদনাম ছড়ায়।

পোস্ট-৬৯

কালিমার পতাকা মুমিনদের পতাকা। বাকি যত পতাকা আছে সব দাজ্জালি পতাকা। ১% মুমিন কালিমার পতাকা বহন করবে। বাকি ৯৯% রা দাজ্জালি পতাকা বহন করবে। এক দল ঈমানের পথে থাকবে। বাকিরা দাজ্জালের পথে।

পোস্ট-৭০

কালো পতাকাধারীদের মধ্যেই ইমাম মাহদী থাকবেন। সুতরাং যাদেরকে কালো পাতাকার (কালিমার পতাকা) বিরোধিতা করতে দেখবেন, বুঝে নেবেন তারাই ভবিষ্যতে মাহদীর বিরোধিতা করবে এবং দাজ্জালের পক্ষ নেবে। হোক সেটা বর্তমানে কোন মুসলিম দল।

পোস্ট-৭১

আজকে কালিমা লেখা কালো পতাকা বহন করার কারণে মুসলিমদেরকে গ্রেফতার করে। কিছুদিন পর কালেমা মুখে

উচ্চারণ করলেই গ্রেফতার করবে। দাড্জালের পোষা কুকুরেরা কোথায় হাত দিয়েছে, বুঝতে পেরেছেন?

পোস্ট-৭২

পুরো সৃষ্টির ইতিহাসে একমাত্র নভোচারী ছিলেন আল্লাহর রাসূল (স:)। উনি ছাড়া আর কেউ কখনোই মহাকাশ ভ্রমণ করে নাই। করতে পারবেও না। সুতরাং কাফেরদের মহাকাশ ভ্রমণের মিথ্যা কল্পকাহিনী শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

পোস্ট-৭৩

নাস্তিকরা মুসলিমদের চাইতে কোরআনকে বেশি গবেষণা করে এবং বেশি বুঝে। ওরা খুব ভালো করেই জানে কুরআন পৃথিবীকে সমতল বলেছে। যদিও তারা এটা মানে না।

আর মডারেট মুসলিমরা কোরআনকে টেনে হিচড়ে অপবিজ্ঞানের সাথে মিলায়। আফসোস সার্জিক্যাল মুসলিমদের জন্য। এরা ইসলামকে কেটে ছিড়ে (সিজার) নিজেদের মত বানিয়ে নেয়।

-সমাপ্ত-